পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 339 Saturday, 14 November, 2026 * ৩১ বর্ষ, ৩৩৯ সংখ্যা * ২৭ কার্ত্তিক ১৪৩৩, শনিবার, ১৪ নভেম্বর ২০২৬ * আজ ৮ পাতা * মূল্য- ৩ টাকা

জাহাঙ্গিরের বাড়ি আপাতত ভাঙা যাবে না

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ নভেম্বরঃ ফলতার একদা প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানের বাড়ি ভাঙার উপর স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে গত বুধবার থেকে তাঁর ফলতার বাড়ি ভাঙার কাজ চলছিল। বৃহস্পতিবারও ভাঙার কাজ চলে। তবে, এখন বাড়ি ভাঙার কাজ বন্ধ রাখতে হবে। সোমবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। ততদিন পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বাড়ি ভাঙার কাজ। এমনই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। আপাতত জেলে রয়েছেন জাহাঙ্গির খান ওরফে স্বঘোষিত 'পুষ্পা'। তাঁর বিরুদ্ধে ভোট কারচুপি, ভোটারদের ভয় দেখানো, তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এরই মধ্যে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে জাহাঙ্গিরের ফলতার শ্রীরামপুরের বাড়ি ভাঙার নির্দেশ দেয় নিম্ন আদালত। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে যান জাহাঙ্গির। ওই মামলার শুনানিতে এদিন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ বেশ কয়েকটি প্রশ্ন তোলেন। তাঁর দাবি, জাহাঙ্গির জেলে রয়েছেন। তাহলে কীভাবে চিনলেন বাড়িটি জাহাঙ্গিরের? বিচারপতির প্রশ্ন, কীভাবে বাড়িটি চিনলেন? উনি তো জেলে আছেন। নোটিশ কোথায়? প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের এজি সুরজিত মিত্র জানান, দু'জন স্থানীয় বাড়িটি চিহ্নিত করেছিলেন। তার আগে পোস্টে পাঠানো হয় নোটিশ। মামলাকারীর আইনজীবী কিশোর দত্তের সওয়াল, নোটিশে কোনও সাক্ষর নেই। তাঁর দাবি, জাহাঙ্গির বাড়ির ঠিকানা এটি লিখলেও অন্যত্র থাকতেন। কিশোর দত্তের অভিযোগ, গতকাল মামলার পর কাজ আরও দ্বিগুন করা হয়। দ্রুত গতিতে বাড়ি ভাঙা হয়। এজির দাবি, যাবতীয় বিষয় ভিডিয়ো করা হয়েছে। নোটিশ সাঁটানোর ভিডিয়োও আদালতে জমা দেওয়া হবে। রাজ্যের দাবি, জেলা পরিষদ জানিয়েছে ওই বাড়িটির কোনও স্যাংশান প্ল্যান ছিল না। প্রথম থেকেই সব জানতেন জাহাঙ্গির। নোটিশের বিষয়ও তাঁর জানা ছিল বলে দাবি। এরপরই বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ জানিয়ে দেন, আপাতত বাড়ি ভাঙা বন্ধ রাখতে হবে। এই সপ্তাহের শনিবার ও রবিবার বাড়ি ভাঙার কাজ বন্ধের নির্দেশ দেন তিনি। একইসঙ্গে রাজ্যকে ভিডিয়ো জমা দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী সোমবার মামলার পরবর্তী শুনানি।

বেপরোয়া লরির চাকায় পিষ্ট ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ নভেম্বরঃ টিউশন সেরে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। সিমেন্ট বোঝাই একটি বেপরোয়া লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক পড়ুয়ার। এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার দুপুরে রণক্ষেত্রের রূপ নেয় মাঝেরহাট স্টেশন চত্বর। স্থানীয় বাসিন্দাদের তীব্র বিক্ষোভ ও রাস্তা অবরোধে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে গোটা এলাকা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নামাতে হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম আনমোল ঝা, ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া ছিল সে। শুক্রবার দুপুরের দিকে প্রতিদিনের মতো টিউশন পড়তে গিয়েছিল সে। টিউশন সেরে যখন সে বাড়ি ফিরছিল, সেই সময় মাঝেরহাট স্টেশনের কাছে একটি সিমেন্ট বোঝাই বেপরোয়া লরি তাকে সজোরে ধাক্কা মারে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, লরির চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। এই দুর্ঘটনার খবর চাউর হতেই মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় পথচলতি মানুষ ও প্রতিবেশীরা। লরিটিকে ঘিরে ধরে রাস্তায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা। মুহূর্তের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ব্যস্ততম মাঝেরহাট চত্বর। খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় স্থানীয় থানার পুলিশ। তবে উত্তেজিত জনতাকে হঠাতে ও পরিস্থিতি শান্ত করতে বেশ বেগ পেতে হয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে। পুলিশ লরিটিকে আটক করেছে, পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল এবং লরিটির গতি বা চালকের কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ষষ্ঠ শ্রেণীর ওই পড়ুয়ার মর্মান্তিক মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পুলিশ মিত্র অ্যাপের উদ্বোধন

কাজে স্বচ্ছতায় জোর মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ নভেম্বরঃ নবান্ন সভাঘর থেকে 'পুলিশ মিত্র' অ্যাপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আমূল পরিবর্তন আনা হচ্ছে রাজ্যের পুলিশি ব্যবস্থায়। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যুরো অফ পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর সঙ্গে স্বাক্ষরিত মৌ চুক্তি রূপায়ণের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এই কাজে কোনওভাবেই সিভিক ভলান্টিয়ারদের ওপর নির্ভর করা চলবে না। পাশাপাশি, বিট অফিসারদের কাজের স্বচ্ছতা, উপযুক্ত ই-ইকুইপমেন্ট এবং জনগণের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। শুক্রবার নবান্ন সভাঘর থেকে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. সুব্রত গুপ্ত, স্বরাষ্ট্র সচিব সংঘমিত্রা ঘোষ, ডিজিপি সিদ্ধিনাথ গুপ্ত, এডিজি (ল অ্যান্ড অর্ডার) অজয় রানাডে-সহ রাজ্য পুলিশের ৩৪টি পুলিশ জেলার প্রধান, কলকাতা পুলিশের কমিশনার এবং দিল্লি থেকে আসা অলোক মিত্তল ও তাঁর টিম। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই রাজ্যবাসীকে ছট পুজো এবং জগদ্ধাত্রী পুজোর আগাম শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী। এদিন পুলিশ মিত্র অ্যাপের উদ্বোধনের মূল লক্ষ্য হিসেবে জনগণের অংশীদারিত্বের উপর জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ যেন জানতে পারেন যে তাঁদের বিট এলাকায় কোন পুলিশ অফিসার দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাঁর মোবাইল নম্বর কী এবং তাঁকে কীভাবে পাওয়া যাবে। শুধুমাত্র অফিসাররা গ্রামে গিয়ে ভিজিট করবেন এবং রিপোর্ট জমা দেবেন, এমনটা হলে চলবে না। এই প্রক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণ রেসিপ্রোকাল (পারস্পরিক) হতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষও বিট অফিসার ও তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন। তবেই কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগের আসল সুফল মিলবে। রাজ্যে পুলিশকর্মী বা ম্যানপাওয়ারের গুরুতর সংকটের কথা স্বীকার করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বাংলায় প্রতি লাখে পুলিশ কর্মীর সংখ্যা ১০৫, যেখানে জাতীয় গড় ১৫৫। রিক্রুটমেন্ট ও ট্রেনিংয়ের প্রক্রিয়া চললেও এর জন্য কিছুটা সময় লাগবে। সিভিক ভলান্টিয়ারদের উপর ভরসা না রেখে অফিসারদের আধুনিক ট্যাব, ল্যাপটপ, প্রিন্টার ও ডেডিকেটেড মোবাইল ফোনের মতো ই-ইকুইপমেন্ট দেওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র সচিবকে নির্দেশ দেন তিনি। এছাড়াও ৩৮ হাজার গ্রামে নিযুক্ত বিট অফিসারদের ট্যুর বুক, ইন্টারঅ্যাকশনের বুক এবং পাবলিক ইন্টারঅ্যাকশনের ভিডিওগ্রাফি মোবাইল রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে সংরক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়। তৃণমূলস্তরে এই কাজের রিপোর্টিং অথরিটি ও হায়ারার্কি বা শৃঙ্খল নির্দিষ্ট করার ওপর জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ডিজিপি-কে নির্দেশ দেন, কোন অফিসার কাকে রিপোর্ট করবেন তা স্পষ্ট করতে হবে। যাতে শেষ পর্যন্ত রাজ্যের হোম ডিপার্টমেন্ট, কেন্দ্রীয়



● এরপর ৬ পাতায়...



শুক্রবার চন্দননগরে জদদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

বাংলায় ন্যূনতম দৈনিক মজুরি ৪০০ টাকা করার ভাবনা! কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ নভেম্বরঃ কেন্দ্রীয় সরকারের 'জি রাম জি' প্রকল্প নিয়ে বড়সড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নবান্ন সভাঘর থেকে আয়োজিত আবাস যোজনার দ্বিতীয় কিস্তির টাকা প্রদান অনুষ্ঠান থেকেই তিনি জানান যে, বাংলার মাটিতে যাঁরা 'আনস্কিলড জব'-এর সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের দৈনিক ন্যূনতম মজুরি বাড়িয়ে যাতে অন্তত ৪০০ টাকা করা হয়, সে বিষয়ে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে কথা বলেছেন। নির্ধারিত সময়ের আগেই এই প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা সাফল্যের সঙ্গে পূরণ করা সম্ভব হবে বলেও তিনি দৃঢ় আশাপ্রকাশ করেছেন। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান যে, তাঁর মায়ের প্রয়াণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে রাজনৈতিক পরিবেশ না হওয়া সত্ত্বেও তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি মন্ত্রীর সামনে উত্থাপন করেছেন। শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানান যে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ শ্রমিকদের আর্থিক সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই দৈনিক মজুরি অন্তত ৪০০ টাকায় উন্নীত করার দাবি তিনি মন্ত্রীকে জানিয়েছেন। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে পরিসংখ্যান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান যে, কেন্দ্রীয় সরকারের বেঁধে দেওয়া ২২ কোটির কাজের লক্ষ্যমাত্রা খুব শীঘ্রই নির্দিষ্ট সময়ের আগেই শেষ করা সম্ভব হবে। বর্তমানে রাজ্যে প্রতিদিন ১০ লক্ষ করে কর্মদিবস বা ম্যান্ডেট তৈরি হচ্ছে বলে দাবি করে তিনি জানান যে, গত ৫-৭ দিনের মধ্যেই প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ ম্যান্ডেট তৈরি হয়ে গিয়েছে, যা প্রশাসনিক ও কর্মসংস্থানের দিক থেকে একটি বিরাট সাফল্য। গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে এবং সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের আয় বাড়াতে এই উদ্যোগ অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে বলে মনে করছে রাজ্য প্রশাসন। এর পাশাপাশি 'জি রাম জি' প্রকল্পে যাঁরা সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করেন তাঁদের বেতন বৃদ্ধির দাবি মেনে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অর্থসচিবকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এই সিদ্ধান্ত আর মন্ত্রিসভার বৈঠকে না নিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে দিতে। এদিন নবান্ন থেকে রাজ্যের ৭ লক্ষ উপভোক্তাকে

● এরপর ৬ পাতায়...

শুরু হচ্ছে সেক্টর ফাইভ থেকে নিউ গড়িয়া মেট্রো

২১ নভেম্বর উদ্বোধনে আসছেন প্রধানমন্ত্রী



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ নভেম্বরঃ বহু প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে স্বস্তির খবর। জট কেটে গেল চিংড়িহাটার। আগামী ২১ তারিখ কলকাতা আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। উদ্বোধন করা হবে মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনের নতুন অংশ। এর ফলে যাত্রীরা খুব সহজেই সরাসরি সেক্টর ফাইভ থেকে নিউ গড়িয়া পৌঁছে যেতে পারবেন এক মেট্রোতেই। কবি সুভাষ থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর (অরেঞ্জ লাইন) মেট্রো প্রকল্প কবে চালু হবে, তা নিয়ে বহু কলকাতাবাসীর মনেই প্রশ্ন ছিল। কিন্তু চিংড়িহাটা মোড়ে মেট্রোর কাজ থমকে থাকায় সেই আশা একসময় ক্ষীণ হতে শুরু করেছিল। আগের সরকারের আমলে প্রায় দেড় বছর অনুমতি না মেলায় চিংড়িহাটা মেট্রোর প্রকল্পের কাজ আটকে ছিল। তবে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পরই সেই জট কাটে এবং কাজে দ্রুত গতি আসে। মাত্র ১২০ ঘণ্টারও কম সময়ে চিংড়িহাটার আটকে থাকা কাজ শেষ করা হয়। প্রথম দফায় ১৫ মে রাত ৮টা থেকে ১৮ মে সকাল ৮টা পর্যন্ত (৬০ ঘণ্টা) ৩১৭ ও ৩১৮ নম্বর পিলারের মধ্যে ২৮ মিটার দীর্ঘ একটি ভায়াডাক্ট বসানো হয়। এই সময়ে ইএম বাইপাসের উল্টোডাঙাগামী লেন আংশিক বন্ধ রেখে যান নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। এরপর এক সপ্তাহ বিরতির পর দ্বিতীয় দফায় ২২ মে রাত ৮টা থেকে ২৫ মে সকাল ৮টা পর্যন্ত (আরও ৬০ ঘণ্টা) ৩১৮ ও ৩১৯ নম্বর পিলারের মধ্যে ৩৪ মিটার দীর্ঘ ভায়াডাক্ট বসানো হয়। দু'দফায় মোট ১২০ ঘণ্টায় ৩১৭ থেকে ৩১৯ নম্বর পিলার পর্যন্ত ৬২ মিটার ভায়াডাক্ট বসানোর কাজ পুরোপুরি শেষ হয়। অনেক দিন আগেই চিংড়িহাটার কাজ শেষ হয়েছে এবং গত মাসে ওই লাইনে পরীক্ষামূলকভাবে (ট্রায়াল রান) মেট্রো চলাচল শুরু হয়। সম্প্রতি মহালয়ার দিন শনিবার অরেঞ্জ লাইনে বেলেঘাটা থেকে আইটি সেন্টার পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে রেক চালায় নির্মাণ সংস্থা রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (আরভিএনএল)। পরিবর্তনের পর রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের এক মাস কাটার আগেই, কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ে বাংলার রেল যোগাযোগের ছবিটা পুরোপুরি বদলে গেছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। সরকারে এসে মুখ্যমন্ত্রী নিজে

● এরপর ৬ পাতায়...

কলকাতার পর এবার হাওড়া!

পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে হাইকোর্টে সিপিএম নেতা



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ নভেম্বরঃ কলকাতার পর এবার হাওড়া পুরসভার ডিলিমেটেশনও আইনি জটে? হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হল নতুন মামলা। পুরসভার ওয়ার্ডের সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন সিপিএম নেতা তথা হাওড়া পুরসভার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ ইমতিয়াজ আহমেদ। সম্প্রতি রাজ্য বিধানসভায় হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ডের সংখ্যা ৫০ থেকে বাড়িয়ে ৬৮ করার বিল পাশ হয়েছে। সেই সিদ্ধান্তের বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন মামলাকারী। তাঁর অভিযোগ, ২০১৮ সাল থেকে হাওড়া পুরসভায় কোনও নির্বাচন হয়নি। বর্তমানে সেখানে প্রশাসকের মাধ্যমে পুরসভার কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ করে ওয়ার্ডের সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, ১৯৮০ সালের পুর আইন মেনে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করা হয়নি। তাই গোটা প্রক্রিয়ার উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। এর আগে কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়েও একই ধরনের অভিযোগ তুলে আদালতে মামলা দায়ের হয়েছিল। মামলাকারীর দাবি ছিল, সেই মামলায় ভ্যাকেশন বেঞ্চ ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছিল। আদালতের নির্দেশ ছাড়া নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা যাবে না বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কলকাতা পুরসভার আসন সংখ্যা ১৪৪ থেকে বাড়িয়ে ২০৯টি করার প্রক্রিয়া শুরু করে প্রশাসন। গোড়াতেই প্রক্রিয়াগত ত্রুটি নিয়ে সরব হয়েছিল বাম, কংগ্রেস, কালীঘাট তৃণমূল-সহ দলগুলি। পরে এ নিয়ে হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন কসবার সিপিএম

● এরপর ৬ পাতায়...

কাজিরাঙায় ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা!

লরি ও মিনিবাসের মুখোমুখি ধাক্কায় অন্তত ২৩ জনের মৃত্যু

সংবাদ সংস্থা, কাজিরাঙা, ১৩ নভেম্বরঃ অসমের কাজিরাঙায় এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন অন্তত ২৩ জন। লরির সঙ্গে একটি মিনিবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা



ঘটে। ঘটনায় বহু যাত্রী আহত হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। এর জেরে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার অসমের কাজিরাঙার কাছে রঙ্গাজন এলাকায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। বোকাকঘাট থেকে নগাঁওয়ের দিকে যাচ্ছিল মিনিবাসটি। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, কাজিরাঙা জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় গতি সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা জারি থাকলেও মিনিবাসটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছুটছিল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি সজোরে ধাক্কা মারে একটি কন্টেনার ট্রাকে। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে মিনিবাসটি সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং বহু যাত্রী ভিতরেই আটকে পানে। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকার্য শুরু করে। বাস থেকে আটকে থাকা যাত্রীদের বের করে কোহড়া মডেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। গোলাঘাটের সিনিয়র পুলিশ সুপার স্বপ্নীল ডেকা জানিয়েছেন,

● এরপর ৬ পাতায়...

সাধারণ নাগরিক ও কৃষকদের ওপর বিপুল অর্থনৈতিক বোঝা চাপাতে দেয়নি সরকার। ডিজেলের দাম সীমিত রাখতে পরিকল্পনা করে সরকার। বিশ্ববাজারে তেলের দামের ধাক্কা সামলাতে যেখানে ডিজেলের দাম ৫০ টাকা বাড়ার কথা ছিল, সেখানে সরকার তা মাত্র ৭ টাকায় সীমাবদ্ধ রাখে। বাকি প্রতি লিটার ডিজেলের ওপর ৪৩ টাকার সম্ভাব্য দাম বৃদ্ধির ধাক্কা নিজে ঘাড়ে নেয় সরকার। মাসের পর মাস আর্থিক বোঝা টানার কথা বলে প্রধানমন্ত্রী জানান, দেশের ক্রেতা ও কৃষকদের সুরক্ষায় প্রতি মাসে ১৪ হাজার কোটি টাকার আর্থিক বোঝা বহন করেছে সরকার। এর পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশের তুলনায় স্বস্তির কথাও জানিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, ''একই সময়ে প্রতিবেশী দেশগুলিতে ডিজেলের দাম ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেলেও ভারতে তা যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়েছিল।'' জ্বালানির পাশাপাশি কৃষকদের সার সহায়তা নিয়েও বড় পরিসংখ্যান তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, গত ১২ বছরে কৃষকদের সাশ্রয়ী মূল্যে সার সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকার ১৬ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে দেশীয় বাজারের ফারাক তুলে ধরে মোদি

● এরপর ৬ পাতায়...

১২ বছরে ১৬ লক্ষ কোটি খরচ মোদি সরকারের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বরঃ বিশ্বজুড়ে চলা সংঘাতের জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে যখন লাগামছাড়াভাবে বেড়েছিল অপরিশোধিত তেলের দাম, ঠিক সেই সময়ে দেশের কৃষক ও সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে বড় পদক্ষেপ করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। শুক্রবার নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ কথা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী জানান, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রতি ব্যারেল ৭০ ডলার থেকে লাফিয়ে ১২২ ডলারে পৌঁছে গিয়েছিল। এর ফলে দেশে ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে অন্তত ৫০ টাকা পর্যন্ত বাড়ানোর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু



এল নিনো নিয়ে আবারও সতর্ক করল হু, হতে পারে ডেঙ্গি বা অপুষ্টির মতো সমস্যা! কেন ভারত এত ঝুঁকিতে?

নিজস্ব প্রতিবেদন

এল নিনোকে ঘিরে এবার বাড়ছে স্বাস্থ্যসংকটের আশঙ্কা। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে এল নিনো মোকাবিলায় সর্বোচ্চ স্তরের জরুরি প্রস্তুতি ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। সংস্থার গ্রেড ৩ পর্যায়ের এই সতর্কতা তাদের সর্বোচ্চ জরুরি প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা। ২ নভেম্বর প্রকাশিত নতুন পরিকল্পনায় আশঙ্কা, আবহাওয়ার পরিবর্তনের জেরে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক জনস্বাস্থ্য সংকট তৈরি হতে পারে। সেই তালিকায় রয়েছে ভারতও। ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরের মূল্যায়নে ভারতকে উচ্চ বা অতি উচ্চ স্বাস্থ্যঝুঁকির দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে হু। দক্ষিণ এশিয়ার বিস্তীর্ণ অংশে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি তাপমাত্রা এবং কম বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে শুধু তাপপ্রবাহ বা জলের অভাব নয়, ডেঙ্গি, অপুষ্টি থেকে শুরু করে চিকিসা পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য ও পূর্ব অংশের জলের তাপমাত্রা পর্যায়ক্রমে বেড়ে যাওয়ার প্রাকৃতিক ঘটনাই এল নিনো। এর প্রভাবে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার ধরন বদলে যায়। কোথাও দেখা দেয় খরা, কোথাও আবার অতিবৃষ্টি ও বন্যা। হুর ২ নভেম্বরের পরিকল্পনায় ২০২৬ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৭ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জরুরি প্রস্তুতির কথা বলা হয়েছে। প্রথম



ছ'মাসের জন্য প্রায় ৩৫ মিলিয়ন ডলারের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ রয়েছে। সংস্থার মতে, এল নিনো সরাসরি কোনও রোগ তৈরি করে না। বরং পরিবেশের পরিস্থিতি বদলে দিয়ে রোগ ছড়ানোর অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করে। হুর মূল্যায়নে ভারতে ডেঙ্গি এবং লেপ্টোস্পাইরোসিসের ঝুঁকি বেশি। তাপমাত্রা ও বৃষ্টির ধরন বদলালে মশার বংশবিস্তার বাড়তে পারে। জলসংকটের সময়ে বাড়িতে জল জমিয়ে রাখার পাত্রও মশার আঁতুড়ঘর হয়ে উঠতে পারে। উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু অংশে রয়েছে ম্যালেরিয়ার আশঙ্কাও। অন্যদিকে, অতিরিক্ত গরমে জলশূন্যতা, হিটস্ট্রোক এবং হৃদ্‌যন্ত্র, ফুসফুস ও কিডনির সমস্যা বাড়তে পারে। কম বৃষ্টিতে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হলে খাদ্যসংকট ও অপুষ্টির ঝুঁকিও বাড়বে। শিশু, অন্তঃসত্ত্বা মহিলা, প্রবীণ এবং দীর্ঘদিনের অসুখে ভোগা ব্যক্তিরা সবচেয়ে বেশি বিপদের মুখে। কৃষিশ্রমিক, নির্মাণকর্মী ও রাস্তায় কাজ করা মানুষও তাপপ্রবাহের সরাসরি শিকার হতে পারেন। হুর পরামর্শ, আগাম রোগ শনাক্তকরণ, আবহাওয়ার পূর্বাভাসের সঙ্গে স্বাস্থ্য নজরদারির সমন্বয় এবং হাসপাতালের প্রস্তুতি বাড়াতে হবে। নিরাপদ পানীয় জল, মশা নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োজনীয় ওষুধের সরবরাহ নিশ্চিত করাও জরুরি। এদিকে, ২০২৬ সালের বর্ষায় স্বাভাবিকের তুলনায় কম বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছিল ভারতের আবহাওয়া দফতর। তবে এল নিনো মানেই বর্ষা আসবে না, এমন নয়। এর প্রভাব নির্ভর করে পরিস্থিতির তীব্রতা ও অন্যান্য জলবায়ুগত ঘটনার উপর। তাই আতঙ্ক নয়, আগাম সতর্কতা এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো মজবুত করাই এখন সবচেয়ে জরুরি।

বৃষ্টি ও তুষারপাতের পূর্বাভাস, পারদ-পতনে কাশ্মীরে শীতের আমেজ



শ্রীনগর, ১৩ নভেম্ববরঃ পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে আবহাওয়ার বড়সড় পরিবর্তন ঘটল জম্মু ও কাশ্মীরে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শ্রীনগরে হালকা বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে, যার জেরে এক ধাক্কায় অনেকটাই নেমে গিয়েছে তাপমাত্রার পারদ। অন্যদিকে, উত্তর কাশ্মীরের বারামুলা জেলা-সহ সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকাতেও বৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দু'দিন উপত্যকার সমতল এলাকাগুলিতে বৃষ্টির পাশাপাশি উঁচু পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে তুষারপাতের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সক্রিয় পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে কাশ্মীর উপত্যকার আকাশ সকাল থেকেই মেঘলা হয়ে রয়েছে। শ্রীনগর শহরের পাশাপাশি উত্তর কাশ্মীরের বারামুলা, কুপওয়ারা ও বান্দিপোরা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হচ্ছে। বৃষ্টির সঙ্গে হিমেল হাওয়া বইতে থাকায় উপত্যকা জুড়ে জাঁকিয়ে শীতের আমেজ তৈরি হয়েছে।আবহাওয়াবিদদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় গুলমার্গ, সোনমার্গ, পহেলগাঁও এবং জোজিলা পাসের মতো উঁচু পার্বত্য এলাকাগুলিতে তুষারপাত হতে পারে। তুষারপাত ও বৃষ্টির জেরে শ্রীনগর-লেহ জাতীয় সড়ক এবং মুঘল রোডে যান চলাচল ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ এই আবহাওয়া পরিবর্তনে শীতবস্ত্রের চাহিদা বাড়ার পাশাপাশি পর্যটকদের মধ্যেও বাড়তি উন্মাদনা দেখা দিয়েছে।

বেলুড় মঠে মুখ্যমন্ত্রী, স্বামী সুবীরানন্দ মহারাজের চরণে বিজয়ার প্রণাম

হাওড়া, ১৩ নভেম্বর ঃ বেলুড় মঠে গিয়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক পূজ্যপাদ শ্রীম স্বামী সুবীরানন্দ মহারাজের চরণে বিজয়ার প্রণাম নিবেদন করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার মঠের পবিত্র পরিবেশে প্রবীণ সন্ন্যাসীদের সান্নিধ্য লাভ এবং তাঁদের আশীর্বাদ গ্রহণ করার পর সামাজিক মাধ্যমে নিজের অনুভূতির কথা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, আজ বেলু। মঠে গিয়ে পূজ্যপাদ শ্রীম স্বামী সুবীরানন্দ মহারাজের চরণে বিজয়ার প্রণাম নিবেদন করার পাশাপাশি তাঁর আশীর্বাদ ও শুভকামনা লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছে। এদিনের সফরে মঠের আধিকারিক মহারাজদের সঙ্গেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। বেলুড় মঠের আধ্যাত্মিক পরিবেশের কথা তুলে ধরে শুভেন্দু অধিকারী জানান, মঠের এই পবিত্র পরিবেশে মহারাজদের সান্নিধ্য লাভ আমার কাছে এক পরম প্রাপ্তি। তাঁদের আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণা আমার আগামী দিনের পথচলার পাথেয় হয়ে থাকবে।

উদ্ধার যুবকের দেহ

আমেঠি, ১৩ নভেম্বর ঃউত্তর প্রদেশের আমেঠিতে উদ্ধার এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার, সংগ্রামপুর থানার অন্তর্গত খেদা মজরে পুন্নপুর গ্রামে। শুক্রবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম মনোজ কুমার পান্ডে (৩০)।বৃহস্পতিবার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, মনোজ মুম্বাইতে থাকত। সে তার স্ত্রী ও দুই মেয়েকে মুম্বাইয়ে রেখেই দীপাবলির দিন গ্রামের বাড়িতে এসেছিল। ঘটনার সময় বাড়িতে তার মা ও বৌদি উপস্থিত ছিল। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ ঘটনাস্থলে

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল রুল্স ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে আয়োজিত দীপাবলি মিলন অনুষ্ঠান, যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী



নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে নতুন দিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) কেন্দ্রীয় সদর দফতরে এক জাঁকজমকপূর্ণ ' দীপাবলি মিলন' অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জেপি নাড্ডা সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীবর্গ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন দেশের সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত সেনা জওয়ানদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দীর্ঘ বহু বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের সাহসী সৈনিকদের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপন করে আসছেন, যা তাঁকে জওয়ানদের সঙ্গে সরাসরি মিলিত হওয়ার এক অনন্য সুযোগ করে দেয়। রণতরী আইএনএস বিক্রান্তের ডেক থেকে শুরু করে দুর্গম তুষারাবৃত সীমান্ত-দেশের বীর জওয়ানদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর এই দীপাবলি উদযাপন এবং সরাসরি তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর পরম্পরা সত্যিই অত্যন্ত বিশেষ ও অনুপ্রেরণাদায়ক।দীপাবলির শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে দলের সাংগঠনিক শক্তি এবং দেশবাসীর কল্যাণে সরকারের বিভিন্ন জনমুখী উদ্যোগের কথাও উঠে আসে। উৎসবের আবহে দলের শীর্ষ নেতাদের এই মিলনমেলাকে ঘিরে দিল্লির বিজেপি সদর দফতরে ছিল সাজো সাজো রব।

১৮ নভেম্বর ছত্তিশগড় মন্ত্রিসভার বৈঠক



রায়পুর, ১৩ নভেম্বর ঃ ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাইয়ের সভাপতিত্বে ১৮ নভেম্বর মন্ত্রিসভার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকটি রায়পুরের সিভিল লাইনে অবস্থিত মুখ্যমন্ত্রী বাসভবনে সকাল সাড়ে ১১টায় শুরু হবে। এই বৈঠকে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের প্রস্তুতি, সম্ভাব্য আইনি কাজকর্ম এবং সদনে উপস্থাপন করার বিষয়গুলি নিয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনা হতে পারে। এছাড়াও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কিত প্রস্তাব, প্রশাসনিক বিষয় এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বৈঠকে বিভাগীয় প্রস্তাবগুলি বিবেচনার পাশাপাশি কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

বক্স অফিসে যশের ফের সাফল্য, রামায়ণ' তাঁর দ্বিতীয় ১,০০০ কোটির সিনেমা

মুম্বই, ১৩ নভেম্বর ঃ অভিনেতা যশের সিনেমা রামায়ণঃপার্ট ১ বিশ্বজুড়ে ১,০০০ কোটি টাকার বেশি আয় করেছে। নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত এই পৌরাণিক সিনেমাটির মাধ্যমে যশ আবারও বিশ্ব বক্স অফিসে নিজের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করেছেন।উল্লেখ্য, কেজিএফ চ্যাপ্টার ২ -এর পর এটি তাঁর দ্বিতীয় সিনেমাট যা বিশ্বজুড়ে ১,০০০ কোটি টাকার অঙ্ক পার করেছে। এর মাধ্যমে যশ সেই অল্প কয়েকজন ভারতীয় তারকার একজন হলেন, যাঁরা একাধিক সিনেমার মাধ্যমে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।কেজিএফ চ্যাপ্টার ২ বিশ্বজুড়ে প্রায় ১,২১৫ কোটি টাকা আয় করেছিল। এখন, রামায়ণ-এ রাবণের ভূমিকায় অভিনয় করা যশ তাঁর অভিনয় এবং পর্দায় শক্তিশালী উপস্থিতির জন্য দর্শকদের কাছ থেকে প্রশংসা পাচ্ছেন। ছবিটি ভারত এবং বিদেশে উভয় স্থানেই ভালো ব্যবসা করেছে। যুক্তরাজ্য, থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলিতে এটি ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে। সিনেমাটির কন্নড় ডাব করা সংস্করণটিও ৫০ কোটি টাকার অঙ্ক অতিক্রম করে একটি নতুন রেকর্ড গড়েছে।যশ সব সময়ই ভারতীয়

অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপঃনিরাপত্তা শঙ্কায় কাতার বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিল আমেরিকা

আমেরিকা, ১৩ নভেম্বর ঃ অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ শুরু হতে আর এক সপ্তাহ বাকি ছিল। কিন্তু তার আগেই আমেরিকা বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিল।মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি এবং সম্ভাব্য সশস্ত্র সংঘাতের ঝুঁকি বিবেচনা করে খেলোয়া। ও কর্মকর্তাদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমেরিকার ফুটবল ফেডারেশন (ইউএস সকার)।বৃহস্পতিবার জানা গেছে, বিশ্বকাপে অংশ নিতে যাওয়া খেলোয়াড়দের চিঠি দিয়ে ফেডারেশন লিখেছে, 'আমরা বশ্বকাপের আগে নির্ধারিত প্রস্তুতি ক্যাম্প এবং বিশ্বকাপে আমাদের অংশগ্রহণ বাতিলের কঠিন সিদ্ধান্তের কথা জানাচ্ছি।সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করে চিঠিতে আরো লেখা হয়েছে, ' দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমেরিকার পররাষ্ট্র দপ্তরের কাতার বিষয়ক তৃতীয় স্তরের ভ্রমণ সতর্কতা এবং দূতাবাসের কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য জারি করা নির্দেশনা সহ বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা আর টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারছি না। খেলোয়া। ও কর্মকর্তাদের সুস্থতা ও নিরাপত্তাই আমাদের কাছে সব সময় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।' উল্লেখ্য, ২৩ অক্টোবর কাতারের জন্য তৃতীয় স্তরের ভ্রমণ সতর্কতা জারি করে আমেরিকার বিদেশ দপ্তর। সেখানে সশস্ত্র সংঘাতের ঝুঁকির কারণে কাতার ভ্রমণ পুনর্বিবেচনার পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রতিবেশী সৌদি আরবে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের হামলার বিষয়টিও সতর্কতায় উল্লেখ করা

বিশ্বজুড়ে মাইক্রোসফটের 'ক্লাউড' এবং 'এম এস অফিস' পরিষেবায় বড়সড় বিভ্রাট

ওয়াশিংটন, ১৩ নভেম্বর ঃ বিশ্বজুড়ে মাইক্রোসফটের 'ক্লাউড' এবং 'এম এস অফিস' পরিষেবায় বড়সড় বিভ্রাট। এই বিভ্রাটের জেরে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন লক্ষ লক্ষ ব্যবহারকারী। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এই যান্ত্রিক ত্রুটি মেরামত করতে প্রত্যাশার চেয়ে আরও বেশি সময় লাগতে পারে।শুক্রবার দুপুরে ' মাইক্রোসফট ৩৬৫ স্ট্যাটাসের সর্বশেষ বার্তায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, তা আশানুরূপ কাজ করছে না। ফলে ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনার ভারসাম্য ফেরাতে বিকল্প পথের সন্ধান করছেন সংস্থার ইঞ্জিনিয়াররা।এই বিভ্রাটের জেরে মাইক্রোসফটের ইমেল পরিষেবা, অফিসিয়াল যোগাযোগ মাধ্যম এবং ক্লাউড-ভিত্তিক একাধিক অ্যাপ্লিকেশন সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। ওয়েবসাইট পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা ' তথ্য

পাকিস্তানের সি-৫ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচ্ছন্ন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তার প্রতীক

ইসলামাবাদ (পাকিস্তান), ১৩ নভেম্বর ঃপ্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ বলেছেন যে, সি-৫ (চশমা-৫) পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পাকিস্তানের জনগণের জন্য পরিচ্ছন্ন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তার প্রতীক। মঙ্গলবার প্রচারিত একটি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। মিয়ানওয়ালীর কাছে অবস্থিত সি-৫ কেন্দ্রে ডোম স্থাপন উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।ডন পত্রিকার একটি প্রতিবেদন অনুসারে, সরকারের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এটিকে পাকিস্তান পরমাণু শক্তি কমিশনের একটি বড় অর্জন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, সি-৫ প্রকল্পের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা হবে ১,২০০ মেগাওয়াট এবং এটি ২০৩০ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ বলেন, যদিও কাঠামোটি কংক্রিট ও ইস্পাত দিয়ে তৈরি, এটি পরিচ্ছন্ন, নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী মূল্যের বিদ্যুতের প্রতিশ্রুতি।প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ স্মরণ করেন যে, ২০২৩ সালের জুলাই মাসে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তান কারও জন্য অপেক্ষা করবে না, বরং নিজের কঠোর পরিশ্রম ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজের ভবিষ্যৎ গড়বে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বুধবার, সাড়ে তিন বছরেরও কম সময়ে, নির্ধারিত সময়ের আগেই ডোমটি স্থাপন করা হয়েছে। তিনি এটিকে দেশের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত হিসেবে বর্ণনা করেন।পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তার জন্য তিনি প্রতিরক্ষা প্রধান এবং সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরকে ধন্যবাদ জানান। পাকিস্তানের সপ্তম পারমাণবিক চুল্লি, সি-৫ নির্মাণে সহায়তার জন্য প্রধানমন্ত্রী চিনের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ বলেন, এটি এমন এক বন্ধুত্বের জীবন্ত প্রমাণ যা পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক না কেন, কখনও টলে যায়নি। তিনি আরও বলেন, আমাদের দুই দেশের বন্ধুত্বকে প্রায়শই হিমালয়ের চেয়েও উঁচু, মহাসাগরের চেয়েও গভীর, মধুর চেয়েও মিষ্টি, সোনা ও হীরার চেয়েও মূল্যবান এবং ইস্পাতের চেয়েও শক্তিশালী বলে বর্ণনা করা হয়।

আরও তীব্রতর রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত, শান্তি বৈঠকেও অধরা যুদ্ধবিরতি

মস্কো ও কিয়েভ, ১৩ নভেম্বর ঃ রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে চলমান সংঘাত আরও তীব্রতর হয়ে উঠেছে। উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির আবহে দুই দেশই ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক শান্তি আলোচনা যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে ওই বৈঠক থেকে কেবল যুদ্ধবন্দি বিনিময়ের একটি চুক্তিই উঠে এসেছে।শীতের মরসুম ঘনিয়ে আসার মুখে ইউক্রেনের জ্বালানি পরিকাঠামোগুলিকে নিশানা করে রাশিয়ার ধারাবাহিক আক্রমণের জেরে উদ্বেগ ক্রমেই বাড়ছে। কূটনৈতিক স্তরে শান্তি ফেরানোর প্রচেষ্টা চললেও মূল বিষয়গুলিতে মতপার্থক্যের কারণে তা বারবার থমকে যাচ্ছে। বিশেষ করে ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ-মূলত দনবাস অঞ্চল নিয়ে তীব্র মতবিরোধ এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা গ্যারান্টি সংক্রান্ত জটিলতার কারণেই কূটনৈতিক প্রচেষ্টাগুলি ফলপ্রসূ হতে পারছে না।

বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা

চেন্নাই, ১৩ নভেম্বর ঃ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে আগামী ১৩ নভেম্বর একটি নিম্নচাপ বলয় তৈরির প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই নিম্নচাপটি উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হয়ে আরও ঘনীভূত ও শক্তি সঞ্চয় করে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। পরবর্তীতে এটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং মস্যজীবীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে তামিলনাড়ু মস্য দফতর ও মস্যজীবী কল্যাণ বিভাগ ১২ নভেম্বর রাতের মধ্যে সমুদ্রে থাকা সমস্ত মৎস্যজীবীদের নিরাপদে উপকূলে ফিরে আসার কড়া নির্দেশ জারি করেছে।চেন্নাই আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্রের পূর্বাভাসের ওপর ভিত্তি করে বিভাগটি মৎস্যজীবীদের জন্য এই বিশেষ সতর্কাবার্তা জারি করেছে। এতে গভীর সমুদ্রে ট্রলার নিয়ে মাছ ধরতে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে এবং যারা ইতিমধ্যেই গভীর সমুদ্রে অবস্থান করছেন, তাঁদের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিকটবর্তী উপকূলে ফিরে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাগুলিকে নিজ নিজ মস্য বন্দরে নিরাপদে নোঙর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।মৎস্য দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ১৩ নভেম্বর থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার জন্য কোনো অনুমতি টোকেন দেওয়া হবে না। গভীর সমুদ্রে যাওয়া ট্রলারগুলির পাশাপাশি প্রতিদিন মাছ ধরতে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী ছোট নৌকাগুলির ক্ষেত্রেও এই নির্দেশিকা সমভাবে প্রযোজ্য হবে। ১২ নভেম্বরের মধ্যে সমস্ত ট্রলার ও নৌকাকে নিজস্ব ল্যান্ডিং সেন্টারে ফিরে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে।সাধারণত উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর মরশুমে বঙ্গোপসাগরে ঘনঘন নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়ে থাকে। আবহাওয়ার এই আচমকা



রদবদল গভীর সমুদ্রে থাকা মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড়সড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশ ও উত্তর চেন্নাই উপকূলের মাঝামাঝি অঞ্চলে আছড়ে পড়া ' মুরাসু' ঘূর্ণিঝড়ের জেরে কাশিমেনু এলাকার নয়জন মৎস্যজীবীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছিল।পূর্বের এই মর্মান্তিক ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আবহাওয়া দফতর সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত পূর্বাভাস ও সতর্কতা আগাম জারি করছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক বিভাগগুলিও উপকূলবর্তী মস্যজীবীদের সতর্ক ও সচেতন করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। তামিলনাড়ুর মস্য ও মৎস্যজীবী কল্যাণ বিভাগ, ভারতী আবহাওয়া দফতর এবং রাজ্য প্রশাসনের তরফে জারি করা সমস্ত আবহাওয়া নির্দেশিকা ও সতর্কতা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার জন্য মৎস্যজীবীদের প্রতি বিশেষ আবেদন জানিয়েছে।

ছট মহাপর্বে সহনাগরিককে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর ঃজনবিশ্বাস ও সূর্যোপাসনার পবিত্র উৎসব ' মহাপর্ব'-যা চার দিন ধরে পালিত হয়-তার প্রারম্ভে সকল সহনাগরিককে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।''শুক্রবার এক্সবার্তায় এ কথা লিখলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী।তিনি লিখেছেন, আজ ' যাঁরা এই ব্রত পালন করছেন, তাঁদের প্রতি জানাই আমার প্রণাম। প্রার্থনা করি, সবাই যেন ছঠি মাইয়ার আশীর্বাদ লাভ করেন।ধর্ম, অর্থ ও অন্ন, এবং সেই সঙ্গে গুরুর উপদেশ ও ওষুধ- এসব যথাযথভাবে গ্রহণ করা আবশ্যক নতুবা জীবনধারণ অসম্ভব।অন্যদিকে শুক্রবার ছট পুজো উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা।প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, লোকবিশ্বাস, পবিত্রতা ও গভীর শ্রদ্ধার মহান উসব ছট আজ ' পবিত্র অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হচ্ছে। ভগবান সূর্যের পুজো এবং ছঠি মাহয়া-র বন্দনায় নিবেদিত এই মহান উৎসব আমাদের সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি অনন্য প্রতীক। ছঠি মাইয়া ও ভগবান সূর্যের অসীম কৃপায় সকলের জীবন সুখ, শান্তি, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক এবং সকলের ইচ্ছা পূর্ণ হোক।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, মানুষের আস্থার সঙ্গে যুক্ত মহান উসব ' আজ ' মধ্য দিয়ে শুরু হচ্ছে। সকলকে এবং বিশেষ করে যাঁরা ছট ব্রত রেখেছেন, তাঁদের সকলকে জানাই ' আন্তরিক শুভেচ্ছা। ছঠি মাইয়া-র আশীর্বাদ সকলের ওপর বজায় থাকুক। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ী বলেছেন, আজ ' পবিত্র আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই উৎসবের সূচনা হচ্ছে। ভগবান সূর্যের আশীর্বাদ সকলের ওপর বজায় থাকুক।কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেছেন, লোকবিশ্বাসের মহান উৎসব 'ছট' আজ 'নহায়-খায়' এর হাত ধরে নদীর তীরে বিশ্বাসের স্নান এবং প্রতিটি ঘরে কুমড়ো ও চালের মৃদু সুবাসের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। ভগবান সূর্য এবং ছঠি মাহয়ার আশীর্বাদ সকলের জীবনে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য বয়ে আনুক কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, ছঠি মাইয়া ও ভগবান ভাস্করের আশীর্বাদ সকলের ওপর নিরন্তর বজায় থাকুক। প্রতিটি ঘর-উঠোন হাসি-খুশি, সমৃদ্ধি, সুখ ও আনন্দে ভরে উঠুক। সকলের ইচ্ছা পূর্ণ হোক- এই প্রার্থনাই করি।কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেছেন, এই উৎসব মানুষের আস্থা, পবিত্রতা এবং সূর্যোপাসনার প্রতীক। ভগবান সূর্য ও ছঠি মাইয়া-র কৃপায় সকলের জীবন সুখ, শান্তি, উত্তম স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক।কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী ড. বীরেন্দ্র কুমার বলেছেন যে, ভগবান ভাস্কর ও ছঠি মাইয়া-র কৃপায় আপনাদের সকলের জীবনে উন্নতি, সুখ, সমৃদ্ধি এবং আনন্দ বয়ে নিয়ে আসুক।অন্যদিকে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা ও কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে শুক্রবার ছট পুজো উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।ওম বিড়লা বলেছেন যে, ছট পুজো সকলের আস্থা, ঐতিহ্য এবং প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতার একটি মহান উৎসব। ভগবান সূর্য ও ছঠি মাইয়া-র উপাসনায় নিবেদিত এই উসবটি ভক্তি, আত্ম-অনুশাসন, পবিত্রতা ও সমর্পণের বার্তা দেয়। ' থেকে শুরু করে ' নির্জলা ব্রত এবং অস্তগামী ও উদীয়মান সূর্যকে অর্ঘ্য প্রদান পর্যন্ত এর প্রতিটি প্রথা জীবনে অনুশাসন, ধৈর্য ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতার গুরুত্বকে তুলে ধরে। এই পরব সকলকে প্রকৃতির রক্ষা করতে, নিজেদের পরিবারকে আগলে রাখতে এবং সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদ্ভাব বজায় রাখতেও অনুপ্রাণিত করে। ভগবান সূর্য ও ছঠি মাইয়া-র কৃপায় সমস্ত দেশবাসীর জীবন সুখ, শান্তি, উত্তম স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক। এই পবিত্র উৎসব সমাজে সদ্ভাব, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং জনকল্যাণের ভাবকে আরও সুদৃঢ় করুক।কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন যে, ভারতের মহান সংস্কৃতির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, আমরা সকলেই অস্তগামী সূর্যকেও ঠিক সেই ভক্তি ও সম্মানের সঙ্গে পুজো করি, যেভাবে উদীয়মান সূর্যকে করে থাকি। এই ঐতিহ্য প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের গভীর সংযোগ এবং জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের সম্মান জানানোর গুরুত্ব শেখায়। এই পবিত্র উৎসব আপনাদের সকলের জীবনে নতুন শক্তি, সুখ, সমৃদ্ধি এবং আনন্দ নিয়ে আসুক- এই হার্দিক কামনাই জানাই। অন্যদিকে ছট পূজার শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আর. এন. রবি। পশ্চিমবঙ্গ লোক ভবনের তরফে শুক্রবার সমাজ মাধ্যমে এক বার্তায় জানানো হয়েছে, পবিত্র ছট পূজার পুণ্যক্ষণে , বিশেষ করে যাঁরা এই ব্রতের কঠোর সাধনায় ব্রতী হয়েছেন, সেই সকল ভক্তপ্রাণ ভাই ও বোনদের জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি ও অভিনন্দন। ছট পূজা আমাদের সংস্কৃতির প্রাণ এবং ভারতের চিরন্তন আধ্যাত্মিক দীপ্তির এক অনন্য প্রকাশ। অস্তগামী ও উদীয়মান সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদনের মধ্য দিয়ে সূর্য উপাসনার এই শাশ্বত ধারা প্রতিভাত হয়। জীবন ও শক্তির উৎস সূর্যদেবের তরে আমরা জানাই ভক্তিভরা কৃতজ্ঞতা প্রকৃতির সাথে আমাদের যে গভীর আত্মিক টান, ছট পূজা তারই এক সুমধুর প্রতিদান। এই ব্রতের কঠোর সাধনা ও তিতিক্ষা সূর্যদেব ও ছঠী মাইয়ার প্রতি অটুট বিশ্বাস ও ভক্তির শিক্ষা দেয়। এই পবিত্র উসব পরিবারগুলিকে যেমন একসূত্রে বেঁধে রাখে, তেমনই সমাজে পারস্পরিক সম্প্রীতি, কৃতজ্ঞতা ও ঐক্যের চেতনাকে আরও সুদৃঢ় করে। সূর

শহর ও শহরতলী

মন্দির ও ফুটপাথ দখলের অভিযোগ কসবার আরসালান বিরিয়ানির বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুরন্ত বার্তা কসবা এলাকায় শিবমন্দিরের কাঠামো জবরদখল করে গুদাম ও শৌচাগার হিসাবে ব্যবহার এবং সরকারি ফুটপাথ ও খালপা। দখল করে বেআইনি নির্মাণের গুরুতর অভিযোগ উঠল শহরের অন্যতম জনপ্রিয় রেস্তোরাঁ আরসালান বিরিয়ানি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। এই মর্মে বৃহস্পতিবার, ১২ নভেম্বর কসবা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কসবা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা ' সেবক' সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ পাওয়ার পরই শুক্রবার সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান কসবা থানার পুলিশ ও কলকাতা পুরসভার আধিকারিকরা। লিখিত অভিযোগপত্রে জানানো হয়েছে, কসবার নস্করহাট রোডের সেক্টর সি-তে ১৬৯৩এ ঠিকানায় আরসালান বিরিয়ানি রেস্তোরাঁর গা ঘেঁষেই একটি প্রাচীন শিবমন্দির রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ ওই মন্দিরের জমি দখল করে নিজেদের ব্যবসার পরিসর বাড়িয়েছে এবং মন্দিরের মূল কাঠামোর ওপরেও বেআইনি নির্মাণকাজ চালিয়েছে। শুধু তাই নয়, পবিত্র মন্দির চত্বরকে রান্নার কাজে, শৌচাগার হিসাবে এবং বিরিয়ানির হাঁড়ি ও অন্যান্য সামগ্রী রাখার গুদাম হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও দাবি করা হয়েছে। পাশাপাশি কলকাতা পুরসভার রক্ষণাবেক্ষণাধীন ফুটপাথ ও সামনের রাস্তা দখল করে গাড়ি পার্কিং, সংলগ্ন খালের দিকে নির্মাণ



সম্প্রসারণ এবং খালে রেস্তোরাঁর বর্জ্য ফেলার অভিযোগও তোলা হয়েছে।এই প্রসঙ্গে অভিযোগকারী বিজেপি নেতা সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, রুবির উলটোদিকে টেগোর পার্কে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির ও হনুমান মন্দির সরিয়ে দিয়ে সেখানে বিরিয়ানির কন্টেনারের গুদাম বানিয়ে রাখা হয়েছিল। তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে সব মালপত্র বাইরে বের করে মন্দির সংস্কারের দাবি তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, ব্যবসার সঙ্গে কোনও বিরোধ নেই, কিন্তু মন্দিরের জায়গায় মাংস রান্না করা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্ত ও পুরসভার সহযোগিতায় পরিদর্শন চালিয়ে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলা এবং প্রয়োজনে রেস্তোরাঁটি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার আর্জি জানিয়েছেন তিনি।যদিও যাবতীয় অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ ও জমির মালিক। আরসালানের কসবা শাখার ম্যানেজার বাপি চক্রবর্তী জানান, ওখানে কেবল মন্দিরের মতো একটি কাঠামো তৈরি করা হয়েছিল, কখনও কোনও মূর্তি স্থাপন করা হয়নি। ২০১৫ সালে জমির মালিকের কাছ থেকে জায়গাটি ভাড়া নেওয়ার সময় সেখানে মন্দির বলে কিছু ছিল না। স্রেফ বদনাম করার উদ্দেশ্যেই মিথ্যা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বলে তাঁর দাবি। অন্যদিকে জমির মালিক বিজয় বেড় জানান, ২০১৪ সালে তিনি মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেই সময় মূর্তি হারিয়ে যাওয়া এবং তাঁর নিজের হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার মতো দু'টি অঘটন ঘটায় জ্যোতিষীর পরামর্শে তিনি কাজ বন্ধ করে দেন। মন্দিরটি কখনও সম্পূর্ণ হয়নি, কেবল কাঠামোটি পড়ে ছিল।এদিকে, এই বিতর্ক নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি স্পষ্ট জানান, পূর্বতন সরকারের আমলে অর্থের বিনিময়ে জমি বা রাস্তা দখল করে যাঁরা বেআইনিভাবে নির্মাণ বা।য়িছেন, তা আর বরদাস্ত করা হবে না। সময় থাকতে নিজেরা বেআইনি অংশ ভেঙে না ফেললে প্রশাসন বুলডোজার চালিয়ে তা গুঁড়িয়ে দেবে। মন্দির, মসজিদ, রাস্তা বা পুকুর-যাই দখল করা হোক না কেন, কড়া জরিমানা ও আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। মন্ত্রীর এই হুঁশিয়ারির পরই এদিন কলকাতা পুরসভার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে এলাকা পরিদর্শন করে। খালপাড়ের রাস্তা দেখে প্রাথমিকভাবে জবরদখলের প্রমাণ মিলেছে বলে জানিয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে এবং অনুমোদিত মূল নকশা খতিয়ে দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে পুরসভা সূত্রে জানানো হয়েছে।

রাস্তা জুড়ে আলপনার ক্যানভাস, চঃ দননগরে ঐতিহ্য ও শিল্পের মেলবন্ধনি

নজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ নভেম্বর ঃ চন্দননগর মানেই আলোর শহর, ইতিহাসের শহর, ঐতিহ্যের শহর। গঙ্গার তীরবর্তী এই শহরের অলিগলিতে আজও ফরাসি উপনিবেশের স্থাপত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ছাপ স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। সেই ফরাসি আভিজাত্যের পাশেই হাতে হাত মিলিয়ে সগৌরবে সহাবস্থান করে খাঁটি বাঙালি সংস্কৃতি। ভরা হেমন্তে দেবী হৈমন্তিকার আগমনের প্রাক্কালে চন্দননগরে ধরা দেয় চিরাচরিত ঐতিহ্য, লোকশিল্প আর ভরপুর বাঙালিয়ানার এক অনন্য রূপ। বাংলার ঘরে ঘরে যেকোনও শুভকাজের আগে দরজায়, সিঁ।তে কিংবা বাড়ির প্রবেশপথে চালের গুঁড়ো বা রং দিয়ে আলপনা দেওয়ার আবহমান রীতি রয়েছে। ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে সেই আবহমান লোকশিল্পের চর্চাকেই রাজপথের বিশাল ক্যানভাসে তুলে ধরে প্রতি বছর নতুন নজির গ।ছে চঃদননগরের ঐতিহ্যবাহী বাগবাজার জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি।চন্দননগরের অন্যতম প্রাচীন, বনেদি ও ঐতিহ্যমণ্ডিত পুজোগুলির মধ্যে বাগবাজারের জগদ্ধাত্রী পুজো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ বছর এই পুজো ১৯২তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। বাঙালি চিরকালই নিজেদের শিকড়, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার টানে জীবনের নানা পরিসরে শিল্পচর্চাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। গত ১৮ বছর ধরে সেই লোকশিল্প ও আলপনা চর্চার ধারাকে সযত্নে লালন করে চলেছে বাগবাজার পুজো কমিটি। পুজোর ১৭৫তম বর্ষ উদযাপনের সময় থেকে যে অভিনব আলপনা প্রতিযোগিতার সূচনা হয়েছিল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা আজ কেবল একটি প্রতিযোগিতায় সীমাবদ্ধ নেই, বরং এক বিশাল শিল্প-মহোসবের চেহারা নিয়েছে। উসবের মরশুমে শহরের মানুষের কাছে এই আলপনা প্রতিযোগিতা এখন এক বিশেষ আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চলতি বছরে কালীপুজোর দিন অর্থাৎ গত ৮ নভেম্বর পুজো কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ১৮তম আলপনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। অংশগ্রহণের নিরিখে এ বছর কার্যত সর্বকালীন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে এই প্রতিযোগিতা। প্রায় ১,২০০ জন প্রতিযোগী তাঁদের তুলি, খ।মিটি ও রঙের ছোঁয়ায় শহরের রাজপথ রাঙিয়ে তোলেন। কেবল চন্দননগর বা হুগলি জেলাই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত ও বাইরের জেলা থেকেও অসংখ্য প্রবীণ শিল্পী, তরুণ-তরুণী এবং কচিকাঁচারা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ছুটে এসেছিলেন। বাগবাজার রোড, শীতল প্রসাদ ঘোষ রোড এবং নীলকণ্ঠ সরকার রোডের বিস্তীর্ণ এলাকা জুরোস্তা জুড়ে আলপনার ক্যানভাস, চন্দননগরে ঐতিহ্য ও শিল্পের মেলবন্ধনি চলে এই অভিনব শিল্পচর্চা।দুপুর ২টো থেকে শুরু হয়ে বিকেল ৫টা পর্যন্ত টানা তিন ঘণ্টা ধরে রাজপথের বুকে ফুটে ওঠে সাবেকি কল্কা, পদ্ম, শঙ্খ, ময়ূর থেকে শুরু করে আধুনিক নানান নকশার অজস্র আলপনা। ধূসর পিচের রাস্তা মুহূর্তের মধ্যে পরিণত হয় এক বিশাল রঙিন ক্যানভাসে। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে অসংখ্য দর্শনার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দা শিল্পীদের এই নিপুণ হাতের কাজ উপভোগ করেন। এদিনের এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চঃদননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ-সহ শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও শিল্পানুরাগীরা। বাগবাজার পুজো কমিটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

TYROON TEA COMPANY LIMITED
CIN :L15421WB1890PLC000612
Registered Office: 3, NETAJI SUBHAS ROAD , KOLKATA - 700 001
Phone No. (033) 2248 3236
Email: info@tyroontea.com , Website : www.tyroontea.com

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2026

(Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter ended 30.09.26 Unaudited	Quarter ended 30.09.25 Unaudited	Half Year ended 30.09.26 Unaudited	Half Year ended 30.09.25 Unaudited	Year Ended 31.03.26 Audited
1	Income from Operations(Net)	1,778.14	1,399.09	2,757.75	2,089.86	3,723.06
2	Profit / (Loss) before tax and exceptional Items	566.97	327.42	682.49	335.66	(276.16)
3	Exceptional Income / (Expenses)	-	-	-	-	7.00
4	Profit / (Loss) before tax and after exceptional Items	566.97	327.42	682.49	335.66	(269.16)
5	Net Profit / (Loss) after Tax	566.97	327.42	682.49	335.66	(234.88)
6	Total Comprehensive Income / (Expenses) for the period [Comprising Profit /(Loss) and other Comprehensive Income / (expenses) for the period]	590.34	327.44	729.42	342.80	(177.35)
7	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.10/-each)	351.20	351.20	351.20	351.20	351.20
8	Reserve (Excluding Revaluation Reserve as shown in balance sheet of Previous year)	-	-	-	-	3,592.80
9	Earning per Equity Share - EPS (of Rs. 10/- Each) (not annualised) Basic and Diluted (Rs.)	16.66	9.62	20.06	9.87	(6.90)

Note:
1 The above unaudited Finacial Result have been reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 13th November, 2026. The Statutory Auditor of the Company have carried out a limited review of the same.
2 The above is an extract of the detailed format of Quarter and half year ended 30th September, 2026. Financial Results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirement) Regulation 2015. The full format of the Quartely and half year ended Financial Results are available on the stock exchanges website www.bseindia.com and on the Company's Website www.tyroontea.com

For and on behalf of Board of Director
Tyroon Tea Company Limited
Sd/-.
Anuradha Jalan
Chairperson
(Din: 09059592)

Place : Kolkata
Date : 13th November, 2026

বালিহল্টে পুড়ে ছাই চারটি দোকান, বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা

সুমন আদক, হাওড়া, ১৩ নভেম্বর ঃ রেলের সিগন্যালিং ব্যবস্থা ও মালগাড়ির পাশেই দাউদাউ আগুন, বালিহল্টে পুড়ে ছাই চারটি দোকান। দমকলের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা। সাতসকালের আগুনে আতঙ্ক ছড়াল হাওড়ার বালিহল্টে। শুক্রবার সকালে বালিহল্ট ব্রিজের নিচে বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় পরপর চারটি বন্ধ দোকানে আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় বিপদের আশঙ্কা তৈরি হয়। খবর পেয়েই বালি দমকল কেন্দ্র থেকে দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। ব্রিজের উপর ও নিচ থেকে একযোগে চলে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা। দমকলের দ্রুত তৎপরতায় বড়সড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় মোট ১২টি দোকান ছিল। তার মধ্যে চারটি দোকান সম্পূর্ণ পুড়ে গেলেও বাকি আটটি দোকান রক্ষা পেয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ ছিল পাশেই থাকা রেললাইন, রেলের বৈদ্যুতিক কেবল এবং সিগন্যালিং ব্যবস্থা। এমনকী, লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মালগাড়িও আগুনের ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। আগুন রেলের পরিকাঠামোয় ছড়িয়ে পড়লে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

বাংলায় পালাবদলে শ্যামাকালীর বিসর্জনেও এবার হাওড়ায় সনাতনী সংস্কৃতির বার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৩ নভেম্বর ঃ কালীপূজার নিরঞ্জন শোভাযাত্রা ঘিরে যেন জীবন্ত হয়ে উঠল রামায়ণের নানা কাহিনী ও ভারতীয় ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়। ভগবান রাম ও সীতার সাজে শিল্পীদের উপস্থিতি, হনুমানের অবতারে বিশেষ আকর্ষণ এবং বীর যোদ্ধাদের নানা রূপে সজ্জিত মডেল-সব মিলিয়ে শোভাযাত্রায় ফুটে উঠল সনাতনী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বর্ণময় ছবি। শুধু প্রতিমা নিরঞ্জনের আনুষ্ঠানিকতা নয়, ধর্মীয় ভাবনা, ইতিহাসের স্মৃতি এবং সাংস্কৃতিক চেতনাকে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতেই এবার এই বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল হাওড়ার সুলতানপুরের ভারতমাতা সংঘ। ৩৬তম বর্ষের শ্যামাপুজো উপলক্ষে আযোজিত এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা দেখতে রাস্তার দু'ধারে ভিড় জমান বহু মানুষ। নিরঞ্জন শোভাযাত্রা মানেই শুধু প্রতিমা নিয়ে বিসর্জনের পথে এগিয়ে চলা নয়, তার সঙ্গে জুড়ে থাকতে পারে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নানা বার্তাও। সেই ভাবনাকেই সামনে রেখে শ্যামাকালীর নিরঞ্জন শোভাযাত্রায় এবার অভিনব আয়োজন করে হাওড়ার ভারতমাতা সংঘ। গত বুধবার সন্ধ্যায় সংঘের ৩৬তম বর্ষের কালীপুজো উপলক্ষে আযোজিত শোভাযাত্রায় স্থান পেলেন ভগবান রাম, ছত্রপতি শিবাজী এবং সম্রাট অশোক। তাঁদের মডেলের মাধ্যমে সনাতনী ভাবধারা ও ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় তুলে ধরেন উদ্যোক্তারা।

নামখানায় বিপুল পরিমাণ গাঁজা-সহ গ্রেফতার ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, নামখানা, ১৩ নবেম্বর ঃ গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা-সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের সাতমাইল বাজার এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সুন্দরবন পুলিশ জেলার এসওজি টিম এবং নামখানা থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে প্রায় ২০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। অভিযানের সময় উপস্থিত ছিলেন নামখানার সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকও। ধৃতদের নাম স্বপন সাহু ও কৃষ্ণা সাহু। তাঁদের বাড়ি নামখানা ব্লকের শিবরামপুর এলাকায় বলে জানা গিয়েছে।পুলিশ সূত্রে আরও খবর, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ। কোথা থেকে এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা আনা হয়েছিল এবং কোথায় তা পাচারের পরিকল্পনা ছিল, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, গ্রেপ্তার হওয়া ওই দুই পাচারকারীর নামখানা ব্লকের সাতমাইল বাজারের বড়ো গাঁজার ডিলার। এরা দীর্ঘদিন ধরে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে গাঁজা বিক্রি ও পাচার করত। এই ঘটনায় নামখানা এলাকায় মাদক কারবারের চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।





আমুজি স্পোর্টস, এএফএ ইন্টারন্যাশনাল এর সাথে যৌথ ভাবে ভারতে আর্জেন্টিনা ফুটবল কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠান মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী তাপস রায়।

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড
(পূর্বনামঃ বিএনকে ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড)
(CIN): L34202WB1986PLC040542
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ডানকান হাউস, ৩১, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন নম্বরঃ (০৩৩) ২২৩০ ৮৫১৫, টেলিফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৩০ ৬৮৪৪
ই-মেইলঃsecretarial.qcml@rpsg.in; ওয়েবসাইটঃ www.qcml.in

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

লক্ষ টাকায়

ক্রম নং	বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			ছয় মাস সমাপ্ত		বছর সমাপ্ত
		৩০-সেপ্টে-২৬	৩০-জুন-২৬	৩০-সেপ্টে-২৫	৩০-সেপ্টে-২৬	৩০-সেপ্টে-২৫	৩১-মার্চ-২৬
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	পরিচালন থেকে মোট আয় (নিট)	২,৪৯২.৯৫	১১৫.০৭	১১৬.৩৫	২,৬০৮.০২	৩৩৩.১৫	৩,১৩৫.০৪
২.	কর-পূর্ব মুনাফা (ক্ষতি)	২,৪৭২.৫৫	১০০.০০	১০২.০৩	২,৫৭২.৫৬	৩০৭.৩০	৩,০৬২.৯৫
৩.	কর-পরবর্তী সাধারণ কার্যক্রম থেকে নিট মুনাফা(ক্ষতি)	১,৯১৬.০২	৭২.৫১	৭৬.২৫	১,৯৮৫.৫৩	২২৯.৮৮	২,৩৫২.৯৫
৪.	কর-পরবর্তী মোট সামগ্রিক আয়(ক্ষতি)	(৪,৩৬১.০০)	২৪,৯০১.৭২	(৭,৭৭০.১২)	২০,৫৭০.৭২	(৪,১৫৪.৮১)	(২৭,০১৯.৮৪)
৫.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০
৬.	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভব্যতীত)	-	-	-	-	-	১,০৪,০৬৬.৫০
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (অব্যাহত এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া কার্যক্রমের জন্য)-(প্রতিটি ১০- টাকা মূল্যের)ক) মৌলিক	১৯.১৩	০.৭৩	০.৭৬	১৯.৮৬	২.৩০	২৩.৫৩
	লঘু	১৯.১৩	০.৭৩	০.৭৬	১৯.৮৬	২.৩০	২৩.৫৩

দ্রষ্টব্যঃ
১. সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেংটস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর প্রযোজেনীযতা অনুসারে প্রস্তুত ও উপস্থাপিত উপরোক্ত ফলাফলগুলো ১৩ই নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অডিট কমিটির সভায় পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং একই তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
২. উপরোক্ত তথ্যটি সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ মাত্র। স্বতন্ত্র ত্রৈমাসিকঅর্ধবার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিবরণ কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.qcml.in) এবং বিএসই লিমিটেড (BSE Ltd.)-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। নিচে দেওয়া কিউআর কোডটি স্ক্যান করেও এটি দেখা যেতে পারে।

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৩ই নভেম্বর, ২০২৬

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড-এর পক্ষে
সুনীল কুমার সাঙ্গানেরিয়া
পরিচালক
(DIN): 03568648

বারুইপুরে প্রায় ৩ হাজার অবৈধ অটোর অভিযোগ! প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, রাস্তা অবরোধে বৈধ অটোচালকরা

নিজস্বংবাদদাতা, বারুইপুর ঃ বারুইপুরে অবৈধ অটো ও টোটোর দাপটে রুজির টান পড়েছে বৈধ অটো চালকদের। এলাকায় প্রায় ৩ হাজার অবৈধ অটো চলাচল করছে বলে অভিযোগ তুলে এবার আন্দোলনে নামলেন বৈধ অটোচালকরা। অবৈধ অটো ও টোটো চলাচল বন্ধের দাবিতে শুক্রবার বারুইপুর মহকুমাশাসকের দপ্তরের সামনে কুলপি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত অটোচালকরা।
আঃদোলনকারীদের অভিযোগ, বারুইপুর শহর ও আশপাশের এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে প্রচুর অবৈধ অটো চলাচল করছে। পাশাপাশি নিয়মবহির্ভূতভাবে টোটো চলাচলের জেরেও বৈধ অটোচালকদের ব্যবসায় প্রভাব পড়ছে। ফলে চরম আর্থিক সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁদের। এই সমস্যা নিয়ে বারবার আরটিও এবং পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ বিক্ষোভকারীদের।এদিন প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বারুইপুরের আরটিও এবং ট্রাফিক আধিকারিকের পদত্যাগের দাবিও তোলেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে অবৈধ অটো ও টোটো চিহ্নিত করে সেগুলির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে এবং বৈধ অটোচালকদের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে হবে।এদিন অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বারুইপুর থানার পুলিশ। পরে পুলিশের সঙ্গে আলোচনায় বসেন আন্দোলনকারীরা। তবে দীর্ঘদিনের এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার ইঙ্গিত দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।এখন দেখার, অটো চালকদের এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবহণ দপ্তর ও পুলিশ প্রশাসন কী পদক্ষেপ গ্রহন করে।

ভুল করে ইউপিআই-তে টাকা পাঠালেই আর চিন্তা নেই!

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ ভুল করে অন্য কারও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে ফেলেছেন? কিংবা তাড়াহুড়োয় ভুল ইউপিআই আইডিতে পেমেন্ট করে দিয়েছেন? এতদিন এমন ভুল হলে টাকা ফেরত পাওয়া কার্যত বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু এবার সেই সমস্যার সমাধানে বড় পদক্ষেপের পথে হাঁটছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, নির্দিষ্ট অঙ্কের বেশি অনলাইন লেনদেনের ক্ষেত্রে টাকা প্রাপকের অ্যাকাউন্টে পৌঁছনোর আগে এক ঘণ্টার বিরতি রাখা হতে পারে। এই সময়ের মধ্যে চাইলে লেনদেন বাতিল করার সুযোগ পাবেন টাকা পাঠানো ব্যক্তি। ফলে ভুল করে টাকা পাঠালে কিংবা প্রতারণার ফাঁদে পড়লে তা আটকানোর একটি অতিরিক্ত সুযোগ তৈরি হবে। তবে এখনই এই নিয়ম চালু হচ্ছে না। এটি আপাতত আরবিআইয়ের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা। ডিজিটাল লেনদেনের জনপ্রিয়তা যত বাড়ছে, ততই বাড়ছে অনলাইন প্রতারণার ঝুঁকি। চায়ের দোকানে সামান্য কয়েক টাকার পেমেন্ট থেকে শুরু করে বাড়িভাড়া, কেনাকাটা কিংবা হাজার হাজার টাকার লেনদেন-সব ক্ষেত্রেই এখন ইউপিআইয়ের উপর নির্ভর করছেন সাধারণ মানুষ। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এক অ্যাকাডন্ট থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা চলে যাচ্ছে।

৪৮ ঘণ্টায় পরপর তিনটি দু ঃসাহসিক চুরি হাড়োয়ায়!

সৌরভ দাশ , হাড়োয়াঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়ায় পরপর চুরির ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তিনটি পৃথক জায়গায় দু ঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। কোথাও বাড়িতে ঢুকে ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করে গোটা পরিবারকে অচেতন করার অভিযোগ, আবার কোথাও পরপর দুটি দোকানে চুরির ঘটনা। সব মিলিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার সোনা, রুপোর গয়না ও নগদ টাকা লুট হয়েছে বলে অভিযোগ।সর্বশেষ চুরির ঘটনাটি ঘটেছে হাড়োয়া থানার গোপালপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশ্বাসপাড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দা মাধব শিকদার পেশায় কাঠমিস্ত্রি। তাঁর স্ত্রী সাধনা শিকদার স্কুলের মিড ডে মিলের কাজে যুক্ত। বৃহস্পতিবার রাতে পরিবারের চার সদস্য খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পরেন। অভিযোগ, গভীর রাতে দুস্কৃতীরা বাড়িতে ঢুকে সম্ভবত ক্লোরোফর্ম জাতীয় রাসায়নিক ব্যবহার করে পরিবারের সকলকে অচেতন করে দেয়। এরপর ঘরের আলমারি ভেঙে লুটপাট চালায়।পরিবারের দাবি, আলমারি থেকে প্রায় ৬ ভরি সোনা, ১৫ ভরি রুপোর গয়না এবং মেয়ের বিয়ের জন্য জমানো নগদ ৩৩ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়।

ক্রিপ্টন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
(CIN): L25199WB1990PLC048791
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ বাঙ্গানগর, ডায়মন্ড হারবার রোড, ফলতা, ফতেহপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩ ৫১৩, ভারত
প্রধান কার্যালয়ঃ ৪১০, বর্ধন বিল্ডিং, ২৫এ, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	স্বতন্ত্র			একত্রিত		
		৩০.০৯.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্ধবার্ষিক (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্ধবার্ষিক (অনিরীক্ষিত)
১.	পরিচালন থেকে মোট আয় (নিট)	১,৫১১.৫৫	১,২০৬.৪৪	২,৬২৮.২৭	১,৫১১.৫৫	১,২০৬.৪৪	২,৬২৮.২৭
২.	এই সময়ের নিট মুনাফা(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী ও অসাধারণ বিষয়সমূহের পূর্বে)	১২৬.০২	৮৫.৩২	২২০.২০	১২৫.৮০	৮৫.১৮	২১৯.৮৮
৩.	কর-পূর্ব নিট মুনাফা(লোকসান)(ব্যতিক্রমী ও অসাধারণ বিষয়সমূহ

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৩৯ সংখ্যা, শনিবার্ , ২৭ কার্ত্তিক, ১৪৩৩

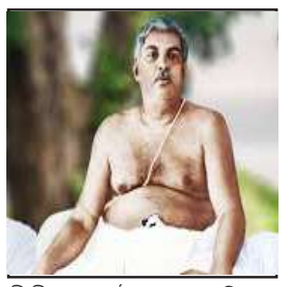
কবি বায়রন

ইংরেজি সাহিত্যের সর্বকালের সর্বাধিক আলোচিত কবিদের একজন লর্ড বায়রন। প্রয়াত হয়েছিলেন মাত্র ৩৬ বছরে। বিখ্যাত কবি হয়েও তিনি মনে করতেন কবিত্ব মারাত্মক একটা অসুখ । মনে করতেন প্রতিভা। সে এক ধরনের পাগলামি। লোকে বায়রণের কবিতা পড়তেন মন্ত্রমুগ্ধের মত, কবিতাই ছিল তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তার মূল কারণ, কবিতার নায়ক হিসেবে পাঠকরা বায়রণকে ভেবে নিতেন। যেদিন বায়রণের' 'Corsair ' প্রকাশ হল সেদিন বিক্রি হল দশ হাজার কপি। সেকাল কেন একালেও কোন কবির কবিতার বই একদিনে অত কপি বিক্রি বোধহয় স্বপ্ন। স্বয়ং গ্যেটে বায়রণ সম্পর্কে বলেছিলেন লোকে ইংরেজরা যাই বলে বলুক ইংল্যান্ডের সত্যি যদি কিছু দেখাবার থাকে তবে শেকসপীয়রের পরে বায়রণ।হয়ত বায়রণের কবিতার প্রথম দিকের দ্যুতি আজ আর নেই, কবিত্বের বিচারে তিনি শেলী,কীটসের নীচে! কিন্তু রোম্যান্টিক কবির মূর্তি হিসেবে নিঃসঙ্গ এবং রহস্যময় জীবন কাটানোর জন্য বায়রণ চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন। তখন বায়রণের পর পর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। শেলী,কিটসের মত দুজন তরণ আব্যপ্রয়াসী অপলক বিস্ময়ে চেয়ে দেখলেন বায়রণকে। তারা মনে করতেন বায়রণ তাদের চেয়ে অনেক বড় কবি। স্বয়ং কিটস বলেছিলেন, হায় আমি যদি বায়রণের মত লিখতে পারতাম। কাব্য প্রতিভা প্রকাশের আগেই বায়রণের প্রেমিক প্রতিভার বিকাশ। ষোলো বছর বয়সে প্রথমবার উন্মত্ত ভালবাসায় পড়েছিলেন। প্রেমিকার নাম মেরি সাওয়ার্থ। ট্রিনিটি কলেজে পড়ার সময় কবিতার বই প্রকাশ হল বায়রণের। আপত্তি উঠল সেই বই নিয়ে, নিজের হাতে বায়রণ বইয়ের সব কপি পুড়িয়ে ফেললেন। মেয়েরা সত্যি চুম্বকের মত তাঁকে টানত, অনেক রমণীর সাথে বায়রণ সম্পর্কে জড়িয়েছেন। তবে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় ক্যারোলিনের। বায়রণকে চোখে দেখার আগে তিনি তিনি তাঁর কবিতা পড়ে তাঁর সম্বন্ধে জেনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। নির্লজ্জতা ছিল ক্যারোলিনের, বায়রণের প্রতি উন্মাদ ভালবাসা জানাতে তিনি কখনও স্থান কাল পাত্রের তোয়াক্কা করেন নি। সব পার্টিতে বায়রণের কণ্ঠলগ্না হয়ে থাকতেন।এমন কি নিজের সব রত্ন অলঙ্কার প্রেমিককে দিতে চেয়েছিলেন। উভয়ের প্রকাশ্য প্রেমলীলায় দেশে টি-টি পড়ে গেল। তবে শ্রেষ্ঠ কবি আর অভিজাত পরিবারের রমণীর প্রেমে এল বাধা এল, লন্ডনে গসিপ চর্চার বিষয় বায়রণের প্রেম। সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত তিক্ত হল। ওদিকে বায়রণকে বিয়ে করলেন অ্যান ইসাবেলা মিলব্যাঙ্ক। তবে তারা সুখী হননি,মিলব্যাঙ্ক একদিন বায়রণকে ছেড়ে গেলেন। মানুষ হিসেবে বায়রণ ছিলেন সংবেদনশীল,স্বভাবে বেপরোয়া হলেও উদার, অভিমানী। একের পর এক কাব্যগ্রন্থে তখন অসমান্য জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। কিন্তু পৃথিবীতে সবার সব দিন সমান যায় না। বায়রণের জন্য ইংল্যান্ড আর নিরাপদ নয়। কারণ নেপোলিয়নকে তিনি পছন্দ করতেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ উঠল সেই সব অভিযোগ প্রায় রাজদরবারে পৌঁছে যায়। তবে আদালতের কাঠগড়ায় না উঠলেও জনগণের বিচারে তিনি দোষী। শেষ পর্যন্ত কবি যেদিন মাতৃভূমি ছাড়লেন সেদিন বায়রণকে দেখে অসংখ্য রমণী চোখের জল ফেলে।

বাংলা সিনেমা

অনেক পুরোনো দিনের কথা। সাহিত্যিক বনফুল থাকতেন ভাগলপুরে। তিনি তখন ওখানকার নামকরা ডাক্তার-প্যাথোলজিস্ট। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বনফুল। প্রায়ই দেখা যেত লাঠি হাতে সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবি গায়ে, ধুতিটা লুঙ্গির মতো পরে নিজের ল্যাবরেটরিতে চলেছেন। একবার এক বাঙালি চিত্র পরিচালকের বনফুলের ছোট গল্প 'অর্জুন কাকা'-কে নিয়ে ছবি করার খুব ইচ্ছে হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সেই চিত্র পরিচালকের শৈশব-কৈশোর কেটেছে ওই ভাগলপুরেই। কিন্তু বনফুলের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার সাহস হয়নি। একদিন ভয়ে ভয়ে চিঠি লিখে ফেললেন ভাগলপুরে। উত্তরও এল। তাতে লেখা, কোনও এক কাজে কলকাতায় আসছেন বনফুল। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এ তাঁর ছেলের ফ্ল্যাটে দেখা করতে হবে। জড়সড় হয়ে দুরু দুরু বুকে গেলেন সে-ফ্ল্যাটে। দেখা হল। কিশোরবেলায় দেখা বনফুলের সেই গাম্ভীর্য ভাবটা তখন কই! বনফুল বললেন, ''কথা পরে হবে। আগে ভাগলপুর থেকে আম এনেছি, জর্দালু আম, একটু খেয়ে নাও। এ রকম আম কলকাতায় আর কোথায় পাবে?" এই এক কথাতে ভয়ের প্রাচীরটা যেন ভেঙে গেল। 'অর্জুন কাকা' নিয়ে ছবি হবে শুনে তার নামও ঠিক করে দিলেন বনফুল;'আরোহী'। চিত্রনাট্য আগে শোনাতে চাইলে হেসে বললেন, ''কিছু দরকার নেই। মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করে যাও।" টাকাপয়সা নিয়ে একটি কথাও বললেন না। ছবি তৈরি হল। কিন্তু মুক্তি নিয়ে নাটকীয় কাণ্ড! রিলিজের আগে পশ্চিমবঙ্গের সব প্রেক্ষাগৃহের কর্মীরা হরতাল ডেকে বসলেন। খবরটা কানে যেতেই পরিচালক ধরেই নিয়েছিলেন ছবির দফারফা! কিছুতেই আর রক্ষা পাওয়ার নয়। ছবির মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল মিনার-বিজলী-ছবিঘরে। তার আগে ছবিটা এক বার চালিয়ে শব্দ আর প্রজেক্টরের আলো প্রিন্ট অনুযায়ী ঠিক করা হবে। মুক্তির ঠিক দু'দিন আগের কথা। শূন্য হলে তপন সিংহ আর তাঁর কিছু সহকর্মী বসে। ছবি চলল। ওঁরা দেখলেন। সবার অজান্তে ইউনিয়নের কিছু লোকও দেখলেন। সেই যাঁরা হরতালের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু ছবি শেষে তাঁরা এত খুশি যে, হরতাল কিছু দিনের জন্য বন্ধ রেখে দিলেন। বাংলা ছায়াছবির ইতিহাসে এমন ঘটনা আর কবে ঘটেছে, জানা নেই। চিনতে পারলেন সেই পরিচালককে? তিনি কিংবদন্তি তপন সিনহা। বাংলা ছবির ফ্যান্টাসি শাখার এখনও পর্যন্ত সফলতম স্রষ্টা তপন সিংহ। বাঞ্ছারামের বাগান তো এখনও বেঞ্চমার্ক।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন। মা'ই তার উপায় বলে দেবেন। শক্তি দিয়ে কীভাবে জয় আসবে তার উপায় তিনি নির্দ্ধারণ করে দেন।

সাধক রামপ্রসাদ



কালীভক্ত রামপ্রসাদ মানব দর্শনের ওপরে জোর দিয়ে শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তিনি মানব সেবার মধ্যে দিয়ে মানবজাতির উত্তরণকে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি ভক্তিসঙ্গীত রচনা করে মা শ্যামার আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন রামপ্রসাদ। শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে রামপ্রসাদ ভক্তিরসকে নিয়ে এসেছিলেন বাংলায়। মা কালীর ভক্তি রসের সঙ্গীত ধারার প্রবর্তন করলেন রামপ্রসাদ সেন। তিনি মা কালীর দর্শন লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন মা কালীর পরম ভক্ত। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব পর্যন্ত তাঁর নাম করতেন। তাঁর রচিত গান শুনতেন। নরেনকে প্রায় বলতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ওরে নরেন শ্যামা সঙ্গীত গান ধর। আমার বড্ড ভালো লাগে শ্যামা সঙ্গীত। ভক্তিগীতি গান ধররে নরেন। নরেন অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ ভালো শ্যামা সঙ্গীত এবং ভক্তিগীতি ভালো গাইতে পারতেন। তিনি তানপুরা বাজিয়ে গান করতেন দক্ষিণেশ্বরের নাট মন্দিরে। সন্ধ্যা হলেই নরেন তানপুরা নিয়ে গান ধরতেন। সেই গান শুনতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব।

কাব্য জগতে খ্যাতনামা কবি জয় গোস্বামী

সাকিরা পারভিন

কবি ও ঔপন্যাসিক জয় গোস্বামী (জন্মঃ- ১০ নভেম্বর, ১৯৫৪) তাঁর ভাষায়, ''আমার প্রতিদিনের জীবনে মনের ভেতর যে ভাষা জন্মায়, যে অভিজ্ঞতা জন্ম নেয়, তাকে ভাষা দেওয়ার চেষ্টা করি। আমার জীবন হচ্ছে ধারাবাহিক বিচ্ছেদের মালা গাঁথার ইতিহাস। প্রথমদিকে সাময়িকী ও সাহিত্য পত্রিকায় তিনি কবিতা লিখতেন। এভাবে বেশ কিছুদিন পর দেশ পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। পরে তাঁর প্রথম কাব্য সংকলন ক্রিসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছ প্রকাশিত হয়। ১৯৮৯ সালে তিনি ঘুমিয়েছ, ঝাউপাতা কাব্যগ্রন্থের জন্য আনন্দ পুরস্কার লাভ করেন। ২০০০ সালের আগস্ট মাসে তিনি পাগলী তোমার সঙ্গে কাব্য সংকলনের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। তার কবিতা চমৎকার চিত্রকল্পে, উপমা এবং উৎপ্রেক্ষায় ঋদ্ধ। পুরস্কারসমূহ- বাংলা অ্যাকাডেমি থেকে অনিতা-সুনীল বসু পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার (১৯৯০), (১৯৯৮), বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (২০০০), ভারতীয় ভাষা পরিষদ থেকে সম্মাননা (২০১০), রচনা সমগ্র পুরস্কার (২০১১), পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেয়া বঙ্গবিভূষণ সম্মাননা (২০১২)। তার জন্ম কলকাতা শহরে। ছোটবেলায় তাঁর পরিবার রানাঘাটে চলে আসে। তখন থেকেই তাঁর স্থায়ী নিবাস সেখানে। তাঁর পিতা রাজনীতি করতেন, তাঁর হাতেই জয় গোস্বামীর কবিতা লেখার হাতে খড়ি। ছয় বছর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তাঁর মা শিক্ষকতা করে তাঁকে লালন পালন করেন। জয় গোস্বামীর প্রথাগত লেখা পড়ার পরিসমাপ্তি ঘটে একাদশ শ্রেণীতে থাকার সময়।

কবি জয় গোস্বামীর সাক্ষাৎকার - সাকিরা পারভীন জ্ম কেমন করে কবি হলেন? জয় গোস্বামী জ্ম সে তো আমি জানি না। মাথায় কোনো লাইন আসলে লিখে রাখতাম। তারপর কিছু কিছু ছাপা হতে লাগল। তারপরে আস্তে আস্তে এখন... এই আর কি। মাঝে মাঝে কতগুলো লাইন আসতো যেমন যে কথাগুলো কাউকে বলতে পারছি না। অথচ নিজেও যে সবটা বুঝতে পারছি তা নয়। মাথার ভেতর কত কথা আসছে, সেটা গদ্য কথাও হতে পারে। সেটা ডায়েরিতে বা খাতায় লিখে রাখতাম। লিখতে লিখতে একসময় কবিতার চেহারা নিল। তারপর একসময় মনে হলো, লোভ হলো যে, এটা ছাপালে কেমন হয়! বা আমার লেখা ছাপা হয় কিনা! এই ভেবে আমি পোস্টে লেখা পাঠাতাম। দশটা লিটল ম্যাগাজিনে পাঠালাম। দেখা গেল দুটো ছাপা হলো, আটটা হলো না। তাতে আমি খুব ভেঙ্গে পড়তাম এমন নয়, ভাবতাম লেখা বুঝি ভালো হচ্ছে না। তো লেখা ছাপা হলে সে খবর জানতে জানতে দেখা যেত ছ'মাস পেরিয়ে গেছে।



কিন্তু ততদিনে আরও অনেক নতুন লেখা হয়ে গেছে। এভাবে ডাকে পাঠিয়ে পাঠিয়েই আমার কবিতার জগতের মধ্যে আসা। যা পাঠাতাম তার নাইনটি পারসেন্ট ছাপা হতো না।

একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি, আমি অন্য কিছু করতে পারতাম না। আমি খুব লেখাপড়া শিখিনি, আর আমার স্বাস্থ্য খুব খারাপ। স্কুলে পড়ানো, কলেজে পড়ানো বা ব্যাংকে চাকরি করা এই ধরনের কোনো যোগ্যতা আমার নেই। সাগরময় ঘোষ আমায় বলে ছিলেন, তুমি এসো দেশ পত্রিকায় চাকরি করো। এই আমি চাকরি করতে শুরু করি। পরবর্তীকালে ঋতু পর্ণ ঘোষ আমাকে নিয়ে আসেন সংবাদ প্রতিদিনে। এরপর রোববার কাগজটাকে নতুন করে তৈরি করতে চাইছিলেন তিনি। কিন্তু ততদিনে আমি চলে আসি। সাকিরা পারভীন জ্ম আপনার ছোটবেলার কথা জানতে চাচ্ছি। বলবেন একটু। জয় গোস্বামী জ্ম আমার জন্ম হয়েছিল কলকাতায়। পাঁচ বছর বয়সে মা-বাবা আমাকে আর ছোটকে নিয়ে চলে যান রানাঘাট। তার ঠিক একধারে ছিল নদী, আরেক ধারে রেল স্টেশন। সেই স্টেশনের ওপারেই মাঠ পেরিয়ে গ্রাম ছিল। নদী পেরোলে পুরোটাই গ্রাম। সেখানেই ছিলাম আমি পরবর্তী বত্রিশ বছর। না, না একত্রিশ বছর। একত্রিশ বছরের মাথায় আমি কলকাতা এসে থাকতে শুরু করি। কারণ কলকাতায় আমার চাকরি হয়। সাঁইত্রিশ বছর বয়স থেকে আমি কলকাতা শহরে থাকি। ছোটবেলা যেভাবে কেটেছে তাতে অনেক গাছপালা, অনেক পুকুরঘাট, অনেক ছড়ানো জায়গা ছিল তখন। খুব জনবহুল জায়গা ওটা ছিল না।

সাকিরা পারভীন জ্ম আপনার অনেক কবিতার মুহূর্ত বা রচনার মুহূর্ত জানতে ইচ্ছে করে... আপনার নিবিষ্ট যে ভ্রমণ... একান্ত যে বিচরণ সেগুলোর কথা। 'কবি' বা 'দেবী' ...এমন অনেক কবিতার নেপথ্য... জয় গোস্বামী জ্ম দেখুন, 'কবি' নিজেকে নিয়ে লেখা নয়। আমি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অনেক লেখার চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লিখেছি- তা অবশ্য বলিনি। তবে এই কবিতাটা পড়লেই বুঝতে পারবেন যে কোনো মহাকবির উদ্দেশ্যে বলা। আপনি একটু আগে আমাকে 'দেবী' নামে একটা কবিতার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন, সেই কবিতাটা আমি বিরাশি বা তিরাশি সালে লিখেছি। রচনাকালে একটা জিনিস হয় জানেন? আমি জানি না এটা অন্য লোকের হয় কি না। কিন্তু আমি যখন এটি লিখতে শুরু করলাম তখন একটা অতি নিবিষ্টতার মধ্যে মনটাকে নিয়ে চললাম। এমন হতে পারে আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটছি তো নিবিষ্টতার মধ্যে হেঁটে চলে যাচ্ছি, তারপর বাড়িতে এসে কাগজ কলম নিয়ে সেটা মনে করছি। যখনই কাগজ কলম নিয়ে লিখতে শুরু করলাম তখন মনটা ওই মুহূর্তে একেবারে নিবিষ্ট হয়ে গেল। তখন আর নিজেরও জানা থাকে না যে, একটা কবিতা আট লাইন, সতেরো লাইন, উনত্রিশ লাইন নাকি চল্লিশ লাইনে শেষ হবে। জানি না, বুঝতে পারি না। ঠিক শেষ হবার আগের মুহূর্তে বোঝা যাচ্ছে শেষ হবে, শেষ হবে- শেষ হয়ে গেল। লেখার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গতিটা বাড়তে থাকে। মনের গতিটা তরলের মতো। তিন লাইন চার লাইনে যে গতিটা আসে সেটা ধরুন আট-দশ লাইনে এসে গতি অনেক বেড়ে যায়। আবার ষোলো-সতেরো লাইনের সময়ে ভেতরে খুব তাগাদা তৈরি হচ্ছিল। তারপর একটা সময় হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। আপনি এই পুরো জিনিসটা বুঝতে পারবেন, 'একটা অজানার মধ্যে দিয়ে ভ্রমণ করবার অভিজ্ঞতা হয়'। সেই সময় আমি যখন কবিতাটা লিখলাম, তারপর ধরুন তিন-চারদিন ধরে কিছু কিছু জায়গায় সংশোধন করলাম, যখন প্রুফ এলো তখন আবার একটু কাটাকুটি করলাম- ওই পর্যন্ত একটা কবিতার সঙ্গে আমার জড়িয়ে থাকা। ওই কবিতাটি যখন আমি লিখে উঠলাম তারপরেই আমার জীবনের ওপরে নানা সংগ্রাম, নানা ঘটনা, নানা অনুভূতি নানা ধরনের সামাজিক অভিজ্ঞতা, নানা ধরনের অন্তর্লীন অভিজ্ঞতা এমনকি রাত্রে দেখা স্বপ্ন- এগুলো সবই জমা হতে লাগলো। যে মুহূর্তে আমি কবিতাটি লিখেছি আমার কবিতাটি লিখতে সময় লেগেছে আধ ঘণ্টা। যদি দীর্ঘ কবিতা লিখে থাকি তাহলে হয়তো সেটা লিখতে সময় লেগেছে সাত দিন। তখন পুরোটা সময় ওই কবিতার মধ্যে ছিলাম। এবার এর মধ্যে থেকে যখন বেড়িয়ে এলাম, বেড়িয়ে এসে জীবন যাপন করছি তার মধ্যে নানা ধরনের কথা, আওয়াজ, গান, ঘটনা, দুঃখ এবং আমার নিজের নানা রকম লেখা, অন্যদের পড়া এগুলো আমার মনের ওপর জমা হচ্ছে। আর যে মুহূর্তে আমি কবিতা লিখছিলাম কবিতার যে রচনা ভঙ্গিটা; সেটা ক্রমশ তলায় চলে যাচ্ছে। এইবার ধরুন বত্রিশ-তেত্রিশ বছর পর যদি কেউ সেই কবিতাটা লেখার সময় কী ঘটেছিল প্রশ্ন করে তখন আর তল পাওয়া যায় না। তবে সেই কবিতাটার বিষয়ে যদি আমি কিছু লিখতে যাই, তখন কিছুটা হয়তো আন্দাজ বা অনুমান হয়তো পাওয়া যায়। অনেক কবিতা আছে যেগুলো স্রোতের মতো চলে আসে। সেই কবিতাগুলো সম্পর্কে পরবর্তীকালে বলতে গেলে অনেক জায়গায় নিজের কাছেই ফাঁক মনে হয়। সেই মুহূর্তে যখন পার্টিকুলারলি ছিলাম তখন একটা অবস্থা, তারপর যদি দশ বছর পর কেউ জিজ্ঞাসা করে, তাহলে তখন আমি আর সেই ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারবো না। তার ওপর অনেক স্তূপ মানে হিপ অব এক্সপেরিয়েন্স জমে গেছে। খুঁড়তে খুঁড়তে নিচে যাওয়া আর সম্ভব না। আমি সাত দিন আগে যে কবিতাটি লিখেছি সেই কবিতাটি নিয়ে জিজ্ঞেস করলে আমি তার কাছাকাছি যেতে পারবো। কিন্তু এরপর আর পারবো না। এটা আমার অসহায়তা বলতে পারেন। সাকিরা পারভীন জ্ম আপনি খুব স্বাপ্নিক বিচিত্র ধরনের; আপনার মতো অনেকেই এমন হতে চাইবেন। আপনার কথা বলার ধরনও বিচিত্র। আবার সব সময় বলেনও না। আপনার লেখার ধরনও বিচিত্র নয় কি? ফরমায়েশি কবিতা লেখা নিয়ে অনেক রকম কথা প্রচলিত আছে...

জয় গোস্বামী জ্ম বিভিন্ন পত্রিকা থেকে আমাকে বিষয় বলে দেওয়া হয়েছে এবং আমি সেই বিষয়ে লিখেছি। তার জন্যে এই পশ্চিমবঙ্গের একটি বড় অংশ আমাকে খুবই বিদ্রুপ করেছে। তারা যে ভুল তা নয়। কারণ তারা মনে করেন, কোনো একটা বিষয় দিয়ে দেওয়া হলে, সেভাবে লিখে দিলে কবিতারও অপমান, নিজেরও অপমান। এটা হলো এক রকম যুক্তি। আবার নিজের অভিজ্ঞতা আমি যদি বলি, আমিও আগে অনেকটা এরকম ভাবতাম। যখন আমি এই ধরনের কোনো বিষয়ের ওপর কবিতা লিখতাম তখন এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হইনি। যারা একথা বলেন তারা আমার মতো এমন অভিজ্ঞ তার মধ্যে দিয়ে যাননি। কারণ তাদের পেশা সাহিত্য নয়। সাহিত্যটাকে তারা অনেক শুদ্ধ রাখতে পেরেছেন। কিন্তু আমি শুদ্ধ রাখতে পারিনি। আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমি যে সব সময় ফরমায়েশি কবিতা লিখি তা নয়। নিজের ইচ্ছেয়ও লিখি। পিকাসো একটা কথা বলেছিলেন, 'একবার একটা ক্যানভাসের সামনে যখন দাঁড়াই মনে হয়, আমি নিজেকে শূন্যের মধ্যে ছুঁড়ে দিচ্ছি কী উঠে আসবে সেটা না জেনেই'। আমিও সেই পদ্ধতিটার সঙ্গে পরিচিত। ধরুন একজন ব্যাট হাতে তিনরান করে ফিরে আসছে, আরেকজন একশ। ওই অভিজ্ঞ তাটার স্বাদ তাদের জানা। এক জনের এক্সিলেন্স আছে সে অনেক উপরে উঠে যেতে পারছে। আরেকজনের এক্সিলেন্স নেই, সে ব্যর্থ হচ্ছে। ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়ে বলি, যখন আমি জীবিকার জন্য লেখা শুরু করলাম, আমার কাছে ফরমায়েশি লেখা আসতে শুরু করলো। মনে হতে লাগলো আমি শূন্যের ভেতর পাথর ছুঁড়ে দিচ্ছি। নিজেকেই যেন ছুঁড়ে দিলাম আমি। আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিটকে ছিটকে গেল। সেইটাই হয়ে গেল আমার কবিতা।

আরেক রকম হচ্ছে, আমি একটা পাথরে দাঁড়িয়ে আছি। প্রতিষ্ঠান বিরোধী অবস্থান। অথবা একে বারেই একটা নৈর্ব্যক্তিক একটা অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছি। সেখান থেকে আমি নিজেকে কবিতার মধ্যে ছুঁড়ে দিলাম। কী উঠে আসবে জানি না। এই দুটোর মধ্যেই একটা জিনিস আছে। সেটা হচ্ছে অজানার মধ্যে ভ্রমণ। যে অজানা আমার অন্তঃস্থলের। প্রত্যেকের অন্তঃস্থলে একটা সরোবর আছে। প্রত্যেকের দিকে তাকালেই আমি অন্তত কিছুটা দেখতে পাই- কয়েকটা লতাগুল্ম দুলছে, তারপর আর তলাটা দেখা যায় না। কিন্তু ওইটুকু যে আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা আবার আরেকজন দেখতে পাবে না। কারণ স্বপ্নের কোনো দ্বিতীয় দর্শক হয় না। যাই হোক, ফরমায়েশি কবিতা লিখতে গিয়ে আমার বহু কথা শুনতে হয়েছে। যেমন ধরুন 'মানসাধু' বলে আমি একটা কবিতা লিখেছিলাম পোখ রানে পারমাণবিক বোমা বিস্ফো রণের পর। তারপর আমি আরেকটি কবিতা লিখেছিলাম। সেটি অবশ্য আমি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকার জন্য লিখিনি। 'ধ্রুবপদ' নামে একটি লিটল ম্যাগাজিন বছরে একবার বের হতো। সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদক। তারা বামণ-ফকিরদের নিয়ে একটা সংখ্যা করেছিলেন, তাতে একটি কবিতা ছিল। আমাকে সেই কবিতার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন সুধীর চক্রবর্তী। আমি লিখে দিয়েছিলাম। সেও কিন্তু ফরমায়েশি লেখাই। তাই বলছি, আমার কাছে লেখাটা ফরমায়েশি বা ফরমায়েশির বাইরের লেখা এখন এমন আর মনে হয় না। আমি এভাবেই চলেছি।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যা মানায় তা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে মানায় না। ফরমায়েশি লেখা লিখতে গিয়ে আমি আরেক ধরনের পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছি। পরীক্ষার মধ্যে নিয়ে যেতে পারবো নিজেকে ফুল

ধুলিয়ান সমসেরগঞ্জ- ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবং কালী

সুমিত ঘোষ

ধুলিয়ান,সমসেরগঞ্জ ও রামকৃষ্ণ ও কালী। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও মা কালী যেন একে অপরের পরিপূরক। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মায়ের প্রতি পরম ব্যাকুল এক সন্তান, আর মা কালী ছিলেন তাঁর সর্বস্ব, পরমেশ্বরী রূপিণী জননী। যুগে যুগে 'স্থান-কাল-পাত্রে'র বিচারে সেই ভক্তি ও মাতৃসাধনার প্রকাশ হয়তো ভিন্ন ভিন্ন রূপে ধরা দেয়। তাই মনে হয়, গঙ্গার (হুগলি নদী) পূর্ব তীরে সুদূর দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মায়ের মন্দিরের আধ্যাত্মিক দ্যুতি গঙ্গার উজানে, পশ্চিম তীরে ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদ জেলার এক প্রাচীন জনপদের আরেকটি কালী মন্দিরেও যেন এসে পৌঁছেছে। এই সংযোগ নিছক কাকতালীয়, নাকি ভক্তির এক অন্তর্লীন স্রোত;তা ভাবতে অবাক লাগে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন; 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ঞ্চ অর্থাৎ, যাঁরা একনিষ্ঠ চিত্তে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁদের যোগক্ষেমের ভার ঈশ্বর নিজেই বহন করেন। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে ভক্ত যখন নিজেকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করেন, তখন তাঁর জীবনে ঈশ্বরের কৃপা নানা মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সেই মাধ্যম কখনও কোনও অলৌকিক ঘটনা নয়, রক্ত-মাংসে গড়া কোনও সাধারণ মানুষও হতে পারেন;যিনি হয়তো নিজের অজান্তেই অন্যের জীবনে ঈশ্বরের আশীর্বাদের বাহক হয়ে ওঠেন। গঙ্গার ভাঙনে বারবার বিপর্যস্ত ধুলিয়ান, সমসেরগঞ্জ ও কাঞ্চন তলাকে ঘিরে গড়ে ওঠা মুর্শিদাবাদ জেলার এক প্রাচীন জনপদ ও প্রান্তিক শহর ধুলিয়ান। প্রাচীন এই পৌর শহরটি কার্যত সমসেরগঞ্জ থানার প্রাণকেন্দ্র।

১৮৭২ সালে ভারতের প্রথম জনগণনার সময় পুলিশি প্রশাসনের প্রয়োজনে সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলাকে ২৫টি থানায় বা Police Circle-এ বিভক্ত করা হয়েছিল। সেই সময় সমসেরগঞ্জ ছিল অন্যতম একটি থানা। অবশ্য এরও আগে, নীলবিদ্রোহ ও সিপাহি বিদ্রোহের সময়কার বিভিন্ন নথিতে সমসেরগঞ্জ থানার উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৭২ সালে পুলিশি ব্যবস্থার পুনর্গঠনের সময় সমসেরগঞ্জ থানার অবস্থান ছিল সাবেক ধুলিয়ান গঙ্গা রেলস্টেশন ও গঙ্গার মধ্যবর্তী কোনও এক স্থানে। গঙ্গার অব্যাহত ভাঙনে একসময় সাবেক রেল স্টেশন ও থানা;দুটিই নদীগর্ভে



বিলীন হয়ে যায়। পরবর্তীকালে, পঞ্চাশের দশকে কাঞ্চনতলা জমিদার পরিবারের পিলখানার কাছে থানাটি স্থানান্তরিত হয়। নব্বইয়ের দশকে কোনও এক বছরের বন্যার সময় সমসেরগঞ্জ থানা সাময়িকভাবে কাঞ্চনতলা জমিদারবাড়িতে স্থানান্তরিত হয়ে ছিল বলেও জানা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন থানা ও রেলস্টেশনের আশপাশে কালী পুজো এবং কালীমন্দিরের উপস্থিতি বেশ লক্ষণীয়। সমসেরগঞ্জ থানার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

১৯৭৪ সালে থানার এক আধিকারিক থানার সামনের একটি নিমগাছের তলায় কালীপুজোর সূচনা করেন। স্থানীয় মানুষের কাছে এই পুজো ক্রমে 'থানার কালী' নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীকালে এলাকার মানুষও এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করেন। তাঁদের অংশগ্রহণ ও ভক্তির পরশে পুজোর মাহাত্ম্য এবং আড়ম্বর ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। অবশেষে ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি স্থায়ী কালীমন্দির।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরটির পরিসরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই প্রসঙ্গে কাঞ্চনতলা জমিদার পরিবারের সদস্য সুদীপ রায় মহাশয়ের সঙ্গে আলাপচারিতায় জানা যায়, বর্তমান কালীমন্দিরের জমিটি দান করেছিলেন কাঞ্চনতলা জমিদারির দেওয়ানজি বাড়ির সদস্য রথীন্দ্রনাথ রায়। এলাকায় তিনি 'পটলবাবু' নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন।

কালীপুজো, দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দির এবং সেই মন্দিরের সঙ্গে ওত প্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরম হংসদেব;এই তিনটি নাম বাঙালির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনায় প্রায় অবিচ্ছেদ্য। সমসেরগঞ্জ থানার 'থানার কালী'র ইতিহাসেও যেন তেমনই এক রামকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটেছে। তিনি অবশ্য পরমহংস নন, কিন্তু এলাকার মানুষের বিপদে-আপদে তাঁদের পাশে দাঁড়ানো, অসহায় মানুষের ভরসা হয়ে ওঠা এবং দরিদ্র মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখার মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন এক পরিচিত আশ্রয়।

'চাই না মাগো রাজা হতে';এমনই এক নিঃস্বার্থ মানসিকতা যেন তাঁর জীবনদর্শনের পরিচায়ক। রাজকীয় আড়ম্বর কিংবা ব্যক্তিগত

ছটপুজোর অর্ঘ্যে ঠেকুয়া ঐতিহ্যের স্বাদে মিশে রয়েছে লোকসংস্কৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ১৩ নভেম্বর ঃ ছটপুজো মানেই নদীর ঘাটে উদীয়মান ও অস্তগামী সূর্যের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন। আর সেই অর্ঘ্যের ডালায় ফলমূল আখ নারকেলের পাশাপাশি বিশেষ জায়গা জুড়ে থাকে ঐতিহ্যবাহী ঠেকুয়া। শুধু একটি মিষ্টি নয় ছটপুজোর ধর্মীয় আচার ও লোকসংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই খাবার উৎসবের অন্যতম পরিচিত প্রসাদ। বিহার ঝাড়খণ্ড ও উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে এর প্রচলন দীর্ঘদিনের। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছটপুজোর প্রসার ঘটায় ঠেকুয়ার পরিচিতিও ছড়িয়েছে। মূলত গমের আটা গুড় ও ঘি দিয়ে তৈরি হয় ঠেকুয়া। স্বাদ ও সুগন্ধ বাড়াতে অনেক পরিবারে মেশানো হয় মৌরি, এলাচ ও নারকেল। মাখা আটা থেকে ছোট ছোট লেচি তৈরি করে কাঠের নকশা করা ছাঁচে চাপ দিয়ে বিশেষ আকৃতি দেওয়া হয়। পরে ঘি অথবা তেলে ধীরে ধীরে ভেজে তৈরি করা হয় এই প্রসাদ। অঞ্চল ও পরিবারভেদে উপকরণ এবং তৈরির পদ্ধতিতে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। ছটপুজোর সন্ধ্যার অর্ঘ্য ও পরদিন ভোরের অর্ঘ্যের সময় বাঁশের কুলো বা ডালায় ঠেকুয়া সাজিয়ে নিবেদন করা হয় সূর্যদেবকে। পুজোর পরে আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশী ও অন্যদের মধ্যে প্রসাদ বিলি করা হয়। শুকনো প্রকৃতির এই খাবার তুলনামূলকভাবে বেশ কিছুদিন সংরক্ষণ করা যায়। ফলে প্রসাদ বিতরণেও এর বিশেষ সুবিধা রয়েছে। ঠেকুয়ার উৎপত্তির নির্দিষ্ট সময়কাল নিয়ে নিশ্চিত ঐতিহাসিক তথ্য না থাকলেও ছটপুজোর সঙ্গে এর নিবিড় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা এই খাদ্যপরম্পরা আজও উৎসবের অন্যতম পরিচয় বহন করছে।



পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনায় রাজ্যের ৭ লক্ষাধিক উপভোক্তার হাতে আর্থিক সহায়তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ১৩ নভেম্বর ঃ রাজ্যবাসীর পাকা বাড়ির স্বপ্ন পূরণে বড়সড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। শুক্রবার, এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনায় রাজ্যের ৭ লক্ষাধিক উপভোক্তার হাতে আর্থিক সহায়তা তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিনের এই কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে রাজ্যের সমস্ত জেলা ও ব্লক প্রশাসন ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিল। এই উপলক্ষ্যে পুরুলিয়া জেলা সদর দপ্তরে জেলাশাসকের উপস্থিতিতে এক বিশেষ জেলাস্তরীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন



করা হয়। জেলা সদরের পাশাপাশি জেলার ২০টি ব্লক সদর দপ্তরেও একইভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে স্থানীয় উপভোক্তারা অংশগ্রহণ করেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এদিন পুরুলিয়া জেলার মোট ১৯,৫৬৯ জন উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি (DBT-এর মাধ্যমে) আবাস যোজনার দ্বিতীয় কিস্তির ৬০,০০০ টাকা করে পাঠানো হয়েছে। আবাস যোজনার আর্থিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি, এদিনের অনুষ্ঠান থেকে উপভোক্তাদের সরকারের অন্যান্য জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা সম্পর্কেও বিস্তারিত অবহিত করা হয়। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়ঃ VB-G RAM G প্রকল্পের আওতায় উপভোক্তারা ৯৫ দিনের কাজের মজুরি পাবেন। স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ (SBM-G)- এর অধীনে ব্যক্তিগত শৌচালয় নির্মাণের জন্য ১২,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। PM সূর্য ঘর যোজনা-র আওতায় বাড়ির ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপনের জন্য সরকারি ভর্তুকির সুবিধাও গ্রহণ করতে পারবেন উপভোক্তারা। সরকারি এই উদ্যোগের ফলে জেলার বহু দুঃস্থ পরিবার পাকা মাথার ছাদের পাশাপাশি আনুষঙ্গিক অন্যান্য সরকারি পরিষেবারও সরাসরি সুযোগ পেতে চলেছে।

তিন দিন নিখোঁজ থাকার পর জলাশয় থেকে উদ্ধার দুই বন্ধুর দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৩ নভেম্বর ঃ তিন দিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর শুক্রবার সকালে একটি জলাশয় থেকে উদ্ধার হল দুই বন্ধুর দেহ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ইংরেজবাজার থানার কাজিগ্রাম এলাকায়। মৃত দুই যুবকের নাম ভাস্কর চৌধুরী (২৮) এবং অনুপ চৌধুরী (২৬)। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, তিন দিন আগে দুই বন্ধু বাইক নিয়ে একসঙ্গে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। তারপর থেকে তাঁদের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তাঁদের সন্ধান পাননি। অবশেষে শুক্রবার সকালে কাজিগ্রামের একটি জলাশয়ে দুই যুবকের দেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। জলাশয় থেকে দেহ দুটি উদ্ধারের পাশাপাশি একটি বাইকও উদ্ধার করা হয়েছে। দুই যুবকের মৃত্যুকে ঘিরে রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, এটি স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, পরিকল্পিত খুন। তাঁদের আরও দাবি, কয়েক দিন আগে অনুপকে তাঁর জামাইবাবু কোনও একটি বিষয় নিয়ে খুনের হুমকি দিয়েছিলেন। সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেও তদন্তের দাবি উঠেছে। ইতিমধ্যেই দেহ দুটি মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে।

চাঁদা দিতে অস্বীকার, ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৩ নভেম্বর ঃ চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে গভীর রাতে হামলা ও ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠল একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতে বীরভূমের সিউড়ি শহরের রবীন্দ্রপল্লি এলাকায় এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনার জেরে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ী মহলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ব্যবসায়ী গৌতমকুমার মণ্ডলের একটি মোবাইলের দোকান রয়েছে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড এলাকায়। তিনি সপরিবারে শহরের রবীন্দ্রপল্লি এলাকায় বসবাস করেন। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আচমকাই গৌতমবাবুর কাছে একটি হুমকি ফোন আসে। অভিযোগ, ফোনে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয় এবং মোটা অঙ্কের চাঁদার দাবি জানানো হয়। এই ঘটনার পর চরম আতঙ্কিত হয়ে তিনি নিজের মোবাইল ফোনটি বন্ধ করে দেন। এর পরেই একদল দুষ্কৃতী তাঁর বাড়িতে চড়াও হয় এবং ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

ছটপুজোর কেনাকাটায় জমজমাট গাজোল হাট! প্রচুর চাহিদা কুলো-পাখার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৩ নভেম্বর ঃ আর মাত্র এক দিনের অপেক্ষা। তারপরই সূর্যদেবের আরাধনায় মেতে উঠবেন ছটব্রতীরা। তার আগে ছটপুজোর শেষ মুহূর্তের কেনাকাটায় জমজমাট হয়ে উঠল মালদার গাজোল সাপ্তাহিক হাট। সকাল থেকেই পুজোর সামগ্রী কিনতে হাটে ভিড় জমাতে শুরু করেন ক্রেতারা। বিশেষ করে বাঁশের তৈরি কুলো, চালুন ও পাখার চাহিদা ছিল চোখে পড়ার মতো। ক্রেতাদের ব্যাপক উপস্থিতিতে এদিন কার্যত সরগরম হয়ে ওঠে গোটা হাট চত্বর। ছটপুজোয় বাঁশের তৈরি কুলো, চালুন ও পাখার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। পুজোর বিভিন্ন উপকরণ সাজিয়ে সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদনের ক্ষেত্রে এই সামগ্রীগুলি ব্যবহার করেন ব্রতীরা। তাই পুজোর আগে এগুলি কিনতে হাটে ভিড় করেন বহু মানুষ। গাজোলের পাশাপাশি আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকেও কেনাকাটা করতে আসেন ক্রেতারা। এক ক্রেতা বলেন, শনিবার এবং রবিবার ছট উৎসব পালন হবে। তার আগে কুলো, চালুন, পাখা-সহ পুজোর জন্য বিভিন্ন সামগ্রী নিতে হচ্ছে। দাম একটু বেশি তবে পুজো উপলক্ষ্যে কিনতে হচ্ছে। এদিন হাটে বিভিন্ন আকারের কুলো, চালুন, পাখা-সহ নানা সামগ্রী সাজিয়ে পসরা নিয়ে বসেছিলেন ব্যবসায়ীরা। ক্রেতাদের পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন দামে বিক্রি হচ্ছে সেগুলি। এক ব্যবসায়ী জানান, একটি কুলো ১২০ থেকে ১৫০ টাকা এবং পাখা ১০০ থেকে ১৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। চালুনেরও ভাল চাহিদা রয়েছে। তবে বেশি পরিমাণে কুলো বিক্রি হচ্ছে। গত বছরের তুলনায় এবছর ছটপুজোর বাজারে বেচাকেনা অনেকটাই ভাল হচ্ছে।



এদিন সকাল থেকেই ক্রেতাদের আনাগোনায় উৎসব মুখর হয়ে গোটা হাট চত্বর। সব মিলিয়ে ছটপুজোকে কেন্দ্র করে মালদার গাজোল সাপ্তাহিক হাটে এখন উৎসবের আমেজ। একদিকে যেখানে শেষ মুহূর্তের কেনাকাটায় ব্যস্ত ক্রেতারা, অন্যদিকে ভাল বিক্রির আশায় হাটে আসা ব্যবসায়ীরা।

চিকিৎসায় গাফিলতিতে সদ্যোজাতের মৃত্যুর অভিযোগ, রণক্ষেত্র নদীয়ার নার্সিংহোম

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৩ নভেম্বর ঃ জন্মের পর মা ও সদ্যোজাত উভয়েই সুস্থ থাকলেও, আচমকা শিশুটির শারীরিক অবস্থার অবনতি এবং পরবর্তীতে মৃত্যুর ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়াল নদীয়ার নবদ্বীপের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে। চিকিৎসায় গাফিলতি ও উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবেই সদ্যোজাতের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে নার্সিংহোমে বিক্ষোভ দেখান মৃত শিশুর পরিবারের সদস্যরা। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, পূর্ব বর্ধমানের পারুলিয়া সাহাপাড়ার বাসিন্দা রুদ্রপ্রসাদ সাহার স্ত্রী ঈশিকা ধরকে গত সোমবার বিকেল ৫টা নাগাদ নবদ্বীপের ওই নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয়। সেদিনই রাত সওয়া ১০টা নাগাদ তিনি একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। পরিবারের দাবি, জন্মের পর গভীর রাত পর্যন্ত মা ও সন্তান দু'জনেই সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। এমনকি মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত শিশুটির শারীরিক অবস্থায় কোনও অস্বাভাবিকতা ছিল না বলে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের তরফেও জানানো হয়েছিল। অভিযোগ, এর কিছুক্ষণ পরেই নার্সিংহোম থেকে ফোন করে পরিবারকে জানানো হয় যে, খাওয়ানোর সময় শিশুটির শ্বাসনালীতে খাবার আটকে গেছে এবং তারপর থেকেই তার অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। শিশুটির বাবা রুদ্রপ্রসাদ সাহার অভিযোগ, সেই জরুরি মুহূর্তে নার্সিংহোমে কোনও উপযুক্ত চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন না বরং কর্তব্যরত আয়ারাই পাম্পের সাহায্যে শিশুটির চিকিৎসা করার চেষ্টা করছিলেন। পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠলে সদ্যোজাতকে প্রথমে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে এবং পরে অক্সিজেন সাপোর্টে কৃষ্ণনগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পরিবারের দাবি, সেখানে দু'দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর চিকিৎসকরা জানান যে শিশুটির মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হচ্ছে এবং তার মুখ থেকেও রক্ত বেরোতে শুরু করে। অবস্থার আরও অবনতি হলে শেষ পর্যন্ত শিশুটিকে কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার দুপুর ২টো নাগাদ মৃত্যু হয় সদ্যোজাতটির। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃত শিশুর পরিজনেরা। তাঁরা নবদ্বীপের ওই নার্সিংহোমে গিয়ে তীব্র বিক্ষোভ দেখান। পরিবারের অভিযোগ, ওই নার্সিংহোমে চিকিৎসার ন্যূনতম পরিকাঠামো ও নিয়মশৃঙ্খলার অভাব রয়েছে। মৃত শিশুর দিদা রাখি ধর আক্ষেপের সুরে জানান, এটি তাঁর মেয়ের প্রথম সন্তান ছিল এবং এমন পরিণতি তাঁরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। ইতিমধ্যেই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে পরিবার। এই অভিযোগের বিষয়ে নার্সিংহোমের ম্যানেজার কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

Tender Reference No:- BAGHAR-II GP/15TH FC TIED/ 2582 Date:-13/11/2026

Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of CONST OF COVERED DRAIN INCLUDING SOAK PIT at 4(Four) different places. NAME OF FUND: 16TH CFC, TIED. Bid submission end date 20/11/2026 upto 12.00 P.M. Bid Opening Date (Technical) 23/11/2026 at 12.00 P.M. For details please visit website: **https://tenders.wb.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Baghar-II Gram Panchayat
Baghar * Purba-Bardhaman

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for different type of works under 15th FC Fund of **N.I.e.T. No.-02/HPS/15th FC/ 2026-27**. Documents and other details is available in the website **https://tenders.wb.gov.in**. The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **13/11/2026** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

Notice invting Tender
Office of the Pradhan
Jamalpur-II Gram Panchayat
Nutangram, Jamalpur, Purba Bardhaman, PIN - 713408, (Under Jamalpur Dev. Block.)

Offline and Online Tender is hereby invited by JAMALPUR-II Gram Panchayat from the bonafied and eligible contractors of different types of works in Gram Panchayat area under 15th F.C. 2025-2026 fund. Tender Online: 315/Jam-II/ 26, 316/Jam-II/26 Dated- 05.11.2026 (16th CFC TIED & UNTIED 2026-2027). Details are available in Office Notice Board.

Sd/- Prodhan
Jamalpur-II Gram Panchayat

JAMALPUR- I GRAM PANCHAYAT
JAMALPUR :: PURBA BARDHAMAN

E-Tender Notice No. NIT-02/JAM-1/16TH FC Tied / 2026-2027, Dt-06-01-2026 E-Tender are here by invited by the Prodhan, Jamalpur-1 G.P. from bonfire contractors to participate in the E- Tender from 07.11.2026 to 21.11.2026. Date of opening 25.11.2026 at 9.00 AM for further details. Visit the website **WWW.wbtenders.gov.in** or G.P.

Sd/-
Prodhan
Jamalpur I Gram Panchayat
Jamalpur, Burdwan

Tender Reference No:- BAGHAR-II GP/15TH FC TIED/ 2581 Date:-13/11/2026

Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of INSTALLATION OF MINI SUBMERSIBLE WITH PIPE LINE WATER SUPPLY INFRONT OF SIMDAL BAMUN PUKUR BURNING GHAT. NAME OF FUND: 15TH FC, TIED. Bid submission end date 20/11/2026 upto 12.00 P.M. Bid Opening Date (Technical) 23/11/2026 at 12.00 P.M. For details please visit website: **https://tenders.wb.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Baghar-II Gram Panchayat
Baghar * Purba-Bardhaman

Corrigendum Notice

e-Tenders are invited for Electrical Work under SSM fund in **N.I.e.T. No.– 04/HBDO/ SSM/2026-27**. Documents and other details is available in the website **tenders.wb.gov.in.** The last date of submission for NIeT up to **14.00 hours** on dated **18/11/2026** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/-
Block Development Officer
Hariharpara Development Block

Tender Reference No:- BAGHAR-II GP/15TH FC TIED/ 2580 Date:-13/11/2026

Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of CONSTRUCTION OF COVERED DRAIN INCLUDING SOAK PIT. NAME OF FUND: 15TH FC, TIED. Bid submission end date 20/11/2026 upto 12.00 P.M. Bid Opening Date (Technical) 23/11/2026 at 12.00 P.M. For details please visit website: **https://tenders.wb.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Baghar-II Gram Panchayat
Baghar * Purba-Bardhaman

Tender Reference No:- BAGHAR-II GP/15TH FC TIED/ 2583 Date:-13/11/2026

Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of CONST OF CC ROAD and OPEN STAGE at 6(Six) different places. NAME OF FUND: 16TH CFC, UNTIED. Bid submission end date 20/11/2026 upto 12.00 P.M. Bid Opening Date (Technical) 23/11/2026 at 12.00 P.M. For details please visit website: **https://tenders.wb.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Baghar-II Gram Panchayat
Baghar * Purba-Bardhaman

E-TENDER NOTICE
Labpur Development Block
Labpur, Birbhum
NIeT No: 02/VBGRAMG/ LAB/2026-27(2nd Call)

E-Tenders is invited for Supply work Bid Submission start-14/11/2026 Ends 20/11/2026. For more details, please visit https://tenders.wb.gov.in or office notice board.

Sd/-
Block Development Officer
Labpur Development Block

ডিজেল লোকো শেড, শিলিগুড়ি ইত্যাদিতে উদ্যানপালন সংক্রান্ত কাজ

টেন্ডার নোটিশ নং ঃ ১৪৪-এসজিইউডি - গার্ডেনিং-কম্বাইন্ড-২০২৬; **জিইএম বিড নং ঃ** জিইএম/২০২৬/বি/৮২৪৯৮৪০; **তারিখ ঃ** ০৬-১১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম ঃ** ৩ বছরের জন্য নিউ জলপাইগুড়ি ট্রিপ শেডে সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতা কাজ এবং ডিটিটিসি/ডিটিটিএইচ এবং প্রশাসনিক ভবনের লিনেন ধোয়া ও ইস্ত্রি করার কাজ সহ ডিজেল লোকো শেড, শিলিগুড়ি জংশন, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-তে ডিজেল লোকো শেড, শিলিগুড়ি, এসটিসি এবং সিমুলেটর ভবনে উদ্যানপালন এবং ডিটিটিসি, লোকো সিমুলেটর ভবন ও ইএমডি লোকো সিমুলেটর ভবনের পরিচ্ছন্নতা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৯৫,১২,২৫৯.২২/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,৪৭,৫৭০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধ** হওয়ার তারিখ ও সময় **২৮-১১-২০২৬** তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার **খোলার** তারিখ ও সময় **২৯-১১-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে **http://gem.gov.in** ওয়েবসাইটি দেখুন।

সিনিয়র ডিএমই/ডিজেল/শিলিগুড়ি জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

সিনি. ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (জেনারেল)/পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নবর্ণিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **(১) টেন্ডার নং. ইএলইজি-ওটি-১৩৮৫-২০২৬-২৭; কাজের বিবরণঃ** শিয়ালদহ ডিভিসন-এর আওতাধীন ভিএসএস- এর অধীনে সমস্ত স্টেশনে মনিটরিং-এর জন্য অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে এটি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯২,৭৭,২১১.০০ টাকা; **বায়না মূল্যঃ** ১,৮৫,৬০০.০০ টাকা, **কাজ শেষ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **(২) ইএলইজি-ওটি-১৪০৪- ২০২৬-২৭; কাজের বিবরণঃ** শিয়ালদহ স্টেশন, ক্যালকাটা গুডস ইয়ার্ড, এনসিসি ইয়ার্ড, এনএসএস ইয়ার্ড, সিপি স্লিকলাইন, সিপি পয়েন্ট, এবং সিপি পিএফ-এ এসি কোচ ও সেলুন-গুলিতে চার্জ দেওয়ার জন্য 'প্রি-কুলিং চার্জিং পয়েন্ট' রেনোভেশনের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮০,৪৯,৯৫০.০০ টাকা **বায়না মূল্যঃ** ১,৬১,০০০.০০ টাকা, **কাজ শেষ করার মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। **(৩) ইএলইজি-ওটি-১৪১১-২০২৬-২৭; কাজের বিবরণ ঃ** রানাঘাট-কৃষ্ণনগর সিটি (২৬.০৪ কিমি) শাখায় স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রস্তাবিত কাজের জন্য সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,১৪,৩৩,০৫৪.০০ টাকা; **বায়না মূল্যঃ** ২,২৮,৭০০.০০ টাকা, **কাজ শেষ করার মেয়াদ ঃ** ০৯ মাস। **(৪) ইএলইজি-ওটি-১৪১২-২০২৬-২৭; কাজের বিবরণ ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে (ফেজ-১)-এর পার্সোনেল শাখায় ''কম্পিউটার বেসড টেস্ট (সিবিটি)'' সেন্টারের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,১০,০২,৩৬৫.০০ টাকা; **বায়না মূল্যঃ** ২,২০,১০০.০০ টাকা, **কাজ শেষ করার মেয়াদ ঃ** ০৮ মাস। **IREPS-এ টেন্ডার প্রকাশের তারিখ ঃ** ক্রমিক নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য ১৬.১১.২০২৬। **নিলাম শুরুর তারিখ ঃ** ১৬.১১.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্রমিক নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য ৩০.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত। সময় সময় ইস্যু হওয়া বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সংশোধনী ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। SDAH-303/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া পৌরনিগম-এর আওতাধীন রাস্তা বিভাগের কাজের জন্য, সংশ্লিষ্ট কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য, সক্ষম ও প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের দপ্তরে পাওয়া যাবে (https://www.wbtenders.gov.in)। দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৩.১১.২০২৬, বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার হাওড়া পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির নম্বর : WB-HMC/NIT/ED/33/EE-II/26-27 Dated: 05-11-2026

১১৪(১) /২৬-২৭
১৩।১১।২০২৬

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

শ্রী কৃষ্ণ জুট প্রোডাক্টস্ লিমিটেড

সিআইএন নংঃ এল১৭২৩৬ব্রবি১৯৮১পিএলসি০৩৪৩৭২
রেজি. অফিস- ১৯ডি, মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০৭
ইমেলঃ skjpl1981@gmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.skjpl.in,
ফোন নং.- ৯০৭৩৯৬৫৫০৩

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

পার্ট-১ (লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (৩০.০৯.২০২৬)	এ বছর এখনও পর্যন্ত সংখ্যা (৩০.০৯.২০২৬)	পূর্ববর্তী বছরে শেষ হওয়া সংশ্লিষ্ট ৩ মাস (৩০.০৯.২০২৫)	পূর্ববর্তী বছর সমাপ্তি (৩১.০৩.২০২৬)
	(নীচে নোটগুলি দেখুন)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	অপারেশন থেকে মোট আয়	০.০০	০.০০	০.৪৫	১৬.৮১
২	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারণ আইটেম*)	-০.৬০	-৩.৯৩	-২০.৫৮	-২৯.১০
৩	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের আগে), ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারণ আইটেমের পরে*)	-০.৬০	-৩.৯৩	-২০.৫৮	-৩১.৫৭
৪	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের পরে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারন আইটেমের পরে*)	-০.৬০	-৩.৯৩	-২০.৫৮	-৩১.৫৭
৫	সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত]	-০.৬০	-৩.৯৩	-২০.৫৮	-৩১.৫৭
৬	ইক্যুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল	২৪.৭৫	২৪.৭৫	২৪.৭৫	২৪.৭৫
৭	পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ ব্যতীত)।	-	-	-	-
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য) ১. মৌলিক ২. মিশ্র	(০.২৪) (০.২৪)	(১.৫৯) (১.৫৯)	(৮.৩২) (৮.৩২)	(১২.৭৬) (১২.৭৬)

মন্তব্যঃ
১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১২ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ-বার্ষিকের জন্য উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলের একটি 'সীমিত পর্যালোচনা প্রতিবেদন' পরিচালনা করেছেন।
২. এই বিবৃতিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩৩-এর অধীনে নির্ধারিত কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) বিধি, ২০১৫ এবং অন্যান্য স্বীকৃত অ্যাকাউন্টিং অনুশীলন এবং নীতিমালা অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।
৩. IND AS ১০৮ 'অপারেটিং সেগমেন্ট' অনুসারে কোম্পানির শুধুমাত্র একটি রিপোর্টযোগ্য সেগমেন্ট রয়েছে।
৪. পরিশোধিত মূলধনে ২,৪৭,৫০০ শেয়ার রয়েছে যার প্রতিটি ১০ টাকা=২৪,৭৫,০০০ টাকা।
৫. পূর্ববর্তী সময়কাল এবং বছরের পরিসংখ্যান যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্গঠন/পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
৬. শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে সিএসই এবং এমএসইআই।

তারিখঃ ১২.১১.২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

শ্রী কৃষ্ণ জুট প্রোডাক্টস্ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্ব/- সুরজ কুমার ঝাঁ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর তথা সিএফও
ডিআইএনঃ ১০১৯৭৮৫৪

বিজ্ঞপ্তি

আ

দেশের খবর

তেলেঙ্গানায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা! একাধিকবার উল্টে গাছে ধাক্কা সেনার ট্রাক, আহত ৭ জওয়ান, দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক

রঙ্গারেড্ডি , ১৩ নভেম্বর ঃ তেলেঙ্গানায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল ভারতীয় সেনার একটি ট্রাক। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় একাধিকবার পালটি খেয়ে শেষ পর্যন্ত রাস্তার ধারে থাকা একটি গাছে সজোরে ধাক্কা মারে গাড়িটি। এই দুর্ঘটনায় অন্তত সাতজন সেনা জওয়ান আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দু'জনের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে তেলেঙ্গানার রঙ্গারেড্ডি জেলায়। জানা গিয়েছে, সেনার একটি প্রশিক্ষণ শিবির থেকে ফিরছিল ট্রাকটি। হায়দরাবাদের গোলকোন্ডা আর্মি ক্যাম্প থেকে শাবাদ শহরের দিকে যাচ্ছিল সেনাবাহিনীর ওই গাড়ি। সেই সময় আচমকাই চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এরপরই মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় পরপর কয়েকবার উল্টে যায় ট্রাকটি। শেষ পর্যন্ত রাস্তার পাশে থাকা একটি গাছে ধাক্কা মেরে থেমে যায় সেটি। দুর্ঘটনার অভিঘাত এতটাই বেশি ছিল যে ট্রাকের ভিতরে থাকা সেনা জওয়ানরা গুরুতরভাবে আহত হন। প্রাথমিক খবর অনুযায়ী, অন্তত সাতজন জওয়ান এই ঘটনায় আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুর্ঘটনার পর দ্রুত উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন অন্যান্য সেনা জওয়ানরা। তাঁরাই আহতদের



উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। পরে আহতদের গোলকোন্ডা সেনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাঁদের চিকিসা চলছে। প্রশিক্ষণ শিবির থেকে ফেরার পথেই দুর্ঘটনা-প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, সেনার এক প্রশিক্ষক ওই ট্রাকটি চালাচ্ছিলেন। কিন্তু ঠিক কী কারণে তিনি গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারালেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। যান্ত্রিক ত্রুটি, চালকের অসতর্কতা, নাকি অন্য কোনও কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা নিয়ে এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু জানানো হয়নি। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার বিষয়ে আহত সেনা জওয়ানদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে প্রাথমিক তদন্তে অন্য কোনও গাড়ির সঙ্গে সেনার ট্রাকটির সংঘর্ষের প্রমাণ মেলেনি। চালক নিয়ন্ত্রণ হারানোর ফলেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত চলছে। এদিকে, আহত সাতজনের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বাকি জওয়ানদের শারীরিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য এখনও সামনে আসেনি। বিশেষ করে দুর্ঘটনার সময় ট্রাকের ভিতরে ঠিক কতজন ছিলেন এবং কী পরিস্থিতিতে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। কুলগামে জঙ্গি হামলার ঘটনায় উদ্বেগ-অন্যদিকে, তেলেঙ্গানার এই দুর্ঘটনার সঙ্গে কোনও নাশকতার যোগসূত্র পাওয়া যায়নি। প্রাথমিকভাবে এটি নিছক পথ দুর্ঘটনা বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে এরই মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে নিরাপত্তা বাহিনীর শিবিরে হামলার ঘটনায় নতুন করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। সম্প্রতি কুলগামে সিআরপিএফ ক্যাম্পে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে ' কাশ্মীর' নামে একটি জঙ্গি সংগঠনের বিরুদ্ধে। ওই হামলায় এক বাঙালি জওয়ান-সহ তিনজন নিরাপত্তাকর্মী আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর বিবৃতি জারি করে হামলার দায় স্বীকার করেছে সংশ্লিষ্ট জঙ্গি সংগঠনটি। শুধু দায় স্বীকার করাই নয়, বিবৃতিতে ভারতের বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধেও একাধিক রাজনৈতিক অভিযোগ তুলেছে সংগঠনটি। তাদের দাবি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) ছত্রছায়ায় দেশে ' রেজিম' পরিচালনা করা হচ্ছে। সেই অভিযোগকে সামনে রেখে আরএসএস এবং তথাকথিত ' রেজিম'-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হুঁশিয়ারিও দিয়েছে তারা। সব মিলিয়ে, একদিকে তেলেঙ্গানায় সেনার ট্রাক দুর্ঘটনায় সাত জওয়ানের আহত হওয়ার ঘটনা, অন্যদিকে কুলগামে জঙ্গি হামলার অভিযোগ-পরপর এই দুই ঘটনায় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সুরক্ষা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তবে দুই ঘটনার মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে, এমন কোনও তথ্য এখনও সামনে আসেনি। তেলেঙ্গানার দুর্ঘটনায় আহত জওয়ানদের শারীরিক অবস্থা এবং দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে সেনা বা প্রশাসনের তরফে বিস্তারিত বিবৃতির অপেক্ষায় রয়েছেন সকলে।

অপরাধমূলক কাজকর্মে যুক্ত থাকার অভিযোগে জয়নগরে গ্রেফতার দুই

দুরন্ত বার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর ঃ এলাকায় অপরাধমূলক কাজকর্মে যুক্ত থাকার অভিযোগে পৃথক এলাকা থেকে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল জয়নগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়নগর থানায় দায়ের হওয়া একটি অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার অভিযান চালায় পুলিশ। সেই অভিযানে মন্দিরবাজার থানার বংশীধরপুর এলাকা থেকে সইদুল গাজি (৩১)এবং জয়নগর থানার উত্তরপাড়া নিজ এলাকা থেকে লুফর লস্কর (৩১) নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর দু'জনকেই জয়নগর থানায় নিয়ে আসা হয়। শুক্রবার ধৃতদের বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে জয়নগর থানার পুলিশ। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

NAME CHANGE

I, Sarina Bibi(Old Name) W/O- Chalam Mistry(Old Name) resident of Vill.-Madhya Krishnapur, P.O. & P.S.-Usthi, Dist-South 24 Parganas, Pin-743375 WB have changed our name and shall henceforth be known as Sherina Bibi Mistry(New Name) W/o Md Salam Mistry(New Name), vide affidavit No 4 sworn before the Notary Public at Diamond Harbour, South 24 Parganas on 26.10.2026. Sarina Bibi(Old Name) W/O- Chalam Mistry(Old Name) and Sherina Bibi Mistry(New Name) W/o Md Salam Mistry(New Name) all are same and one identical person.

২১ নভেম্বর উদ্বোধনে আসছেন প্রধানমন্ত্রী

১-র পাতার পর-চিংড়িহাটার কাজ পরিদর্শনে যান। সেই সময় তিনি মন্তব্য করেছিলেন, ''আমাদের সরকারের এখনও এক মাসও হয়নি। তার আগেই রাজ্যের উন্নয়নের কাজ পুরোদমে শুরু করে দেওয়া হয়েছে। আজ রেলমন্ত্রী নিজে একাধিক কাজ করতে করতে কলকাতায় এসেছেন।'' পূর্ববর্তী প্রশাসনের দিকে আঙুল তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগের সরকারের আমলে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের একটা যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাব তৈরি করে রাখা হয়েছিল এবং সম্পর্ক খারাপ করা হয়েছিল, যার ফলে প্রধানমন্ত্রী উন্নয়নমূলক কাজ থেকে বাংলার মানুষ বঞ্চিত হচ্ছিলেন। কিন্তু এখন সেই অচলাবস্থা কাটিয়ে কেন্দ্রের সহযোগিতায় বাংলার পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

১২ বছরে ১৬ লক্ষ কোটি খরচ

১-র পাতার পর-জানান, আন্তর্জাতিক বাজারে যে ডি-অ্যামোনিয়াম ফসফেট বা ডিএপি-র এক একটি ব্যাগের দাম প্রায় পাঁচ হাজার টাকা, তা ভারতীয় কৃষকদের মাত্র এক হাজার ৩০০ টাকায় সরবরাহ করা হচ্ছে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাজারে তিন হাজার টাকা মূল্যের ইউরিয়ার এক একটি ব্যাগ কৃষকদের জন্য তিনশো টাকারও কম দামে দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''১৬ লক্ষ কোটি টাকা একটি খুব বড় অঙ্ক। বিশ্বের অনেক দেশের মোট বাজেটও এর তুলনায় কম।'' কৃষি খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং কৃষকদের আয় সুরক্ষিত করতেই এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে স্পষ্ট জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

লরি ও মিনিবাসের মুখোমুখি

১-র পাতার পর-''আমরা প্রাথমিক যে রিপোর্ট পেয়েছি, তাতে অন্তত ৭ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হয়েছে। তবে বাসটির ভেতরে আটকে থাকা মৃতদেহগুলি উদ্ধারের কাজ চলছে, তাই মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।'' তিনি আরও জানান, ''জঙ্গলের নিয়ম ভেঙে বাসটি অতিরিক্ত গতিতে চলার কারণেই চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং এই দুর্ঘটনা ঘটে। বর্তমানে ঘটনাস্থলে উদ্ধারকাজ চলছে।'' এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন, ''কাজিরাঙার এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত। এই বিশাল ক্ষতি আমাদের সবাইকে নাড়িয়ে দিয়েছে। যে পরিবারগুলি তাঁদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার সমবেদনা জানাই। এই শোকের সময়ে সমগ্র অসম তাঁদের পাশে রয়েছে।'' তিনি আরও জানান, আহতদের জন্য দ্রুত এবং সেরা চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করাই এখন তাঁদের প্রধান অগ্রাধিকার। মন্ত্রী অতুল বোরাকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে ত্রাণ ও উদ্ধারের সমস্ত ব্যবস্থা খতিয়ে দেখছেন।

পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস

১-র পাতার পর- নেত্রী তথা প্রাক্তন কাউন্সিলর দীপু দাস। মামলাটি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের বেঞ্চে ওঠে। সিঙ্গল বেঞ্চ কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ না দিয়ে উভয়পক্ষের কাছে হলফনামা চেয়েছিল। পরবর্তীতে সিঙ্গল বেঞ্চের সেই অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলাকারীরা কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন। বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি অর্জুন রায় মুখোপাধ্যায়ের অবকাশকালীন ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, কলকাতা পুরসভার নতুন করে ওয়ার্ড বিন্যাস মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পুরসভার নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারবে না রাজ্য নির্বাচন কমিশন। ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, যেহেতু এখন ভ্যাকেশন বেঞ্চ চলছে, তাই এখনই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।

বাংলায় ন্যূনতম দৈনিক মজুরি ৪০০ টাকা করার

১-র পাতার পর-আবাস যোজনার দ্বিতীয় কিস্তির টাকা প্রদান করা হয়, যেখানে প্রাপক পিছু ৬০ হাজার টাকা করে মোট ৪ হাজার ২০১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ১৭ লক্ষ ২০ হাজার উপভোক্তার জন্য মোট ১০ হাজার ৩২৩ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে এবং অনুষ্ঠানে প্রতীকী হিসেবে ১৮০ জনের হাতে চেক তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিগত সরকারের 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের নাম বদলে 'পশ্চিমবঙ্গ আবাস' করা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের অপপ্রচারের জবাব দিয়ে বলেন যে, বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাকি টাকা পাওয়া যাবে না বলে ভয় দেখানো হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রাপ্য টাকা পৌঁছে দিয়েছে। পাশাপাশি আবাস যোজনার প্রাপকরা যদি 'প্রধানমন্ত্রী' সূর্য ঘর যোজনা'য় যুক্ত হতে চান, তবে তাঁদের অবশিষ্ট বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু ছা। দেওয়া যায় কি না, তা খতিয়ে দেখার জন্যও সংশ্লিষ্ট মহলকে অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

পুলিশ মিত্র অ্যাপের উদ্বোধন

১-র পাতার পর-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং বিপিআরএন্ডডি-র কাছে সমস্ত তথ্যের স্বচ্ছতা থাকে। এক বছর পর যাতে এর ভালো ফল পাওয়া যায়, তার জন্য পুরো প্রক্রিয়াটি আরও সুন্দর করে গুছিয়ে করার কথা বলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দিক নির্দেশের প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিগত দিনে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের যে দূরত্ব ছিল, এখন তা ঘুচে গেছে। বর্ডার এলাকার ১১টি জেলায় বিএসএফ এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যৌথ কো-অর্ডিনেশন মিটিং করে অত্যন্ত সফল ও সন্তোষজনকভাবে কাজ করছে রাজ্য সরকার। এমনকি নতুন ও বর্তমানে রয়েছে এমন পুলিশ অফিসারদের প্রশিক্ষণের জন্য গুজরাটের রক্ষা ইউনিভার্সিটির সঙ্গেও মৌ স্বাক্ষর করা হয়েছে। দিল্লি থেকে আসা অলোক মিত্তলের দলের কাজের প্রশংসার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে এই চুক্তি রূপায়ণের সময়সীমা নিয়ে একটি অনুরোধ জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, অন্য রাজ্যগুলি অনেক এগিয়ে থাকলেও তাঁরা ৯ মে দায়িত্ব গ্রহণ করায় এই রাজ্যে কাজের প্রক্রিয়াটি কিছুটা পরে শুরু হয়েছে। তাই এই চুক্তি রূপায়ণের জন্য পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তিন মাসের সময়সীমা বাড়ানোর অনুরোধ করেছেন তিনি, যাতে সঠিক ফলাফল পাওয়া সম্ভব হয়।

'বিনামূল্যে বিদ্যুৎ নিতে না চাইলে ভোটও ফেরত দিন!' প্রশান্ত কিশোর

পাটনা, ১৩ নভেম্বর ঃ বিহারে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ প্রকল্প ঘিরে নতুন করে শুরু রাজনৈতিক সংঘাত। পরিবার পিছু ১২৫ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণে প্রকল্প চালু হলেও এবার তার আর্থিক বোঝা কমাতে সাধারণ মানুষের একাংশের কাছে বিশেষ আর্জি জানালেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী। তাঁর আবেদন, রাজ্যের যে সমস্ত পরিবার আর্থিকভাবে সচ্ছল এবং বিদ্যুতের বিল মেটানোর ক্ষমতা রাখে, তারা যেন স্বেচ্ছায় বিনামূল্যে বিদ্যুৎ প্রকল্পের সুবিধা ছেড়ে দেয়। আর মুখ্যমন্ত্রীর এই আবেদনের পরই পালটা আক্রমণ শানালেন জন সুরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর। তাঁর কটাক্ষ, বিনামূল্যে বিদ্যু যদি জনগণ ফিরিয়ে দিতে পারে, তাহলে বিজেপি ও এনডিএ-ও জনগণের ভোট ফিরিয়ে দিক! মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই বিহারের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে বিতর্ক। একদিকে সরকারের দাবি, সচ্ছল পরিবারগুলি ভর্তুকি ছেড়ে দিলে সেই অর্থ দরিদ্র মানুষের উন্নয়ন এবং রাজ্যের অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। অন্যদিকে, বিরোধীদের প্রশ্ন, নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসার পর এখন কেন সাধারণ মানুষের কাছেই সেই সুবিধা ছেড়ে দেওয়ার আবেদন জানাতে হচ্ছে সরকারকে? সম্প্রতি বিহারবাসীর উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী বলেন, রাজ্যের ধনী ও আর্থিকভাবে স্বচ্ছল পরিবারগুলির কাছে তাঁর বিশেষ আবেদন, তাঁরা যেন ১২৫ ইউনিট বিনামূল্যে বিদ্যুতের সুবিধা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেন। তাঁর মতে, যাঁদের বিদ্যুতের বিল দেওয়ার সামর্থ্য রয়েছে, তাঁদের এই ভর্তুকির প্রয়োজন নেই। বরং সেই সুবিধা ছেড়ে দিলে দরিদ্র ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলির জন্য সরকারের আরও বেশি অর্থ বরাদ্দ করা সম্ভব হবে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বিহারের একটি পরিবার বছরে গড়ে প্রায় ১০ হাজার টাকার বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সুবিধা পেয়ে থাকে। ফলে যাঁরা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল, তাঁরা এই সুবিধা ছেড়ে দিলে সরকারি কোষাগারের উপর চাপ কমবে। এই উদ্দেশ্যে আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে বিশেষ কর্মসূচি শুরু করার পরিকল্পনা নিয়েছে বিহারের বিদ্যুৎ বিভাগ। গ্রাহকদের মোবাইলে এসএমএস পাঠিয়ে প্রকল্পের সুবিধা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেওয়ার আবেদন জানানো হবে। সেই বার্তার সঙ্গে একটি লিঙ্কও থাকবে। ওই লিঙ্কে ক্লিক করে বিদ্যুৎ বিভাগের ওয়েবসাইটে গিয়ে গ্রাহকরা নিজেদের নাম বিনামূল্যে বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে প্রত্যাহার করতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই আবেদনের পরই সরব হয়েছেন জন সুরাজ পার্টির প্রধান প্রশান্ত কিশোর। তাঁর বক্তব্য, নির্বাচনের আগে বিনামূল্যে বিদ্যুতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের ভোট নেওয়া হয়েছে। এখন সেই সুবিধা ছেড়ে দেওয়ার আবেদন জানানো হচ্ছে কেন? প্রশান্ত কিশোরের কটাক্ষ, সাধারণ মানুষ যদি সরকারের কাছ থেকে পাওয়া ১২৫ ইউনিট বিনামূল্যে বিদ্যুৎ ফিরিয়ে দিতে পারেন, তাহলে বিজেপি এবং এনডিএ-রও উচিত জনগণের কাছ থেকে পাওয়া ভোট ফিরিয়ে দেওয়া। তাঁর এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিহারের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এবং সরকার গঠনের পর সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের আর্থিক দায়-দুই বিষয়কেই সামনে এনে রাজ্য সরকারকে নিশানা করেছেন তিনি। বিনামূল্যে বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু রাখতে গিয়ে রাজ্য সরকারের খরচ ক্রমশ বাড়ছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এই প্রকল্পে সরকারের প্রতি মাসে প্রায় ২৩ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। গ্রাহকের সংখ্যা যত বাড়বে, ভবিষ্যতে খরচের পরিমাণও তত বাড়তে পারে। এদিকে বিহারে প্রায় ৯০ লক্ষ গ্রাহক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করেন। তাঁদের জন্য বিদ্যুতের খরচ কমানো সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

Mathew Easow Research Securities Ltd.

Regd. Off.: 128, Rashbehari Avenue, Rajkamal Building, 1st Floor, Kolkata - 700 029 **Email :** mers.ltd@gmail.com , **Website :** www.mersl.co.in
CIN - L74910WB1994PLC064483

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2026

(₹. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
		30.09.2026 (Unaudited)	30.06.2026 (Unaudited)	30.09.2025 (Unaudited)	30.09.2026 (Unaudited)	30.09.2025 (Unaudited)	31.03.2026 (Audited)
1	Total Income from operations	81.59	78.61	83.05	160.20	154.99	284.83
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and /or extraordinary items)	2.45	3.12	3.23	5.57	6.35	10.88
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and /or extraordinary items)	2.45	3.12	3.23	5.57	6.35	10.88
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and /or extraordinary items)	1.90	2.32	2.41	4.22	4.73	8.17
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	1.90	2.32	2.41	4.22	4.73	8.17
6	Equity Share Capital	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	-	-	760.99
8	Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuning and discontinuning operations)						
	Basic (₹)	0.03	0.03	0.04	0.06	0.07	0.12
	Diluted (₹)	0.03	0.03	0.04	0.06	0.07	0.12

Notes:
1. The above financial results which have been prepared in accordance with (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (IND AS) prescribed under section 133 of the Companies Act , 2013 and Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular dated July 5, 2016, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on November, 13, 2026. It has been subjected to limited review by the statutory auditor of the company.
2. The Company is primarily engaged in NBFC activities.In terms of Ind AS 108 - 'Operating Segments', the company has one business segment i.e. Financing Activities and related products and all other activities revolve around the said business.
3. The financial results are available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and the Company's website at www.mersl.co.in.
4. Previous periods' figures have been regrouped/rearranged wherever necessary.

For Mathew Easow Research Securities Limited
Sd/-
Beda Nand Choudhary
Whole Time Director
(DIN - 00080175)

Place : Kolkata
Dated : 13.11.2026

SCINTILLA COMMERCIAL & CREDIT LIMITED

CIN : L65191WB1990PLC048276
Regd. Off: "Mercantile Building",Block-E,2nd Floor, 9/12, Lalbazar Street,Kolkata-700001
Corp. Off: "Jajodia Tower", 3, Bentinck Street, Room No. D-8, 4th Floor, Kolkata - 700001
E-MAIL: info@scintilla.co.in, **WEBSITE:**www.scintilla.co.in

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF-YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2026

(₹. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended			Half year Ended		Year Ended
		30.09.2026 Unaudited	30.06.2026 Unaudited	30.09.2025 Unaudited	30.09.2026 Unaudited	30.09.2025 Unaudited	31.03.2026 Unaudited
1	Total Income from Operations	13.45	15.97	25.18	29.42	42.36	64.97
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	6.95	5.42	19.32	12.37	24.27	-16.95
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	6.95	5.42	19.32	12.37	24.27	-16.95
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	8.05	4.03	14.46	12.08	18.16	-18.81
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	8.05	4.03	14.46	12.08	27.75	-7.53
6	Equity Share Capital	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	0.08	0.04	0.14	0.12	0.18	-0.19

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Standalone Financial Results for the Quarter & Half Year ended 30th September, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the 2nd Quarter and half year ended Un-audited Standalone Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com & www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.scintilla.co.in.
2 The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 13th November, 2026

For and on behalf of the Board
For Scintilla Commercial & Credit Ltd
Sd/- (Jitendra Kumar Goyal)
Managing Director
DIN: 00468744

Place : Kolkata
Dated : 13.11.2026

DECILLION FINANCE LIMITED

Regd. Off: "Jajodia Tower", 3, Bentinck Street,Room No.D-8,4th Floor, Kolkata-700001,
CIN : L65999WB1995PLC067887 E-MAIL:info@decillion.co.in WEBSITE:www.decillion.co.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2026

(₹. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
		30.09.2026 Unaudited	30.06.2026 Unaudited	30.09.2025 Unaudited	30.09.2026 Unaudited	30.09.2025 Unaudited	31.03.2026 Audited
1	Total Income from Operations	35.32	23.00	31.49	58.32	58.78	104.81
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	30.41	10.36	27.21	40.77	42.61	-3.05
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	30.41	10.36	27.21	40.77	42.61	-3.05
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	22.76	7.75	21.14	30.51	32.39	-3.33
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	22.76	7.75	21.60	30.51	35.88	0.16
6	Equity Share Capital	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
7	"Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	0.65	0.22	0.60	0.87	0.93	-0.10

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of the Un-Audited Financial Results for the Quarter and Half year ended 30th September, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the 2nd Quarter and half year ended Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com & www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.decillion.co.in.
2 The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 13th November, 2026.

For and on behalf of the Board
For Decillion Finance Limited
Sd/-
(Jitendra Kumar Goyal)
Managing Director
DIN: 00468744

Place : Kolkata
Dated : 13.11.2026

আরডিবি রাসায়ন্স লিমিটেড
CIN-L36999WB1995PLC074860
রেজিঃ অফিসঃ বিকানের বিল্ডিং, ৮১, লাল বাজার স্ট্রিট,
আর.নং- ০৯ কলকাতা-৭০০০০১,
ফোন নম্বর (০৩৩) ৪৪৫০০৫০০, ফ্যাক্স নম্বর ৯১-৩৩-২২৪২ ০৫৮৮
ই-মেইলঃinfo@rdbindia.com, ওয়েবসাইটঃ www.rdbgroup.in

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

লক্ষ টাকায়

ক্রম নং	বিবরণ	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক	অর্ধ-বছর সমাপ্ত৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	অর্ধ-বছরসমাপ্ত সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৫	৩১ মার্চ ২০২৬-এ সমাপ্তবছর
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	পরিচালন থেকে মোট আয়(নিট)	৩,৫৯৫.৬৬	৪,১০৮.৭০	৭,৪৭৪.৭৮	৭,৪৬৫.৭২	১৪,৩১৮.৮৩
২.	নিট মুনাফা (বা ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবংঅথবা অসাধারণ আইটেম-পূর্ববর্তী)	৯২০.০১	১,৪৮৪.৪৮	২,৪৭০.৯৯	২,৬২৮.৮৯	৪,৫৭০.৮৭
৩.	কর-পূর্ব নিট মুনাফা (বা লোকসান) (ব্যতিক্রমী এবংঅথবা অসাধারণ বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করার পর)	৯২০.০১	১৪৮৪.৪৮	২৪৭০.৯৯	২৬২৮.৮৯

পূর্বস্থলীর দামোদর পাড়ার অনাথ ও বৃদ্ধাশ্রমে প্রাণিসম্পদ বিকাশ সপ্তাহ উদ্‌যাপন

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৩ নভেম্বর ঃ প্রাণিসম্পদ দপ্তরের উদ্যোগে পূর্বস্থলী ১ ব্লকের বকপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দামোদর পাড়া অনাথ ও বৃদ্ধাশ্রমে উদ্‌যাপিত হলো প্রাণিসম্পদ বিকাশ সপ্তাহ। এই উপলক্ষ্যে আশ্রম



প্রাঙ্গণে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী দক্ষিণের বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার, ব্লক প্রাণিসম্পদ আধিকারিক গুরুপদ মান্ডি-সহ প্রাণিসম্পদ দপ্তরের আধিকারিক ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল গাভী প্রদর্শনী। এলাকার বিভিন্ন গবাদি পশুপালক তাঁদের গাভী নিয়ে এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। গাভীগুলির বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে সেরাদের বেছে নেওয়া হয় এবং তাঁদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে উৎসাহিত করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রাণিসম্পদ পালন ও বিকাশের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। কীভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবাদি পশু পালন করা যায়, পশুর সঠিক পরিচর্যা, উন্নত প্রজাতির গবাদি পশু প্রতিপালন এবং পশুপালনের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করা সম্ভব, সেই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন উপস্থিত আধিকারিকরা। প্রাণিসম্পদ বিকাশ সপ্তাহ পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো পশুপালকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, আধুনিক পশুপালন পদ্ধতির প্রসার এবং প্রাণিসম্পদকে কেন্দ্র করে স্বনির্ভরতার পথ আরও সুগম করা। এদিনের উদ্যোগে এলাকার পশুপালকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

আবাস যোজনার দ্বিতীয় কিস্তিতে পূর্ব বর্ধমানে ১০৬ কোটি টাকা, উপকৃত ১৭,৭৩১ পরিবার

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৩ নভেম্বর ঃ আবাস যোজনার দ্বিতীয় কিস্তির আর্থিক সহায়তা পৌঁছে গেল উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। শুক্রবার রাজ্যজুড়ে প্রায় সাত লক্ষ উপভোক্তাকে দ্বিতীয় পর্যায়ের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলার ১৭ হাজার ৭৩১টি পরিবার উপকৃত হয়েছে। তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় ১০৬ কোটি টাকা। এদিন নবান্ন সভাঘরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে রাজ্যস্তরের আর্থিক সহায়তা প্রদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রকল্পে প্রত্যেক উপভোক্তাকে দ্বিতীয় কিস্তিতে ৬০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসকের কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র ও জেলাশাসক। সেখানে প্রতীকীভাবে ৫০ জন উপভোক্তার হাতে চেক তুলে দেওয়া হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনায় রাজ্যে মোট উপভোক্তার সংখ্যা ১৭ লক্ষেরও বেশি। প্রথম পর্যায়ে ১০ লক্ষ ২০ হাজার উপভোক্তাকে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে যাচাইয়ের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর শুক্রবার বাকি সাত লক্ষ উপভোক্তাকেও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। চেক হাতে পেয়ে খুশি ময়না রাজমল্ল ও দেবাশিস দাস। তাঁদের কথায়, মাটির বাড়িতে বসবাস করতাম। তাই আবাস যোজনায় আবেদন করেছিলাম। প্রথম কিস্তির মতো দ্বিতীয় কিস্তির টাকাও সময়মতো পেয়েছি। এবার বাড়ির নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করতে পারব। এ দিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগের সরকার বলেছিল, নতুন সরকার এলে আপনারা টাকা পাবেন না। আমরা সেই ধারণা ভুল প্রমাণ করেছি। রাজনৈতিক পরিচয় কিংবা ধর্মের ভিত্তিতে আমরা উন্নয়ন করি না। পাশাপাশি, ভুয়ো উপভোক্তাদের বিষয়েও কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর হুঁশিয়ারি, প্রয়োজন হলে ভুয়ো উপভোক্তাদের সুপারিশকারীদের চিহ্নিত করতে সিআইডির মাধ্যমে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হবে।

কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হওয়ার পর, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রীদের সময়মতো স্থানান্তর ও সহায়তা প্রদান করেছে

মালিগাঁও, ১৩ নভেম্বর ঃ ডিগারু রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং. ১৩১২৫ কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হওয়ার পর, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের দ্রুত পদক্ষেপের ফলে যাত্রীদের সময়মতো উদ্ধার করা এবং নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। দ্রুত সাড়া প্রদান ও কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ট্রেনটির সকল যাত্রীকে তাদের গন্তব্যের দিকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি রিলিফ স্পেশাল ট্রেন-এর ব্যবস্থা করেছে। ঘটনার মাত্র চার ঘণ্টার মধ্যেই আটকে পড়া সকল যাত্রীকে একটি রিলিফ স্পেশাল ট্রেনে স্থানান্তর করা হয়, যা ১১.৩০ ঘন্টায় ডিগারু থেকে সাইরাং-এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ঘটনাস্থলে যাত্রীদের তাৎক্ষণিক চাহিদা পূরণ করার জন্য প্রায় ১,২০০ বোতল খাবার জল, সেই সঙ্গে চা ও বিস্কুটের ব্যবস্থা করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত যাত্রীদের মধ্যে বিতরণের জন্য নাস্তার প্রায় ১,২০০টি প্যাকেটের ব্যবস্থা করা হয়। আইআরসিটিসি দ্বারা ঘটনাস্থলে প্রায় ১,৮০০টি দুপুরের খাবারের প্যাকেট এবং খাবার জলের প্যাকেটের অতিরিক্ত ব্যবস্থা করা হয়। রিলিফ স্পেশাল ট্রেনে ভ্রমণকারী যাত্রীদের খাবার জল, নাস্তা, দুপুরের খাবার এবং রাতের খাবারও সরবরাহ করা হয়। কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং. ১৪৬২০-এর আটকে পড়া যাত্রীদের মধ্যে খাবার ও খাবার জল বিতরণ করা হয়। যাত্রীদের ব্যাপক সহায়তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পাঁচটি ডিভিশনেই হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়ে, পাশাপাশি, 'রিলিফ স্পেশাল' ট্রেনে আসা যাত্রীদের জন্য লামডিং স্টেশনে একটি বিশেষ চিকিৎসা সহায়তা বুথ স্থাপন করা হয়। ত্রাণ কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে, রেলওয়ের আধিকারিক ও কর্মীরা এই পরিষেবাগুলির সমন্বয় এবং যাত্রীদের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত ছিলেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনের যাত্রীরা সময়মতো ত্রাণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে রেল কর্তৃপক্ষের নেওয়া দ্রুত পদক্ষেপের প্রশংসা করেন। ট্রেন নং. ১৩১২৫-এর যাত্রীদের কাছ থেকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের সহায়তা সম্পর্কে প্রাপ্ত ইতিবাচক প্রতিক্রিয়াটি, এই ধরনের জটিল পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে সমন্বিত ও দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের গুরুত্বকে তুলে ধরে। উল্লেখ্য যে, ১১ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে আনুমানিক ৬.৫৪ ঘন্টায় এই ঘটনাটি ঘটে, যখন ট্রেন নং.১৩১২৫ কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেস ট্রেনটি অন্য একটি ট্রেনকে রাস্তা দেওয়ার জন্য লুপ লাইনে প্রবেশ করছিল, ঠিক তখনই ট্রেনটির ইঞ্জিন ও পাঁচটি কোচ লাইনচ্যুত হয়ে যায়। ২২টি কোচযুক্ত ট্রেনটিতে প্রায় ৭৮২ জন যাত্রী ছিলেন, যার মধ্যে প্রায় ২১৬ জন যাত্রী ক্ষতিগ্রস্ত কোচগুলিতে ছিলেন।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ বিএমএফ-০৩-১০-মেশিনিং-৪২৫, তারিখ ঃ ১২.১১.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, বগি ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাকটরি, পূর্ব রেলওয়ে, ৮৮/১, অধর দাস রোড, বজবজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১৩৭ কর্তৃক **টেন্ডার নংঃ বিএমএফ-০৩-১০-মেশিনিং-৪২৫**-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতারা তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** সংস্থার তরফে ৫-অ্যাক্সিস যন্ত্র ব্যবহার করে এলএইচবি বগি ফ্রেম-এর মেশিনিং এবং কাজের সুযোগ অনুসারে আইসিএফ/চেন্নাই-তে তা ডেলিভারি করার কাজ। **দরপ্রস্তাব প্রদানের পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ২,৭৯,১৬,১২৫.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৫,৫৮,৩০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৪ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ১২০ দিন। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ও সময় ঃ** ১২.১১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ২০.১১.২০২৬। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.১২.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩ টেয়। যে ওয়েবসাইটে বিশদ পাওয়া যাবে ঃ **www. ireps.gov.in**

MISC-270/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Government of West Bengal

WBSRDA, BANKURA DIVISION

ABRIDGED TENDER NOTICE

Sealed percentage rate tender are invited by Executive Engineer, WBSRDA, Bankura Division, Rural Road Registry for PMGSY roads under Bankura Division under e-NIQ No.-101/WBSRDA/BANK/R.R.REGISTRATION OF 2026-2027 (1st Call) For details visit https://www.tenders.wb.gov.in.

Sd/-
E.E. WBSRDA,
Bankura Div.

Memo No-319/(3)/ADV/DICO/BNK
Dt.- 13.11.2026

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work:

Name of Work: 1 "Temporary IT Infrastructural Work of CCTV Surveillance System at the Meeting Hall, Purulia Circuit House & Helipad Ground Purulia, in Connection with the Ensuing Administrative Meeting on and from 19.11.2026 onwards."
2." Temporary IT Infrastructural Work of Video Conferencing System, Display and allied IT work at the Meeting Hall, Purulia Circuit House, Purulia, in Connection with the Ensuing Administrative Meeting on and from 19.11.2026 onwards."
3." Temporary IT Infrastructural Work of Sound System at the Meeting Hall, Purulia Circuit House, Purulia, in Connection with the Ensuing Administrative Meeting on and from 19.11.2026 onwards."

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No:WBPWD/EE/BIT/NIQ-136,137 & 138 of 2026-27 Last date of submission of Quotation: **17.11.2026 up to 10:00 AM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**

Sd/-
EE,
Bidhannagar IT Division, PWD

PASCHIM BARDHAMAN ZILLA PARISHAD
Asansol

Corrigendum Notice

Notice e-NIT No.18 of 2026-2027 Memo No.3650/e-NIT/PSBZP/ dated 13.11.2026 Please visit to office of the Paschim Bardhaman Zilla Parishad for details. Intending contractors may also contact Engineering dept. of this office and office notice board.

Sd/-
District Engineer
Paschim Bardhaman Zilla Parishad

PASCHIM BARDHAMAN ZILLA PARISHAD
Asansol

Corrigendum Notice

Notice e-NIT No.17 of 2026-2027 Memo No.3649/e-NIT/PSBZP/ dated 13.11.2026. Please visit to office of the Paschim Bardhaman Zilla Parishad for details. Intending contractors may also contact Engineering dept. of this office and office notice board.

Sd/-
District Engineer
Paschim Bardhaman Zilla Parishad

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলগন ১) রুমা উপাধ্যায়, স্বামী- সোমনাথ উপাধ্যায়, ২) মনোজিৎ পোড়েল, পিতা- সঞ্জিত পোড়েল, ২০২৬ সালে A.D.S.R. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১২৪৪, ৪০৯৬নং দলিল দ্বারা চেনমারফৎ ০৬৫২/২০২৪নং (A.D.S.R. ডোমজুড়) আমমোক্তার (সজল দাশ ওরফে সজল কুমার দাশ) দলিল দ্বারা মৌজা- দক্ষিণ ঝাঁপড়দহ (১৫), হাল-৪৩৫৬নং খতিয়ানে, সাবেক- ২৩৮৬নং, হাল-২৪০৭নং দাগে মোট ২.৪৭৫+৩.৩০– ৫.৭৭৫ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.&L.R.O., অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুমিত কুমার চক্রবর্তী, অ্যাডভোকেট

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল দেবাশীষ ধোঁক, পিতা-অর্জুন ধোঁক, ২০২৬ সালে A.D.S.R. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪০৮১নং দলিল দ্বারা চেনমারফৎ ১৬২৮/২০২৫নং (A.D.S.R. ডোমজুড়) আমমোক্তার (অজিত কুমার জয়সোয়াল) দলিল দ্বারা মৌজা- ডোমজুড় (৩৩), সাবেক- ৩১৩৩, ২১৫৪নং, হাল- ৮৭০৬, ৮৭০৭নং খতিয়ানে, সাবেক -১২১১নং, হাল-৯৯২নং দাগে ২.৪৮ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.&L.R.O., অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুমিত কুমার চক্রবর্তী, অ্যাডভোকেট

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল জগন্নাথ দত্ত, পিতা- সমতুল দত্ত, ২০২৬ সালে A.D.S.R. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২৩৬৪নং দলিল দ্বারা চেনমারফৎ ৫৮৯৬/২০২১নং (A.D.S.R. ডোমজুড়) আমমোক্তার (উজ্জ্বল বৈদ্যনাথ দত্ত) দলিল দ্বারা মৌজা- ভাঙারদহ (৩২), হাল- ১২৩৭নং খতিয়ানে, সাবেক -৬১৬, ৬১৮, ৬২২, ১১৬৫নং, হাল-৬৫২, ৬৫৪, ৬৫৮, ১২২৬নং দাগে মোট ১০.৮৪ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.&L.R.O., অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুমিত কুমার চক্রবর্তী, অ্যাডভোকেট

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সুষমা হালদার, স্বামী -মাধব হালদার, ২০২৬ সালে A.D.S.R. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ০৩২৯নং দলিল দ্বারা চেনমারফৎ ৩৮৪৮/২০২৩নং (A.D.S.R. ডোমজুড়) আমমোক্তার (অলকা পান) দলিল দ্বারা মৌজা-নারনা (৪০), হাল- ১৪৪৮নং খতিয়ানে, সাবেক ও হাল-৪২৯০নং দাগে ১৫ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.&L.R.O., অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুমিত কুমার চক্রবর্তী
অ্যাডভোকেট

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্যাম সুন্দর বেলেল, পিতা- প্রহ্লাদ চন্দ্র বেলেল, ২০২৩ সালে A.D.S.R. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৯৬৫নং দলিল দ্বারা চেনমারফৎ ৩৯৬৪/২০২৩ এবং ১৬১৫/২০২১নং (A.D.S.R. ডোমজুড়) আমমোক্তার (সঞ্জয় ঘোষ এবং পার্থ দত্ত) দলিল দ্বারা মৌজা- ডোমজুড় (৩৩), হাল- ৪২৯৯নং খতিয়ানে, সাবেক- ৩৯৩০নং, হাল-৩৯৮২ দাগে ১.১০ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.&L.R.O., অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুমিত কুমার চক্রবর্তী, অ্যাডভোকেট

জগদ্ধাত্রী পূজার সময় রানাঘাট ও কৃষ্ণনগর সিটির মধ্যে এক জোড়া ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন

কৃষ্ণনগর সিটি জংশন এলাকায় জগদ্ধাত্রী পূজার সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, **১৭/১৮.১১.২০২৬ ও ১৮/১৯.১১.২০২৬** তারিখের মধ্যবর্তী রাত্রিগুলিতে **রানাঘাট জং. ও কৃষ্ণনগর সিটি জং. স্টেশনের** মধ্যে এক জোড়া স্পেশাল ইএমইউ ট্রেন তথা **০৩১৭৩/০৩১৭৪ রানাঘাট - কৃষ্ণনগর সিটি - রানাঘাট ইএমইউ স্পেশাল** নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুযায়ী চলবেঃ

০৩১৭৩ আপ রানাঘাট - কৃষ্ণনগর সিটি ইএমইউ স্পেশাল	স্টেশন	০৩১৭৪ ডাউন কৃষ্ণনগর সিটি - রানাঘাট ইএমইউ স্পেশাল
২৩.৪৫	↓ রানাঘাট	০১.০৫
২৩.৫১	কালিনারায়ণপুর	০০.৫১
২৩.৫৫	বীরনগর	০০.৪৭
২৩.৫৮	তাহেরপুর	০০.৪৪
০০.০৩	বাদকুল্লা	০০.৩৯
০০.০৮	জালালখালি হল্ট	০০.৩৪
০০.১৭	কৃষ্ণনগর সিটি ↑	০০.৩০

এই ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে ফ্ল্যাগ ও হল্ট সহ সকল স্টেশনে থামবে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজি. অফিসঃ ৯ ফিয়ার্স চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন নং.ঃ (০৩৩) ২২৬৫ ২২৭৪, ফ্যাক্স নং.ঃ (০৩৩) ২২৪৯ ৩৬৭৫
ইমেলঃ corp@duroply.com, ওয়েবসাইটঃ www.duroply.in
সিআইএনঃ এল২০২১১১ডব্লুবি১৯৫৭পিএলসি০২৩৪৯৩

70 Years of Excellence

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির সারাংশ

(টাকা লক্ষে)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			অর্ধবার্ষিক সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি
		৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৬.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	অপারেশন থেকে মোট আয় (নেট)	১২২২৫.২১	১০০০৪.১৩	১০৪৭৮.৯৩	২২২২৯.৩৪	১৯৮৫৫.৪৭	৪০৪০২.৩১
২	কর-পূর্ব নিট মুনাফা/(ক্ষতি)	৪৮৫.৭৯	১০৪.০৫	২৬৬.৮১	৫৮৯.৮৪	৪৫৫.৩১	৬৯৫.৮৩
৩.	কর-পরবর্তী নিট মুনাফা/(ক্ষতি)	৪৩৭.৫৩	৬০.৮০	২৪০.৮২	৪৯৮.৩৩	৩৯৫.৬৭	২৯৩.৭৪
৪.	সময়কালের জন্য মোট সমন্বিত আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য সমন্বিত আয় (কর-পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত]	৪২৪.০৩	৪৭.৩০	২৩০.৭৩	৪৭১.৩৩	৩৭৫.৪৭	৪০২.১৯
৫.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা)	১০৮৫.১১	১০৮৫.১১	১০৮৫.১১	১০৮৫.১১	১০৮৫.১১	১০৮৫.১১
৬.	অন্যান্য ইক্যুইটি						১৪১৪১.৬৬
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য) (বার্ষিক নয়) [টাকায়]						
	মিশ্র	৪.০৩	০.৫৬	২.৪৩	৪.৫৯	৪.০০	২.৮৩
	মৌলিক	৪.০৩	০.৫৬	২.৪৩	৪.৫৯	৪.০০	২.৮৩

মন্তব্যঃ

১. উপরোক্ত তথ্যটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাসটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট **www.duroply.in**-এ পাওয়া যাবে।

২. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ১৩ই নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্ষদ সভায় পরিচালনা পর্ষদ (বোর্ড অফ ডিরেক্টরস) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা (স্ট্যাটিউটরি অডিটরস) ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক সময়ের ফলাফলগুলির একটি সীমিত পর্যালোচনা (লিমিটেড রিভিউ) সম্পন্ন করেছেন।

৩. এই আর্থিক ফলাফলগুলি ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ৩৪ - অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক প্রতিবেদন-এ উল্লিখিত স্বীকৃতি ও পরিমাপের নীতি অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১৩৩ নম্বর ধারা এবং কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) বিধি, ২০১৫ (সময়ে সময়ে সংশোধিত)-এর অধীনে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। এছাড়াও, ভারতে সাধারণভাবে গৃহীত অন্যান্য হিসাবরক্ষণ নীতিও এক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়েছে।

৪. যেহেতু ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক সময়ের জন্য কোম্পানিটির মাত্র একটিই প্রতিবেদনযোগ্য বিভাগ রয়েছে, তাই Ind AS ১০৮-এর অধীনে পরিচালন বিভাগ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

৫. পূর্ববর্তী সময়কালের পরিসংখ্যানগুলি প্রয়োজনের খাতিরে পুনর্বিন্যাস বা পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৩ই নভেম্বর, ২০২৬

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
অখিলেশ চিতলাঙ্গিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও
ডিআইএনঃ ০৬১২০৪৭৪

INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED

(Erstwhile Known as KKR India Financial Services Limited)

InCred finance

আঞ্চলিক কার্যালয়ের ঠিকানাঃ ইনক্রেড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড, আইআইএসসিও হাউস, ৫০ চৌরঙ্গী রোড, দ্বিতীয় তল, এ ব্লক, সাহারা সদনের নিকটে, কলকাতা - ৭০০০৭১। অনুমোদিত কর্মকর্তা - গোপাল সামন্ত যোগাযোগের বিবরণঃ +৯১ ৯৮৩০৬৪২৫৫৮, ইমেইলঃ gopal.samanta@incred.com

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি বাতিল / প্রত্যাহার

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, 'ইনক্রেড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড' - এর অনুমোদিত কর্মকর্তার পক্ষ থেকে ১৭.১০.২০২৬ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত 'ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি-১' - যা ১৫.১০.২০২৬ তারিখে জারি করা হয়েছিল এবং ১৮.১১.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল - তা প্রযুক্তিগত কারণে প্রত্যাহার ও বাতিল করা হলো। এই বিজ্ঞপ্তির আওতায় ১) কৌস্তভ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২) শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩) কালী চরণ এবং ৪) সুভাশিষ গঙ্গোপাধ্যায়-এর মালিকানাধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল (ঋণ হিসাব নম্বরঃ LXMUM20219-200575286)। উক্ত নিলামের জন্য সংরক্ষিত মূল্য ছিল ৩৪,৮৭,৫০০ /- টাকা (চৌত্রিশ লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র) এবং জামানত বা আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) ছিল ৩,৪৮,৭৫০- টাকা (তিন লক্ষ আটচল্লিশ হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)। এই প্রত্যাহারের ফলে 'সারফেসি (SARFAESI) আইন, ২০০২'- এর অধীনে নতুন করে বিক্রয় প্রক্রিয়া শুরু করার ক্ষেত্রে 'ইনক্রেড' অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকছে।

বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণঃ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট, যার মেঝে মার্বেল পাথরে বাঁধানো। এটি উক্ত ভবনের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত ৫ নম্বর ফ্ল্যাট, যার সুপার বিল্ট-আপ আয়তন প্রায় ৭৭৫ বর্গফুট। ফ্ল্যাটটিতে রয়েছে দুটি শোবার ঘর, একটি ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং কক্ষ, একটি রান্নাঘর, একটি শৌচাগার (টয়লেট), একটি আলাদা শৌচাগার (ডব্লিউ.সি.) এবং একটি বারান্দা ফ্ল্যাটটি দক্ষিণমুখী। এর সাথে রয়েছে উক্ত জমিতে অবিভক্ত ও অবিভাজ্য আনুপাতিক মালিকানা স্বত্ব এবং ভবনের সাধারণ ব্যবহার্য স্থান ও সুবিধাসমূহে অবিভক্ত অংশীদারিত্ব। সম্পত্তিটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত, যার ঠিকানা কে.এম.সি. প্রাঙ্গণ নং ৮৫এইচ, বিনোবা ভাবে রোড, ডি.এইচ. রোড জে.এল. সরণি, কলকাতা - ৭০০০৩৮। এই দলিলের সাথে সংযুক্ত স্কেচ ম্যাপ ও নকশায় লাল রঙের সীমানা রেখা দ্বারা সম্পত্তিটিকে বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা এই দলিলেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

স্থানঃ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
তারিখঃ ১৪.১১.২০২৬

স্বাক্ষরিত /-অনুমোদিত কর্মকর্তা
ইনক্রেড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড-এর পক্ষে

লী অ্যান্ড নী সফটওয়্যারস (এক্সপোর্টস) লিমিটেড

CIN : L70102WB1988PLC045587
রেজি. অফিস : 14B, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - 700017
ই-মেইল : info@lnsel.com ওয়েবসাইট : www.lnsel.com
ফোন : 033-40650374 ফ্যাক্স : 033-40650378

**30 সেপ্টেম্বর, 2026 সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষি

৫ দশক বাদে প্রথমবার ০ রানে ৩ উইকেট

২৬ বছরে সবচেয়ে বড় হার ভারতের!

সংবাদ সংস্থা, মাউন্ট মাউঙ্গানুই, ১৩ নভেম্বরঃ অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে বিশ্বক্রিকেটে ভারতের ওয়ানডে আধিপত্যের মূল স্তম্ভ তাদের টপ অর্ডার। চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ের দিনেও অন্তত একটা বাউন্ডারি, নিদেনপক্ষে একটা ওয়াইড বা সিঙ্গলস নিয়ে খাতা খুলত দল। তৃতীয় উইকেট পড়ার আগে চূড়ান্ত লজ্জা নিবারণের জন্য থাকত ন্যূনতম একটা পুঁজি। কিন্তু শুক্রবার মাউন্ট মাউঙ্গানুইয়ের বে ওভালে মাত্র ছ'টা বৈধ ডেলিভারিতে ধুলোয় মিশে গেল ৫২ বছরের সেই গর্বের ইতিহাস। ৩৩৪ তাড়া করতে নেমে মাত্র ৮৯ রানে অলআউট। ২৪৪ রানের বিশাল ব্যবধানে হার। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই নির্লজ্জ আত্মসমর্পণে শুধু একটা লড়াই হারল না ভারত। বরং, নিজেদের ওয়ানডে ইতিহাসে লিখে ফেলল এজের পর এক কালো অধ্যায়। শুরুতে ৫ রানের মাথায় পরপর দু'বলে উইল ইয়ংয়ের সহজ ক্যাচ ফস্কান রোহিত শর্মা ও ঈশান কিষান। সেই জীবনদান কাজে লাগিয়ে ইয়ংয়ের সেঞ্চুরি (১০৮ বলে ১২৫) এবং টিম সেইফার্টের (৫৮) ব্যাটে ভর করে ৩৩৩ রান তোলে কিউয়িরা। তবু বে ওভালের পাটা পিচে ৩৩৪ রান তাড়া করা মোটেও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু কিউয়ি পেসার ম্যাট হেনরির প্রথম ওভারটাই ভারতীয় ক্রিকেটকে ঠেলে দিল চরম অন্ধকারে। ইনিংসের প্রথম বলেই বাইরের দিকে সুইং করা ডেলিভারিতে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে গোল্ডেন ডাক রোহিত শর্মা। ওয়ানডে ইতিহাসে সপ্তম ভারতীয় হিসেবে ইনিংসের প্রথম বলেই শূন্য রানে আউট হওয়ার লজ্জাজনক নজির গড়লেন হিটম্যান। চার বল পর হেনরির নিপ-ব্যাকারে বোল্ড বিরাট কোহলি (৪ বলে ০)। এর আগে ২০১০ সালে ডাম্বুলায় শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে একই ওয়ানডে ম্যাচে শূন্য রানে ফিরেছিলেন রোহিত-বিরাট। কিন্তু রান তাড়া করতে নেমে ইনিংসের প্রথম ওভারেই ভারতীয় ব্যাটিংয়ের দুই মহীরুহের এভাবে খালি হাতে ফেরার ঘটনা ইতিহাসে এই প্রথম। কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতে শ্রেয়স আইয়ারের বিদায়। ওয়ানডে অধিনায়ক হিসেবে নিজের অভিষেক ম্যাচেই প্রথম বলে এলবিডব্লিউ (গোল্ডেন ডাক)। প্রথম ভারতীয় হিসেবে ওয়ানডে নেতৃত্বে অভিষেকের দিনেই শূন্য রানে



ফেরার অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ড গড়লেন তিনি। নন-স্ট্রাইকার প্রান্তে দাঁড়িয়ে নিজে একটাও বল না খেলে দলের তিন স্তম্ভের পতন দেখলেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড়! ৫২ বছরের ওয়ানডে ইতিহাসে এই প্রথম বিনা রানে প্রথম তিন উইকেট (০৩) হারাল ভারত। ভেঙে গেল ২০২৩ বিশ্বকাপে চেন্নাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২ রানে ৩ উইকেট হারানোর পুরোনো নজির। বিশ্ব ক্রিকেটের সার্বিক ইতিহাসেও শূন্য রানে প্রথম তিন উইকেট পড়ার ঘটনা ঘটল মাত্র পঞ্চমবার। ষষ্ঠ ওভারে রুতুরাজ (৫) ফিরতেই টিম ইন্ডিয়ার স্কোর দাঁড়ায় ৯/৪। ভারতের ওয়ানডে ইতিহাসে ১০ রানের নিচে ৪ উইকেট হারানোর ঘটনা ঘটল মাত্র দ্বিতীয়বার। প্রথমবার ঘটেছিল ১৯৮৩ বিশ্বকাপে টানব্রিজ ওয়েলসে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে। সেদিন ৯/৪ থেকে ১৭৫ রানের ঐতিহাসিক ইনিংস খেলে দলকে বাঁচিয়েছিলেন কপিল দেব। কিন্তু বে ওভালে কোনও মিরাকল ঘটেনি। ঈশান কিষান (২৭) ও অক্ষর প্যাটেল (২১) ৭০ বলে ৪৪ রান যোগ করে অনিবার্য পতনটুকু শুধু বিলম্বিত করেছেন। অক্ষরকে ফেরান ম্যাথু ফিশার। আর কেরিয়ার-সেরা বোলিংয়ে হেনরি একাই নিলেন ৬ উইকেট (৬২/৭)। ২৬.৪ ওভারে ৮৯ রানেই শেষ ভারত। আজ মাত্র ১ রানের জন্য বেঁচে গেল ভারতের সর্বকালের সবচেয়ে বড় হারের কলঙ্ক। ২০০০ সালের ২৯ অক্টোবর শারজায় সন জয়সূর্যর ১৮৯ রানের পর মাত্র ৫৪ রানে গুটিয়ে গিয়ে শ্রীলঙ্কার কাছে ২৪৫ রানে হারতে হয়েছিল। অর্থাৎ, গত ২৬ বছরে রানের নিরিখে এটিই ভারতের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে পরাজয়। আর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাদের ইতিহাসের বৃহত্তম হার (আগের রেকর্ড ২০১০ সালে ডাম্বুলায় ২০০ রানে পরাজয়)। কিউয়িদের ওয়ানডে ইতিহাসেও এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম জয় (সর্বোচ্চ ২০০৮ সালে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২৯০ রানে জয়)। ৮৯ রানে গুটিয়ে যাওয়া নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ভারতের সর্বনিম্ন ওয়ানডে স্কোর। ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে হ্যামিল্টনে ৯২ রানে অলআউট হওয়ার লজ্জাও এদিন ঢাকা পড়ে গেল। সার্বিকভাবে কিউয়িদের বিরুদ্ধে এটি ভারতের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্কোর (সর্বনিম্ন ২০১০ সালে ডাম্বুলায় ৮৮)। পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে সব মিলিয়ে অষ্টমবার ১০০ রানের গণ্ডি টপকাতে ব্যর্থ হল মেন ইন ব্লু। তবে এত কিছুর পরেও প্রথম দুটি ম্যাচ জেতায় পাঁচ ম্যাচের সিরিজে এখনও ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে ভারত (তৃতীয় ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছিল)। আগামী রবিবার, ১৫ নভেম্বর এই বে ওভালেই সিরিজের ফয়সালা। কিন্তু ৪৮ ঘণ্টা পর সেই ম্যাচে নামার আগে সিরিজ জয়ের চেয়েও, বিনা উইকেটে স্কোরবোর্ডে অন্তত এক রান তোলাটাই হয়তো রোহিত-বিরাটদের কাছে সবচেয়ে বড় মানসিক চ্যালেঞ্জ।

লজ্জার হারে রোহিত-বিরাটদের সমালোচনায় গৌতম গম্ভীর

সংবাদ সংস্থা, মাউন্ট মাউঙ্গানুই, ১৩ নভেম্বরঃ বে ওভালে ৩৩৪ রান তাড়া করতে নেমে মাত্র ৮৯ রানে অলআউট। ২৪৪ রানে হারের পর রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের রেয়াত করলেন না কোচ গৌতম গম্ভীর। কিউয়ি পেসার ম্যাট হেনরির প্রথম ওভারেই শূন্য রানে প্যাভিলিয়নে ফেরেন রোহিত, বিরাট ও অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। সেই ডেলিভারিগুলোকে 'আনপ্লেয়েবল' বা খেলতে না পারার মতো বল মানতে নারাজ হেডকোচ। ম্যাচের পর সাংবাদিক বৈঠকে ব্যর্থ ব্যাটারদের সরাসরি কাঠগড়ায় তুললেন তিনি। হেনরির আগুনে স্পেলের সামনে ভারতীয় টপ অর্ডারের অসহায় আত্মসমর্পণকে স্রেফ ব্যাটারদের ব্যর্থতা হিসেবেই দেখছেন গম্ভীর। স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ''আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে না খেলার মতো কোনও বল হয় না। আমাদের প্রথম ১০ ওভার দেখে খেলা উচিত ছিল। ম্যাট হেনরি ভাল জায়গায় বল করেছে ঠিকই, কিন্তু সেটা সামলানোর ক্ষমতা আমাদের থাকা উচিত। ৯০ রানের আশেপাশে অলআউট হয়ে গেলে চিন্তা তো হবেই। বিশ্বকাপের পরিবেশও প্রায় এমনই হবে। আগের ম্যাচেও আমরা সাত উইকেট হারিয়েছিলাম, এটা সত্যিই উদ্বেগের।'' দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ডিএলএস পদ্ধতিতে জিতলেও ১১১ রানে ৭ উইকেট হারিয়েছিল ভারত। নিয়মিত এই ব্যাটিং বিপর্যয় নিয়ে রীতিমতো চিন্তিত কোচ। গম্ভীরের কথায়, ''আগের ম্যাচেও ১১১ রানে ৭ উইকেট পড়ে গিয়েছিল। মানসিক ও স্কিলের দিক থেকে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এই ধরনের পরিবেশে বিনা উইকেটে ৩৫-৪০ রান ওঠাও যথেষ্ট ভাল। দলে অভিজ্ঞতা রয়েছে, আশা করি শেষ ম্যাচে সবাই মানিয়ে নেবে।'' ওবল সিম খেলতে সমস্যা হওয়া প্রসঙ্গে কোচের সোজাসাপ্টা জবাব, ''আমি টেকনিক্যাল খুঁটিনাটিতে যেতে চাই না। বল খুব একটা নড়াচড়া করেনি। মুভমেন্ট সামলানো ব্যাটারদেরই কাজ। সিমের চেয়েও বলের লাইন ও লেন্থ আমাদের বেশি সমস্যায় ফেলেছে। আমরা ক্রিজে আটকে গিয়েছিলাম।'' নিউজিল্যান্ড প্রথমে ব্যাট করে ৩৩৩ রান তুললেও বোলারদের কোনও দোষ দেখছেন না গম্ভীর। বরং শুরুতে উইল ইয়ংয়ের সহজ ক্যাচ ফেলার দিকেই আঙুল তাঁর। বলেন, ''আকিব নবির ভাগ্য খারাপ। শুরুতে উইল ইয়ংকে আউট করতে পারলে ছবিটা আলাদা হতে পারত। পরে ভেবে লাভ নেই। আমরা ক্যাচ ফেলেছি, তার খেসারত তো দিতেই হবে। তবে আমাদের বোলিং ইউনিট নিয়ে সবার গর্বিত হওয়া উচিত।''

চেকিয়াকে হারিয়ে স্পেনের পাঁচে পাঁচ



সংবাদ সংস্থা, প্রাগ, ১৩ নভেম্বরঃ উয়েফা নেশন্স লিগে বৃহস্পতিবার রাতে প্রতিপক্ষের মাঠে ২-০ গোলে জিতেছে লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল। প্রথমার্ধে আলেক্স বায়েনা দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর, একদম শেষ সময়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন মার্ক পুবিল। শেষ দিকে বেশ খানিকটা সময় একজন কম নিয়ে খেলতে হয় চেকিয়াকে। নেশন্স লিগে পাঁচ ম্যাচে খেলে সবগুলোই জিতল স্পেন। ১৫ পয়েন্ট নিয়ে 'এ' লিগের তিন নম্বর গ্রুপের শীর্ষে আছে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। একই সময়ে শুরু আরেক ম্যাচে ক্রোয়েশিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার-ফাইনাল নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড। চার জয়ে তাদের পয়েন্ট ১২। ৩ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে ক্রোয়েশিয়া। তলানির দল চেকিয়া এখনও কোনো পয়েন্ট পায়নি। সব মিলিয়ে স্পেনের এটা টানা দ্বাদশ জয়, যে যাত্রা শুরু হয়েছিল গত বিশ্বকাপে। আর তাদের টানা সবচেয়ে বেশি ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড দাঁড়াল ৪৩ ম্যাচে। প্রত্যাশিতভাবে ম্যাচের শুরু থেকে বেশিরভাগ সময় পজেশন রেখে খেলা স্পেন ৩৯তম মিনিটে এগিয়ে যায়। চেকিয়ার ডি-বক্সে তাদের মিডফিল্ডার লুকাস আমব্রোশের হাতে বল লাগলে, ভিএআরের সাহায্যে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। আর সফল স্পট কিকে গোলটি করেন আলেক্স বায়েনা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ফের জালে বল পাঠায় সফরকারীরা। গোলরক্ষক উনাই সিমন মাঝমাঠের ওপর দিয়ে কিক নেন, গতিতে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে বল ধরে ডি-বক্সে ঢুকে লক্ষ্যভেদ করেন ইয়েরেমি পিনো। তবে তিনি নিজেই অফসাইডে ছিলেন, ভিএআরের সিদ্ধান্তে তাদের উল্লাস থেমে যায়। ৫৬তম মিনিটে গোল পাওয়ার খুব কাছাকাছি যায় চেকিয়া। কিন্তু লাদিস্লাভ ক্রেইচির উঁচু করে নেওয়া শট সিমনের ওপর দিয়ে গিয়ে, দূরের পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। ৬৮তম মিনিটে দুর্ভাগ্য তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় হিওজেকের হেড ক্রসবারে লাগে। দারুণ দুটি সুযোগ নষ্ট হওয়ার হতাশার মাঝে, ৭২তম মিনিটে আরও বড় ধাক্কা খায় চেকিয়া। প্রতিপক্ষের নিশ্চিত গোলের সুযোগে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন ডিফেন্ডার ক্রেইচি। অক্টোবরে স্পেনের বিপক্ষে প্রথম লেগে ৩-১ গোলে হারের ম্যাচেও বহিষ্কার হয়েছিলেন তিনি। এরপর আর সেভাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি চেকিয়া। উল্টো যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে তাদের জালে বল পাঠান পেদ্রো পোরোর বদলি পুবিল। জাতীয় দলের হয়ে তার গোল হলো দুটি। গত সেপ্টেম্বরে এই প্রতিযোগিতাতেই ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে প্রথমটি করেছিলেন তিনি। গ্রুপ পর্বের শেষ রাউন্ডে আগামী রবিবার স্পেন খেলবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, আর চেকিয়া মুখোমুখি হবে ক্রোয়েশিয়ার।

২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত আর্জেন্টিনার দায়িত্বে লিওনেল স্কালোনি

সংবাদ সংস্থা, বুয়েনস আইরেস, ১৩ নভেম্বরঃ স্কালোনিকে পাশে নিয়ে বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ক্লাউদিও তাপিয়া। ''২০২৭ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের দায়িত্বে লিওনেল স্কালোনির কোচিং স্টাফের চুক্তি নবীকরনের ঘোষণা আনুষ্ঠানিকভাবে করব আমরা। এএফএ কার্যনির্বাহী কমিটির সকলের, একই সঙ্গে সকল আর্জেন্টাইনের জন্য আনন্দের বিষয় এটি।'' তাপিয়া জানান, আরও চার বছরের জন্য মেয়াদ বাড়ানোর সুযোগ রাখা হয়েছে এই চুক্তিতে। আর্জেন্টিনা দলের সঙ্গে পথচলা আরও দীর্ঘ করতে পেরে উচ্ছ্বসিত ৪৮ বছর বয়সি স্কালোনি। ''প্রথম দিনের মতোই আমি এখনও সমান ক্ষুধার্ত ও রোমাঞ্চিত এবং এই ধারা অব্যাহত রাখতে পেরে আমি খুশি। আমি কৃতজ্ঞ এবং এখন থেকে একটি নতুন প্রক্রিয়া শুরু হবে।'' স্কালোনির দীর্ঘদিনের সহকারী ওয়াল্‌তার সামুয়েল ইউরোপে কোচিং করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাকে বাদ দিলে তার বাকি স্টাফরা অপরিবর্তিত থাকছেন। আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ ছিল স্কালোনির। গত বিশ্বকাপের ফাইনালে স্পেনের বিপক্ষে হারের পর আর্জেন্টিনা দলে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন তিনি। ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তাপিয়ার সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক, অনেক চিন্তাভাবনা এবং পরিবারের সঙ্গে আলোচনার পর দায়িত্বে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ২০২২ বিশ্বকাপজয়ী এই কোচ। ২০১৮ বিশ্বকাপের শেষ ষোলো থেকে আর্জেন্টিনা ছিটকে পড়ার পর স্কালোনিকে ওই বছরের জন্য



ভারপ্রাপ্ত কোচ করা হয়। ২০০৬ বিশ্বকাপে খেলা এই প্রাক্তন ফুটবলার তখনও পর্যন্ত কোচ হিসেবে ছিলেন একদম আনকোরা ও অপরিচিত। আর্জেন্টিনার অনূর্ধ্ব-২০ দলের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। ওই বছরের শেষ নাগাদ তার মেয়াদ বাড়ানো হয় ২০১৯ কোপা আমেরিকা পর্যন্ত। অনভিজ্ঞ একজনকে দায়িত্ব দেওয়ায় তখন তুমুল সমালোচনায় হয় আর্জেন্টিনার ফুটবল মহলে। 'অযোগ্য' কোচ নিয়োগের জন্য ফুটবল কর্তাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে কিংবদন্তি দিয়েগো মারাদোনা বলেছিলেন, ''এই লোক এমনকি ট্র্যাফিকও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না।'' ২০১৯ কোপা আমেরিকায় ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হওয়ার পর আবার সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। তার পরও ২০২২ বিশ্বকাপ পর্যন্ত তার মেয়াদ বাড়ানো হয়। এরপর কেবলই অবারিত সাফল্যের সময়। ২৮ বছরের খরা কাটিয়ে ২০২১ কোপা আমেরিকা জয় করে আর্জেন্টিনা। তখনকার ইউরোপ চ্যাম্পিয়ন ইতালিকে হারিয়ে জেতে ফিনালিস্‌সিমা ট্রফি। ৩৬ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে জিতে নেয় ২০২২ বিশ্বকাপ। মেয়াদ বাড়ানো হয় স্কালোনির। সাফল্যের পরিধিও বাড়ে। কোপা আমেরিকার ট্রফি ধরে রাখে তার দল ২০২৪ আসরে। বিশ্বকাপেও ট্রফি ধরে রাখা থেকে একটি জয় দূরে ছিল স্কালোনির দল। কিন্তু ফাইনালের মঞ্চে নিষ্প্রভ পারফরম্যান্সে স্পেনের বিপক্ষে ১-০ গোলে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয় তাদের। স্কালোনির কোচিংয়ে আর্জেন্টিনার এসব সাফল্যে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা ছিল অধিনায়ক লিওনেল মেসির। গত অক্টোবরে বেনিনের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে জাতীয় দলের হয়ে বর্ণাঢ্য ও গৌরবময় যাত্রার ইতি টানেন এই ফুটবল জাদুকর। মেসিকে ছাড়া আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের পুনর্গঠনের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে শেষ আটে ইংল্যান্ড

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ১৩ নভেম্বরঃ ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার রাতে ২-১ গোলে জিতেছে টমাস টুখেলের দল। প্রথমার্ধে মর্গ্যান রজার্সের গোলে



এগিয়ে যায় ইংল্যান্ড। বিরতির পর সমতা টানেন পেতার সুচিচ। তবে এর কয়েক মিনিট পরই পেনাল্টি থেকে ব্যবধান গড়ে দেওয়া গোলটি করেন কেইন। পাঁচ ম্যাচে চার জয়ে ১২ পয়েন্ট নিয়ে 'এ' লিগের তিন নম্বর গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে আছে ইংল্যান্ড। একই সময়ে আরেক ম্যাচে চেকিয়াকে ২-০ গোলে হারানো স্পেন শতভাগ সাফল্যে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে। ক্রোয়েশিয়ার পয়েন্ট ৩, চেকিয়ার শূন্য। এ দিন পিটার শিল্টনকে ছাড়িয়ে ইংল্যান্ডের হয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড নিজের করে নেন কেইন, ১২৬টি। ঘরের মাঠে ২৪তম মিনিটে কাছ থেকে দারুণ এক শটে ইংল্যান্ডকে এগিয়ে নেন রজার্স। ৫৯তম মিনিটে কাছ থেকেই সমতা ফেরান সুচিচ। লিড হারানোর মিনিট দুয়েকের মধ্যেই জ্যারেল কুয়ান্সা বক্সে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় ইংল্যান্ড। বল জালে পাঠাতে ভুল করেননি কেইন। গত ২৬ অক্টোবর ব্যালন ডি'র জয়ের পর ক্লাব কিংবা জাতীয় দলের হয়ে এই প্রথম গোল পেলেন অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার। ইংল্যান্ডের রেকর্ড গোলস্কোরারের আন্তর্জাতিক ফুটবলে গোল হলো মোট ৯২টি। আগামী রবিবার গ্রুপ পর্বের শেষ রাউন্ডে স্পেনের মাঠে খেলবে ইংল্যান্ড।

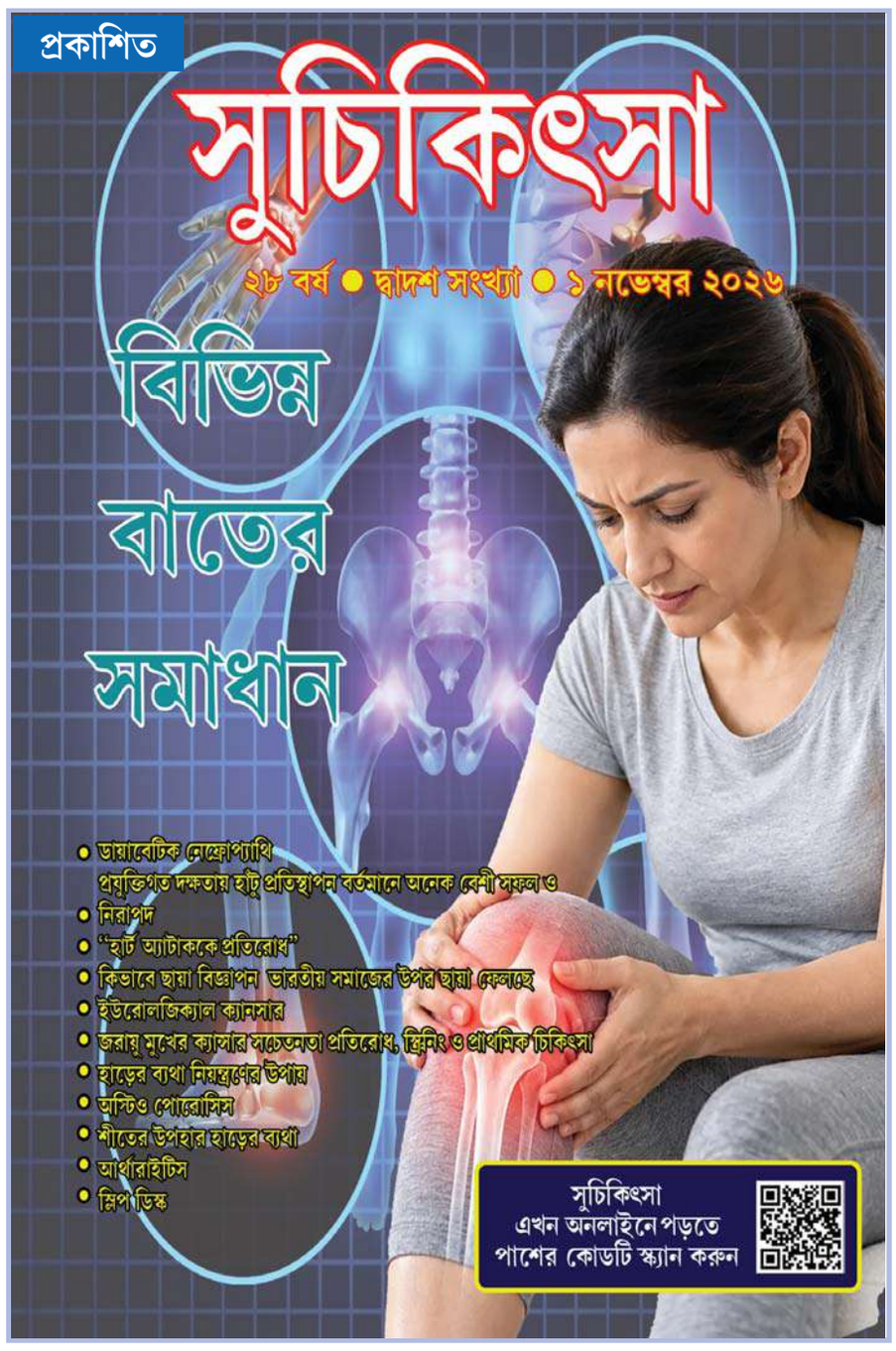
বড় ভাইয়ের পেনাল্টি মিস, ছোট ভাইয়ের জোড়া গোলে ফ্রান্সকে হারাল ইতালি

শুরুতেই মারাত্মক এক ভুল করে বসলেন জানলুইজি দোন্নারুম্মা আর ইতালির জালে জড়াল বল। তবে পিছিয়ে পড়ার পর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াল তারা। ফ্রান্সকে হারিয়ে নেশন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে ভালোমতোই টিকে রইল রবের্তো মানচিনির দল।

সংবাদ সংস্থা, মিলান, ১৩ নভেম্বরঃ মিলানের সান সিরোয় বৃহস্পতিবার রাতে ৩-১ গোলে জিতেছে চারবারের বিশ্বকাপজয়ীরা। বিস্ময়কর হলেও সত্যি, ১৯৬২ সালের পর এই প্রথম নিজেদের মাঠে ফ্রান্সকে হারাতে পারল ইতালি। ফ্রান্সের মাঠে প্রথম লেগ ১-১ গোলে ড্র হয়েছিল। অম্লমধুর এক রাত কেটেছে ইতালির এস্পোজিতো ভাইদের। জোড়া গোলে জয়ের নায়ক পিও এস্পোজিতো। পেনাল্টি মিস করেন তার বড় ভাই সেবাস্তিয়ানো এস্পোজিতো। মাইকেল ওলিসের গোলে পিছিয়ে পড়া ইতালিকে প্রথমার্ধেই সমতায় ফেরান পিও এস্পোজিতো। দ্বিতীয়ার্ধে সেবাস্তিয়ানো এস্পোজিতোর পেনাল্টি মিসের কিছুক্ষণ পরই দলকে এগিয়ে নেন দাভিদে ফ্রাত্তেসি। পরে পেনাল্টি থেকে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন পিও এস্পোজিতো। পাঁচ ম্যাচে তিন জয় ও এক ড্রয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে 'এ' লিগের এক নম্বর গ্রুপের শীর্ষে উঠেছে ইতালি। সমান পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে নেমে গেছে ফ্রান্স। একই দিন তুরস্ককে ২-১ গোলে হারানো বেলজিয়াম ৯ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে। আগেই শেষ আটের লড়াই থেকে ছিটকে পড়া তুরস্ক পাঁচ ম্যাচই হেরেছে। শেষ রাউন্ডে ইতালি খেলবে বেলজিয়ামের মাঠে, আর ফ্রান্স ঘরের মাঠে তুর্কির মুখোমুখি হবে। গ্রুপের শীর্ষ দুই দল পাবে শেষ আটের টিকেট। হ্যামস্ট্রিংয়ের সমস্যায় এই ম্যাচে খেলতে পারেননি ফ্রান্সের রেকর্ড গোলস্কোরার কিলিয়ান এমবাপে।



চোটের কারণে দুই দলই গুরুত্বপূর্ণ আরও বেশ কয়েকজন করে খেলোয়াড় পায়নি ম্যাচটিতে। প্রায় ৬৫ শতাংশ পজেশন রেখে গোলের জন্য ১৮টি শট নিয়ে পাঁচটি লক্ষ্যে রাখতে পারে ফ্রান্স। ইতালির ১১ শটের পাঁচটি লক্ষ্যে ছিল। ম্যাচের শুরুতে ফ্রান্সের আক্রমণের মুখে কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়ে ইতালি। দশম মিনিটে ভুল করে বসেন দোন্নারুম্মা। বক্সের বাইরে ওলিসের পায়ে বল তুলে দেন অভিজ্ঞ এই গোলরক্ষক। বক্সে ঢুকে প্রতিপক্ষের একজনের বাধা এড়িয়ে বল জালে পাঠান ওলিসে। এগিয়ে যাওয়ার পর আরও কয়েকটি আক্রমণ শাণায় ফ্রান্স। ইতালি ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ায় এবং গোলের সুযোগ তৈরি করে। ২৬তম মিনিটে সমতা ফেরায় তারা। বাঁ দিক দিয়ে প্রতিপক্ষের একজনের বাধা এড়িয়ে বক্সে ঢুকে বাইলাইনের কাছ থেকে কাটব্যাক করেন নিকোলো কাম্বিয়াগি, আর কাছ থেকে পা ছুঁয়ে বল জালে পাঠান পিও এস্পোজিতো। ৩৫তম মিনিটে আবার এগিয়ে জেতে পারত ফ্রান্স। কিন্তু চমৎকার নৈপুণ্যে বাহডলে বাহকোলার নেওয়া শট পোস্টে লাগে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে কর্নার বাঁচানোর চেষ্টায় আরেকটি ভুল করে বসেন দোন্নারুম্মা। বক্সের ভেতরেই বল চলে যায় ফ্রান্সের খেলোয়াড়দের কাছে। রায়ান শের্কির জোরাল নিচু শট ঝাঁপিয়ে পড়া দোন্নারুম্মার হাত ছুঁয়ে পোস্টে লাগে। পরের মিনিটে বিপদ হতে পারত ফ্রান্সের, গোলরক্ষক মাইক মিয়াঁর দৃঢ়তায় রক্ষা পায় তারা। ৬০তম মিনিটে স্পট কিক বাইরে মেরে ইতালিকে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ হারান ২৪ বছর বয়সি সেবাস্তিয়ানো এস্পোজিতো। কাম্বিয়াগি ফ্রান্সের বক্সে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পেয়েছিল আয়োজকরা। দুই মিনিট পরই অবশ্য এগিয়ে যাওয়ার আনন্দে মাতে ইতালি। আগের মিনিটেই বদলি নামা ফেদেরিকো দিমার্কোর বাঁ দিক থেকে বাড়ানো পাস বক্সে পেয়ে প্রথম স্পর্শে শটে জালে পাঠান ফ্রাত্তেসি। ৭৫তম মিনিটে সফল স্পট কিকে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে ফ্রান্সের ঘুরে দাঁড়ানোর পথ আরও কঠিন করে তোলেন ২১ বছর বয়সি পিও এস্পোজিতো। আন্তোনিও ভেরগারা ফাউলের শিকার হলে এই পেনাল্টি পেয়েছিল ইতালি। বাকি সময়ে আর কেউ কোনো শট লক্ষ্যে রাখতে পারেনি।



দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com